মরণজয়ী সাহাবা রা.

আল্লামা ওয়াকেদী রহ.

মরণজয়ী সাহাবা রা.

(১)

মূল

আল্লামা ইমাম ওয়াকেদী রহ.

অনুবাদ

আবুল হুসাইন আলে গাজী

মীর পাবলিকেশন্স

১৩নং আদর্শ পুস্তক বিপনী, বায়তুল মুকাররম

ঢাকা-১০০০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	১৪
ইমাম ওয়াকেদীর জীবনী	২৪
সূচনা	২৯
ইয়ামানের সৈন্য	৩১
হিময়ার গোত্রের বিজয়ের সুসংবাদ	৩২
মাযহায গোত্রের সৈন্যবর্গ	৩২
তাঈ গোত্রের সৈন্যবর্গ	৩৩
আযদ গোত্রের সৈন্যবর্গ	৩৩
বনু আবাস ও কিনানা গোত্রের সৈন্যবর্গ	৩৩
ইসলামের সৈন্যদের আধিক্য	৩৪
ইয়াযিদ বিন আবু সুফয়ান ও রবিআ বিন আমেরের নেতৃত্ব	৩৫
পথ নির্দেশ	৩৫
ইসলামের সৈন্যদের যাত্রা শুরু	৩৭
রোম সম্রাটের ভীতি	৩৭
রোমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ	৩৮
ইসলামের সেনাপতির রণ কৌশল	৩৯
পালিয়ে গেল কাফির দল	৪০
নিহত হল শত্রু কমান্ডার	৪১
শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি	৪১
রোমার নেতার ভাষণ ও পুণরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি	৪১
রোমানদের দূত প্রেরণ	৪১
শত্রুদের কাছে গমন	৪১
পাদ্রীর সাথে রবীআ রা-এর বিতর্ক	৪৩
নিহত হল আরেক সেনাপতি	৪৫
আবার শুরু হল যুদ্ধ	৪৫
প্রাণে রক্ষা পায়নি কোন শত্রু	৪৬
আরো সৈন্য তলব	৪৬
সেনাপতি হলেন হযরত আমর রা.	৪৯
আবু বকর রা.-এর ওসীয়ত	৫০
হযরত আবু উবাইদার নেতৃত্বে আরেক অভিযান	৫৩
হযরত খালিদের নেতৃত্বে ইরাক ও পারস্য অভিযান	৫৪

একটি স্বপ্ন ৫৪
রোম সম্রাটের ভীতি ৫৫
আমর ইবনুল আস রা-এর সৈন্যদের অবস্থা ৫৭
শত্রু বাহিনীর সংখ্যা ৫৭
হযরত আমর ইবনুল আসের পরামর্শ ও সৈন্যদের প্রতি আহবান ৫৭
সেনাপতি হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর ৫৯
শুরু হল যুদ্ধ ৫৯
নিহত হল শত্রুদের সেনাপতি ৫৯
আবু দারদা রা.-এর পরামর্শ ৬১
শুরু হল যুদ্ধ ৬২
পালিয়ে গেল শত্রু দল ৬৩
আসমানী সাহায্য ৬৪
শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি ৬৪
মুসলমানদের অবস্থা ৬৪
শহীদ হলেন যারা ৬৪
হযরত আবু উবাইদার কাছে প্রেরিত পত্র ৬৫
হযরত আবু উবাইদার উত্তর ৬৬
ছেলে হত্যার প্রতিশোধের পথে পিতা ৬৮
নিহত হল শত্রুনেতা ৭০
শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি ৭০
বিজয়ী হয়ে ফিরলেন হযরত খালিদ ৭১
মদিনায় বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ ৭১
সিরিয়া জয়ে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ ৭১
দুর্গম পথে মুসলিম বাহিনী ৭৩
পানির জন্য হাহাকার ৭৩
পাওয়া গেল পানি ৭৪
বন্দী আমেরের মুক্তি কাহিনী ৭৪
আরাকা এসে এক রোমান দার্শনিকের সাক্ষাত লাভ ৭৫
বসরায় আরেক অভিযান ৭৭
কবুল হল দু'আ ৮১
স্থগিত করা হল যুদ্ধ ৮১
আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি ৮২
রোমান নেতার ইসলামের সত্যতা স্বীকার ৮২
রোম নেতার ইসলাম গ্রহন ৮৪

অভিনব কৌশল ৮৪
প্রত্যাখ্যাত হল সত্যবাদী রোমান ৮৪
পুনরায় যুদ্ধ ৮৫
পালালো রোমান সেনাপতি ৮৫
রোমান সৈন্যদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ ৮৫
শহীদ হলো একশত ত্রিশজন মুসলমান ৮৬
ইসলাম গ্রহণকারী রোমান নেতার দুঃসাহস ৮৬
পুনরায় অভিযান ও রোম সেনাপতিকে হত্যা ৮৬
রোমানদের আত্মসমর্পন ৮৭
স্বপ্ন দেখে রুমাস পত্নীর ইসলাম গ্রহণ ৮৮
রোমানদের জিযয়া প্রদানের স্বীকারোক্তি ৮৯
সু সংবাদ জানিয়ে হযরত খালিদের পত্র ৮৯
দামেস্কের পথে মুসলিম বাহিনী ৯০
রোম সম্রাটের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ৯০
রোম সেনাপতির হিমসে যাত্রা বিরতি ৯১
দামেস্কে রোম সেনাপতির সাথে গভর্ণরের বিরোধ ৯১
শুরু হল যুদ্ধ ৯২
হযরত খালিদের বীরত্ব ও রোমানদের পশ্চাদপসরণ ৯৩
রোমদের পারস্পরিক বিরোধ ও লটারীকরণ ৯৩
সন্ত্রস্ত রোম সেনাপতির কথা ৯৪
রোমানদের বাকযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ ৯৫
হযরত খালিদের সাহসী উত্তর ৯৫
দামেস্কের কাছে রোমানদের লাঞ্চনাকর পরাজয় ৯৬
যুদ্ধে হযরত খালিদের কবিতা আবৃত্তি ৯৭
বাকযোদ্ধার পলায়ন ৯৮
আরেক রোমান নেতার যুদ্ধে গমন ৯৮
রোমান নেতার সাথে হযরত খালিদের কথোপকথন ৯৯
হযরত আবু উবাইদার আগমন ১০২
হযরত আবু উবাইদা-খালিদ কথা বিনিময় ১০২
মুসলিম বাহিনীর সাথে দামেস্কবাসীর যুদ্ধ ১০৩
শত্রুদের পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি ১০৩
দামেস্ক অবরোধ ১০৪
দুই রোমান সেনাপতিকে হত্যা ১০৪

সম্রাটের কাছে দামেস্কবাসীর আবেদন ১০৪
রোম সম্রাটের আতনাদ ১০৫
রোম সম্রাটের আবারো ব্যর্থ প্রচেষ্টা ১০৫
রোমান সেনাপতি ওয়ারদানের দম্ভোক্তি ১০৬
রোম সম্রাটের ব্যর্থ লোভ প্রদর্শন ১০৬
রোম সম্রাটের গোপন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ ১০৬
দামেস্কবাসীর প্রতিরোধ ১০৭
অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীর সাথে যুদ্ধ ১০৭
রোমানদের মোকাবেলায় হযরত দিরারকে প্রেরণ ১০৭
জিহাদপাগল হযরত দিরারের আনন্দ ১০৮
রোমান সৈন্যদের আগমন ও হযরত দিরারের সাহসী উচ্চারণ ১০৯
রাফে বিন উমাইরার ভাষণ ১০৯
যুদ্ধের সূচনা ও হযরত দিরারের বীরত্ব ১১০
সেনাপতি ওয়ারদানের পুত্র হামদান নিহত ১১২
বন্দী হলেন বীর দিরার ১১২
রাফে বিন উমাইরার নেতৃত্ব গ্রহণ ১১২
হযরত খালিদের আক্রমণ ১১৩
বীরাঙ্গনা খাওলা বিনতে আযুর ১১৪
হযরত দিরারের খোঁজ সৈন্য প্রেরণ ১১৮
মুক্ত হলেন বীর দিরার ১১৯
রোম সম্রাটের আরেকটি ব্যর্থ চেষ্টা ১২০
শত্রুদের আগমনের সংবাদ প্রাপ্তি ও পরামর্শ ১২১
দামেস্কবাসীর ষড়যন্ত্র ১২৪
কথিত বীর পলের দম্ভোক্তি ১২৫
মুসলমানদের সন্ধানে দামেস্কবাসী ১২৬
হযরত আবু উবাইদার উপলব্ধি ১২৬
দুরাবস্থার কবলে মুসলিম বাহিনী ১২৭
পলের দিরার ভীতি ১২৮
শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি ১২৯
বীর দিরারের অস্থিরতা ১২৯
বুট্রোসের পছন্দ ১২৯
বীরঙ্গনা খাওলার জ্বালাময়ী বক্তব্য ১৩০
মহিলাদের দুঃসাহসী আক্রমণ ১৩০

হযরত খাওলা কর্তক বুট্রোসের লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ১৩২
মহিলাদের বীরত্ব ১৩২
মুসলিম বাহিনীকে দেখে বুট্রোসের হৃদকম্পন ১৩৪
খাওলার সাথে বুট্রোসের বাক্য বিনিময় ১৩৪
শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি ১৩৫
বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন ১৩৬
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামের বীর সেনাদের আগমন ১৩৭
রোমান সৈন্যদের আধিক্য ১৩৭
হযরত খালিদের ওসীয়ত ১৩৭
ওয়ারদানের ভাষণ ১৩৮
শত্রুদের ভয় দেখাতে বীর দিরার ১৩৮
যুদ্ধের প্রস্তুতি ১৪০
মহিলাদের প্রতি হযরত খালিদের নসীহত ১৪০
ইসলামের সৈন্যদের প্রতি হযরত খালিদের নসীহত ১৪১
শুরু হল যুদ্ধ ১৪২
রোমানদের লোভনীয় প্রস্তাব ১৪২
ইসলামের সেনাপতির সাহসী উত্তর ১৪৩
ওয়ারদানের কাল্পনিক বিজয় ১৪৪
হযরত মুআযের জ্বালাময়ী ভাষণ ১৪৪
যুদ্ধের সূচনা ও হযরত দিরারের সাহসিকতা ১৪৫
হযরত দিরারকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা ১৪৬
বীর দিরার কর্তৃক ইস্তফানের ছেলে হত্যা ১৪৭
দিরারের সাহায্যে হযরত খালিদ ও তার সাথীরা ১৪৮
বীর দিরারে রোম নেতা ইস্তফানকে হত্যা ১৪৯
যুদ্ধের সূচনা ও সাঈদ বিন যাইদের ভাষণ ১৪৯
শত্রুদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ১৫০
ওয়ারদানের ভাষণ ও যুদ্ধের পুনঃপ্রস্তুতি ১৫০
হযরত খালিদকে গুপ্তভাবে হত্যার চেষ্টা ১৫১
ষড়যন্ত্রের শুরুতেই বিরোধ ১৫২
হযরত খালিদের উত্তর ১৫৪
ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল দূত ১৫৪
হযরত খালিদের আনন্দ ১৫৫
হযরত খালিদের পাল্টা প্রস্তুতি ১৫৬

হযরত দিরারের সুক্ষ্ম কৌশল ১৫৬
হযরত দিরারের সফল অপারেশন ১৫৬
নিজের খোড়া গর্তে পতিত হল ওয়ারদান ১৫৭
নিজের খোড়া ষড়যন্ত্রের গর্তেই হারিয়ে গেল ওয়ারদান ১৫৮
আবার যুদ্ধ শুরু ১৫৯
পালাতে লাগে রোম সৈন্য ১৬০
রোমানদের ক্ষয়ক্ষতি ১৬০
নজির বিহীন গনীমত লাভ ১৬০
বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে খলীফার নিকট পত্র প্রেরণ ১৬০
পত্র পেয়ে হযরত আবু বকরের প্রতিক্রিয়া ১৬২
বিজয়ের সংবাদ শোনার জন্য লোকজনের ভীড় ১৬২
সিরিয়ার জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য মক্কার নওমুসলিমদের আগমন ও হযরত উমরের সন্দেহ ১৬২
মক্কার নওমুসলিমদের পবিত্রতা প্রকাশ ১৬৩
আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের জিহাদে যাবার প্রস্তুতি ১৬৪
হযরত খালিদের প্রতি হযরত আবু বকরের পত্র ১৬৫
হযরত খালিদের দেমেস্ক পৌঁছার সংবাদ পেয়ে রোমানদের অবস্থা ১৬৬
হযরত খালিদের পরামর্শ ১৬৬
হযরত আবু উবাইদার দুনিয়াবিমুখতা ১৬৭
দামেস্কের বিভিন্ন গেটে ইসলামের সৈন্যদের অবস্থান গ্রহণ ১৬৭
পুনরায় দামেস্ক অবরোধ ও রোমানদের পারস্পরিক পরামর্শ ১৬৮
সম্রাটের মেয়ে জামাই টমার দম্ভোক্তি ১৬৯
টমার প্রতি রোমানদের হুমকি ১৬৯
ইসলামের সৈন্যদের দামেস্কের চতুর্দিকে টহল দান ১৭০
টমার যুদ্ধ প্রস্তুতি ১৭০
টমার প্রার্থনা ১৭১
হযরত শুরাহবীলের নির্ভীক উত্তর ১৭১
টমার সাথে যুদ্ধ শুরু ১৭১
হযরত আবান বিন সাঈদের শাহাদাত ১৭২
হযরত আবানের স্ত্রীর অবস্থা ১৭২
হযরত আবানের স্ত্রীর বীরত্ব ১৭৩
রোমানদের ক্রুশ হস্তগত হল মুসলমানদের ১৭৩
ক্রুশ হারিয়ে টমার অবস্থা ১৭৩
হযরত শুরাহবীলের মর্মস্পর্শী ভাষন ১৭৪

টমার সাহায্যে তার লোকদের আগমন ও টমার ক্রশ সন্ধান ১৭৪
হযরত আবানের স্ত্রীর হাতে চোখ গেল টমার ১৭৫
টমা ও তার বাহিনীর পলায়ন ১৭৫
টমার হটকারীতা ১৭৫
সাহায্য চেয়ে হযরত শুরাহবীলের লোক প্রেরণ ১৭৬
টমার ভাষণ ১৭৭
হযরত খালিদের উত্তর ১৭৭
মুসলমানদের রাতের আধাঁরে হত্যার ষড়যন্ত্র ১৭৮
শত্রুদের গুপ্ত হামলার জবাবে মুসলমানরা ১৭৯
ইহুদীরাও খ্রীষ্টানদের পক্ষে ১৮০
টমার মোকাবেলায় হযরত শুরাহবীল ১৮০
জাবিয়া গেটে হযরত আবু উবাইদার যুদ্ধ ১৮১
মার খেয়ে শত্রুদের পলায়ন ১৮১
হযরত দিরারের বীরত্ব ১৮১
পরাজিত শত্রুদের সন্ধির আহবান ১৮২
নরম হয়ে আসল টমার সুর ১৮২
মুসলিম বাহিনীর আক্রমন ও শত্রুদের পরামর্শ ১৮৩
সন্ধির আহবানে হযরত আবু উবাইদার সাড়া দান ১৮৩
সন্ধি করতে শত্রুদের আগমন ১৮৪
পদানত হল দামেস্ক ১৮৪
হযরত আবু উবাইদার স্বপ্ন ১৮৫
হযরত আবু উবাইদার দামেস্কে প্রবেশ ১৮৫
ইউনুস বিন মিরকাসের কথা ১৮৫
গেইটের তালা ও শিকল ভেঙ্গে হযরত খালিদের দামেস্ক বিজয় ১৮৬
দামেস্কে প্রবেশ করে হযরত আবু উবাইদার সাথে হযরত খালিদের বিরোধ ১৮৬
বিরোধ মীমাংসার জন্য পরামর্শ ১৮৭
হযরত খালিদের ভয়ে কম্পমান অভিশপ্ত টমা ও হারবীস ১৮৮
টমা ও হারবীস বাহিনীর দামেস্ক ছেড়ে চলে যাওয়া ১৮৮
রোমানদের সম্পদের আধিক্য ১৮৯
হযরত খালিদের দুআ ১৯০
হযরত খালিদের পরিকল্পনা ১৯০
আবার বিরোধ ১৯০
হযরত দিরারের আক্ষেপ ১৯১

ইউনুস নামের এক রোমান ও তার আদরের স্ত্রীর কথা ১৯২
ইউনুসের ইসলাম গ্রহণ ১৯২
পরকিল্পনা বাস্তবায়নে হযরত খালিদের হতাশা ১৯৩
কৃত প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে হযরত খালিদ ১৯৪
টমা ও হারবীসের সন্ধান ১৯৪
পাওয়া গেল না তাদেরকে ১৯৪
হযরত খালিদের স্বপ্ন ১৯৫
সিদ্দিক পুত্রের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান ১৯৭
ব্যাখ্যা শুনে হযরত খালিদের প্রতিক্রিয়া ১৯৭
শত্রুদের সন্ধান লাভ ১৯৭
হযরত খালিদের যুদ্ধ কৌশল ১৯৮
হয়রত খালিদের নসিহত ১৯৯
যুদ্ধর সূচনা ১৯৯
অভিশপ্ত টমার বিদায় ২০০
ইউনুসের স্ত্রীর সন্ধান লাভ ২০০
টমার স্ত্রীর গ্রেপ্তার ২০০
হারবীসের সন্ধানে হযরত খালিদ ২০১
হযরত খালিদের দুঃসাহস ২০১
হযরত খালিদের সাহায্যার্থে হযরত আবদুর রহমান ২০২
অভিশপ্ত হারবীসের বিদায় ২০৩
দিরারের জন্য হযরত খালিদের দু'আ ২০৩
হযরত খালিদের সাহায্যার্থে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ ২০৩
হারবীসের সন্ধানদানকারী রোমান সৈন্যের পুরস্কার ২০৪
সম্রাটের মেয়েকে ইউনুসকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব ২০৪
হযরত খালিদের দামেস্কে প্রত্যাবর্তন ২০৫
পিছনে শত্রুদের আগমন ২০৫
সম্রাটের নরম সুর ২০৬
বদান্যতা স্বরুপ হযরত খালিদের সম্রাটের মেয়েকে মুক্তি দান ২০৬
ক্ষমতা লোভী সম্রাটের সেই পুরাতন অরণ্যে রোদন ২০৭
দামেস্কে পৌঁছে হযরত খালিদ ও মুসলমানরা ২০৭
শাহাদাত বরণ করলেন ইউনুছ ২০৭
পূর্ণ হল ইউনুসের বাসনা ২০৮

উৎসর্গ

যারা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদকে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্বামী/স্ত্রী, আত্মীয় স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঘর-বাড়ী থেকে অধিক ভালবাসে তাদেরকে...।

বই-এ ব্যবহৃত দুর্বোধ্য শব্দসমূহের ব্যাখ্যা

আদীয়ঃ আদীয় শিরস্ত্রাণ মানে সেসব শিরস্ত্রাণ, যার আবিস্কারক আদ গোত্রের লোকেরা।

আযাযীরঃ রোমান ভাষায় মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈলের নাম।

আজনাদীনঃ ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ জায়গা।

আরাকাঃ তাদাম্মুরের নিকটবর্তী একটি ছোট্ট শহর, যাতে খেজুর উৎপন্ন হয়।

আমীরিইয়াঃ বর্তমান ইরাকের একটি এলাকার নাম।

আন্তাকিয়াঃ সিরিয়ার হালব থেকে দুরবর্তি একটি সমৃদ্ধ শহর। ঘন পল্লী, প্রচুর ফুলেল বাগান ও পানির উৎস সম্বলিত এ পরিচ্ছণ্ন শহরটিতে গম ও যবের চাষ হয়। এক বর্ণনামতে সম্রাট আলেকজান্ডার পরবর্তী তৃতীয় শাসক আন্তিখস শহরটি তৈরী করেন। তখন থেকে শহরটি রোম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়।

ঈলিয়াঃ বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের প্রাচীন নাম। একে বর্তমানে আরবরা আল কুদস এবং ইহুদীরা উরসিলেম (জেরুজালেম) বলে অভিহিত করে।

উকিয়াঃ মিশরের পরিমাপ যন্ত্রের বার অংশের এক অংশ। বার দিরহামকেও উকিয়া বলা হয়।

কাইসারিয়াঃ সিরিয়া সাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি শহর। এটি ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে এটি প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ শহর সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল।বর্তমানে আগের মত নেই।

কুব্বাঃ কুব্বা হচ্ছে এক ধরণের মূল্যবান ও গোলাকার তাঁবু, যা বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিরাই ব্যবহার করে।

ওয়াস্‌কঃ আট সা' ধারণকারী একটি পরিমাপ পাত্র। সা' হচ্ছে পৌণে ছয় রিতিল। প্রচীন যুগের রৌপ্য মুদ্রা ১৪৪দিরহামে এক রিতিল। যে কোন উট, ঠেলা গাড়ী ও নৌকার বহন যোগ্য বস্তুকেও ওয়াস্‌ক বলা হয়।

ক্রুশঃ খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাসমতে সে কাঠ, যার উপর ঈসা আ.-কে শুলিতে চড়ানো হয়েছে।

মা'মুদিয়ার পানিঃ ঐ পানি যাতে ইঞ্জিলের কয়েকটি অংশ পড়ে পাদ্রীরা খ্রীষ্টান নবজাতককে ডুবিয়ে তুলে।

জাবিয়াঃ দেমেস্কের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম, যা হাওরানের উত্তর দিকে ও মারজ আল সুফফারের নিকটে অবস্থিত।

সুখনাঃ সিরিয়ার মরু অঞ্চলের একটি গ্রাম, যা তাদাম্মুর ও উরদের মাঝখানে অবস্থিত। এত আরবদের একটি গোষ্ঠী বসবাস করে।

হিমসঃ দেমেস্ক ও হালবের মাঝখানে অবস্থিত একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ বিশাল ও সীমান্তঘেরা শহর। এর সম্মুখ ভাগে একটি উঁচু টিলার উপর বিশাল একটি দূর্গ রয়েছে।

বা'লাবাকঃ দেমেস্ক থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর, যেখানে অনেক বিস্ময়কর স্থাপনা ও বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এ ধরণের শহর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আরেকটি নেই।

হাউরানঃ দেমেস্কের অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকা যেখানে অনেক গ্রাম ও ক্ষেত রয়েছে।

রোমঃ রোম বা রোমান একটি জাতির নাম। যারা সাধারণত খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী। পূর্ব পুরুষ রোম বিন আইমের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে রোম বলা হয়। রোম নামে কুরআনের একটি সূরাও রয়েছে। রোম শব্দটি আরবীতে রোমী-এর বহুবচন। এ রোমদের রাজ্য সীমানা উত্তর ও পূর্ব দিকে তুরস্ক ও রাশিয়া, দক্ষিণে মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ও পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এদের রাজধানী ছিল আন্তাকিয়া। বর্তমানে ইটালির রাজধানীকে রোম বলা হয়।

তাদাম্মুরঃ সিরিয়ার মরু এলাকায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। হালব ও এর মাঝে পাঁচ দিনের দূরত্ব বিদ্যমান।

বালক্বাঃ বর্তমানে জর্ডানের রাজধানী আম্মানের একটি শহর।

হামাতঃ হিমসের নিকটবর্তী একটি বিশাল ও সমৃদ্ধ শহর। এর চতুস্পার্শ্ব প্রাচীর বেষ্টিত। এটার এক কোণে একটি বিশাল ও বিস্ময়কর দূর্গ রয়েছে।

সামাওয়াতঃ কুফা ও শামের মাঝখানে অবস্থিত একটি এলাকা। এটি বর্তমানে ইরাকে পড়েছে।

নওয়াঃ হাওরানের অন্তর্ভূক্ত একটি শহর। এটা আইয়ুব আ.-এর আবাস ভূমি। কথিত আছে যে, এখানে সাম বিন নূহ আ.-এর কবর বিদ্যমান।

দারবঃ তারসূস ও রোম শহরের মাঝখানে অবস্থিত একটি এলাকা।

মারজঃ অধিক উদ্ভিদ সম্পন্ন বিশাল ভূমি, যেখানে পশুরা ঘাস খাওয়ার জন্য আসা যাওয়া করে। মারজ রাহেত ও মারজ আল সুফফার উভয়টা দেমেস্কে অবস্থিত।

অনুবাদকের কথা

সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য কী তা তিনি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। আমাদের দেশের আলেমরা জনসাধারণকে মানুষ সৃষ্টি করার পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য কী তা বুঝাতে কুরআনের শুধু একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দান করে থাকেন। তা হচ্ছে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াত-

((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ))

"আমি মানুষকে শুধু আমার ইবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি।"

দুঃখের বিষয় তারা আল্লাহর মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী অন্যান্য যে আয়াত সমূহ রয়েছে, ভুলেও সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে যান না। আমি বলছি না যে আয়াত গুলোয় তাদের দৃষ্টি পড়ে না বা তারা সেগুলোর অর্থ জানেন না। আমার যা বিশ্বাস, তাদের যথাযথ তাদাবব্বুরের অভাবে আয়াতগুলোর মমার্থ চলমান স্রোতের চাপ থেকে মুক্ত করে তাদের অন্তর্জগতকে যথাযথ ভাবে আন্দোলিত করতে পারছে না। শুধু মানুষ সৃষ্টির কারণ বিষয়ক আয়াতগুলো নয়, মানুষের জীবন বিধানের ব্যাখ্যা সম্বলিত অনেক আয়াতের ব্যাপারেও তাদের এ দায়িত্বহীনতা প্রতিভাত হচ্ছে। অন্ত র সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে মুসলমানদের যন্ত্রণাদায়ক দুরাবস্থার জন্য কুরআন উপলব্দির ব্যাপারে এসব ধর্মগুরুদের এ ব্যর্থতাই মূল দায়ী। উপরোক্ত আয়াত ছাড়া মানুষ সৃষ্টির কারণ বর্ণনাকারী যে প্রচুর সংখ্যক আয়াত রয়েছে, তা থেকে সংক্ষিপ্ত কথায় তিনটি আয়াত উল্লেখ করতে চাই। আয়াত গুলো যথাক্রমে এই-

((وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا))

"আল্লাহ তিনিই, যিনি ছয়দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এর পূর্বে তার আরশ পানির উপর ছিল। যাতে তিনি তোমাদের মধ্য থেকে কে ভাল কাজ করে তা পরীক্ষা করেন" {হূদ:৭}।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً

"পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তাকে আমি তার জন্য শোভা স্বরূপ সৃষ্টি করেছি যাতে তাদের (মানুষের) কে ভাল কাজ করে তা পরীক্ষা করি"{কাহাফঃ ৭} ।

((تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ- اَلَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً))

"পবিত্র সে সত্তা যার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কে ভাল কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য" {মুল্‌কঃ ১.২}

সুখের বিষয় হচ্ছে কোন্ কো্ন কাজ আল্লাহর দৃষ্টিতে ভাল ও কী করলে তার পরীক্ষায় মানুষ উত্তীর্ন হবে, তা কুরআন অবতীর্ণ করে ও নবী প্রেরণ করে মানুষের সামনে তিনি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। কিন্তু মানুষের এ সব শোনা ও মানার ঝামেলায় পড়ার সময় কোথায়? তাই তাদের উপর আক্ষেপ করে আল্লাহ বলছেন-

((يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ))

"বান্দাদের জন্য আক্ষেপ! তাদের কাছে যে রাসূলই এসেছেন, তাঁর সাথে তারা বিদ্রুপ করেছে। {ইয়াসীনঃ ৩০} ।

((وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوْرًا))

"আমি এ কুরআনে মানুষের বুঝার (সুবিধার) জন্য সকল প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমার অবাধ্যতা করেই চলছে"।{বনী ইসরাঈল ঃ৮৯}

যত প্রকার মানুষ যত ভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার পরীক্ষায় হেরে যাাওয়ার আত্মঘাতি প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তাদেরকে তিনি তত ভাবে সতর্ক করেছেন। যারা বলে 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি কর', তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন-

((أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ))

"তোমরা কি মনে করেছ যে আমি তোমাদের খেলা করার জন্য সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না।" {আল মু'মিনূনঃ ১১৫}।

((لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَا تَّخَذْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِيْنَ))

"যদি আকাশ ও পৃথিবীকে আমি খেলার জন্য সৃষ্টি করতাম। তাহলে নিজেরই কাছ থেকে তার ব্যবস্থা করে নিতাম।" (এ পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের নিয়ে খেলা উপভোগ করতাম না) {আম্বিয়াঃ ১৭}।

অনুরূপ যারা অহংকার, অন্ধ অনুসরণ , লোক লজ্জা, লোকভীতি ও দুনিয়া প্রীতি কিংবা অন্য কোন কারণে আল্লাহর প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকেও তিনি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সতর্ক করেছেন। এ সংক্ষিপ্ত কথায় সে গুলোর উল্লেখের অবকাশ নেই । যারা তাদাব্বুর সহকারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন, আয়াত গুলো তাদের জানা থাকার কথা।

কুরআনে উল্লেখ না থাকলেও মানুষের অধিকাংশই যে আদিকাল থেকে আল্লাহর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে আসছে, সেটা ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল প্রত্যেক কৃতকার্য মানুষের জানা থাকার কথা। কুরআনও এ সত্যটা মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। বলছে-

((وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ))

"আপনি কামনা করলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না।" {ইউসুফঃ১০৩}।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলা তার পরীক্ষায় কৃতকার্যদের নাম দিয়েছেন মুমিন এবং মুসলমান। পরীক্ষায় কৃতকার্যদের উপর আল্লাহর এ এক বড় অনুগ্রহ যে, অকৃতকার্যদের আধিক্য ও প্রাবল্য দেখে যাতে তারা হতাশ কিংবা পথচ্যুত না হয়, সেজন্য তিনি কুরআনে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে সতর্ক করেছেন ও শান্তনা দিয়েছেন। বলেছেন-

((لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ))

"যারা দেশে দাপটের সাথে চলাফেরা করছে, তাদের দাপট যেন তোমাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। এটা শুধু কয়েক দিনের জীবনের সামান্য মজা। তার পর এদের স্থান হবে জাহান্নাম। আর তা কতই নিকৃষ্ট জায়গা।" { আলে ইমরানঃ১৯৬ ১৯৭}।

এরপর কৃতকার্য তথা মুমিনদের পরিণতি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

((لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ))

"কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে

জান্নাত সমূহ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদী সমূহ। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে রয়েছে, তাই ভাল লোকদের জন্য সর্বোত্তম"{আলে ইমরানঃ১৯৮}।

কৃতকার্যরা যাতে অকৃতকার্যদের স্বচ্ছলতা অন্য কথায় মুসলমানরা যাতে কাফিরদের পার্থিব উন্নতি দেখে সফলতার পথ থেকে বিচ্যুত না হয় তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন-

((وَلَوْلَا أَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ وَلِبُيُوْتِهِمْ أَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ. وَزُخْرُفًا وَّإِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ))

"যদি মানুষ সবাই একই দলের (কাফির) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা না থাকত তা হলে আমি যারা দয়াময়ের অবাধ্যতা করে রৌপ্য দিয়ে তাদের ঘরের ছাদ ও সিড়ি তৈরীর সামর্থ দিতাম যেখানে তারা পদাচরণা করত এবং তাদের ঘরের দরজা ও শয়নের খাটও রৌপ্য দিয়ে তৈরী করার সামর্থ দিতাম। আর তাদেরকে দান করতাম প্রচুর স্বর্ণ । এগুলো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী । আর তোমার প্রভুর নিকট আখিরাতের চিরস্থায়ী ভোগ সামগ্রী রয়েছে শুধু মুত্তাকীদের জন্য"।

ঈমান ও কুফরের দন্দ্ব যে চিরকাল বাকী থাকবে এবং কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে যে আল্লাহ কাউকে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করবেন না, সে ব্যাপারে তিনি বলেন–

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ. وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ –

"তোমার পালনকর্তা চাইলে সকল মানুষকে একই দলের (অর্থাৎ মুসলমান) অন্তর্ভূক্ত করতে পারবেন। (তিনি যেহেতু জোর করে তা করতে চান না, সেহেতু) তোমার প্রভুর অনুগ্রহ প্রাপ্তরা ছাড়া বাকীরা তার (ভাল মন্দের এ পরীক্ষায়) বিভক্তই থাকবে। এ পরীক্ষার জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রভুর নিকট এ বিষয়টি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, জাহান্নামকে আমি শুধু জিন ও মানুষ দ্বারা পূর্ণ করবো"{হূদঃ ১, ১৮, ১১৯}

এরপর তিনি অকৃতকার্য বান্দাদের প্রতি কৃতকার্যদের দায়িত্ব কি এবং উভয়ের সম্পর্ক কোন ধরণের হবে সে ব্যাপারে বলছেন-

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"তুমি তোমার প্রভুর পথে (জায়িয) কৌশল ও সদুপদেশের দ্বারা আহবান কর। আর তাদের সাথে উত্তম উপায়ে বিতর্ক কর" [নাহল : ১২৫]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ إِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ. إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَابِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ-

"ইব্রাহীম ও তার সাথে যারা ছিল, তাদের মাঝে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা যখন তাদের সগোত্রীয় কাফিরদেরকে বলল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে পূজা কর, তাদের কাছ থেকে আমরা মুক্ত। তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম এবং যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে, তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পস্ট হয়ে থাকবে।" [মুমতাহিনাঃ ৪]

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

"ইসলাম বিরোধীদের সাথে ততক্ষণ লড়াই কর, যতক্ষণ না কোন অবিচার থাকে ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়" [আনফল ঃ ৩৯]।

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

"যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের যারা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং সত্য দ্বীনের (ইসলাম) আনুগত্য স্বীকার করবে না, তাদের সাথে লড়াই করতে থাক যে পযর্ন্ত না তারা লঞ্চিত হয়ে স্বহস্তে তোমাদেরকে জিয্য়া (জান মালের নিরাপত্তা পণ) না দিবে।"[তাওবাঃ ২৮]

উপরোক্ত আয়াত চতুষ্টয়ের একটিও রহিত হয়নি । ভুলেও এ আয়াত গুলো রহিত হয়ে যাওয়ার কথা কোন মুসলমান আলিম এ পর্যন্ত বলেননি। এ আয়াত গুলোতে কাফিরদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন হবে তার ধারণা পাওয়া যায় এভাবে ঃ

১. যারা ইসলামের অনুসারী তাদেরকে অবশ্যই যারা ইসলামের অনুসরণ করে না, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাতে হবে। আর তা হবে রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শের আলোকে । কারণ, তারাই কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

২. যারা ইসলামের অনুসরণ করে না, তারা যদি ইসলাম গ্রহণের আহবানকে প্রত্যাখান করে, তাহলে তারা যত কাছের লোক হোকনা কেন, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাদের প্রতি ঘৃণা এবং শত্রুতা পোষণ করতে হবে।

৩. ইসলামের অনুসারীদের হাতে ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারী ওই নির্বোধেরা অপদস্ত হয়ে জিযয়া প্রদান না করা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অমুসলিমদের উপর ইসলামের জিযয়া ও যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া কোন বাড়াবাড়ির বিষয় নয়। বরং একান্তই তাদের প্রতি অনুগ্রহ। কারণ, দেখা গেছে, অমুসলিম তথা আল্লাহর পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার আত্মঘাতী চেষ্টায় লিপ্ত দলের সাথে মুসলমান তথা সাফল্যের পথের পথিকরা যুদ্ধ করে যখনই বিজয় লাভ করেছে, তখনই মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কারণ মানুষ প্রাকৃতিক ভাবে সত্যের চেয়ে শক্তির প্রতি অধিক বিনীত। শক্তির প্রভাবে মানুষের মানসিকতা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন চলে আসে। ইসলামের সোনালী যুগের গোটা ইতিহাসই এ কথার সত্যতা প্রকাশ করে। রাসুলুল্লাহ সা. মক্কায় তের বছর নিরলস ভাবে মানুষকে সত্যের পথে ডেকেছিলেন। এ তের বছরে সত্যের আহবানে কয়েকশ'র অধিক মানুষ সাড়া দেয়নি। তিনি কিছু মানুষের সাড়া ও সহযোগিতা পেয়ে যখন মদীনায় হিজরত করলেন তখনও মদীনার অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি । অতঃপর বদর, উহুদ ও খন্দকে কাফিরদের উপর বিজয় লাভ করলে কিছু কিছু মানুষ ইসলামের সত্যতা বুঝতে পেরে মুসলমান হয়। কিন্তু যেদিন তিনি অস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং আরবদের হৃদপিন্ড 'কা'বা' মুসলমানদের দখলে চলে আসল,তখন কাফির নেতারা কেউ পালালো, কেউ আত্মসমর্পন করল। আর তখন হিজায ও ইয়মানের বিভিন্ন আরব গোত্র দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে সূরা নসর অবতীর্ণ করেন। দেখা গেল, মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানের সংখ্যা ছিল যেখানে দশ

হাজার, সেখানে মাত্র চৌদ্দ মাসের ব্যবধানে বিদায় হজ্জের সময় মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াল এক লক্ষ চৌদ্দ হাজারে। বর্তমানের সৌদি আরব ও ইয়ামানের কিছু অঞ্চল ছাড়া মধ্য প্রাচ্যের সকল অঞ্চল তখন খ্রীস্টান ও অগ্নিপূজারী অধ্যুষিত ও তাদের দ্বারা শাসিত ছিল।

ঐ সময় আফ্রিকা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকা খ্রীষ্টানদের দ্বারা শাসিত ছিল। । তাদের শাসিত অঞ্চলকে বলা হয় রোম সাম্রাজ্য। ইরান, ইরাক ও মধ্য এশিয়ার এলাকাগুলো অগ্নিপূজারীদের শাসনাধীন ছিল। তাদের শাসিত অঞ্চলকে বলা হয় পারস্য সাম্রাজ্য। রাসূলুল্লাহ সা. তার ইন্তিকালের কয়েকদিন পূর্বে তার প্রিয় পালিত সন্তান যাইদ বিন হারেছার ছেলে ১৮ বছর বয়সী উসামার নেতৃত্বে হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের মত বড় বড় সাহাবীসহ সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনীকে রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল শাম বিজয়ের জন্য অভিযানে প্রেরণ করেন। শাম বলর্তে আমরা এখন সিরিয়া বুঝলেও শাম বলতে তৎকালে ফিলিস্তিন, বসরা ও র্জদানকেও বুঝানো হত । তাই এক্ষেত্রে শাম বলতে বৃহত্তর সিরিয়াকে বুঝতে হবে। পূর্বের কথায় আবার ফিরে আসছি । শামের দিকে অভিযানে বের হওয়া সাহাবায়ে কেরামের ঐ কাফেলা কিছু দূর যাওয়ার পর প্রিয় নবী সা. এর ইন্তিকালের খবর পৌঁছলে সবাই পরামর্শ করে মদিনায় ফিরে আসেন । অতঃপর আবু বকর রা. খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে তিনি প্রিয় নবী সা. এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার উদ্দ্যেগ গ্রহণ করেন, যার বিবরণ এ বইয়ের শুরুতে রয়েছে। এ বইতে সাহাবায়ে কেরামগণ কীভাবে অপরিনামদর্শী ও আত্মঘাতী মানবজাতিকে সত্যের তরবারী দ্বারা জান্নাতের পথে নিয়ে এসেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

ইতিহাস অধ্যয়ন ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা শুধু ইসলাম কর্তৃক স্বীকৃত বিষয় নয়, বর্তমান যুগের কাফিররাও তার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

সত্য কথা, ইসলামের অনুসারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনাদর্শকে যেমন আকড়ে ধরার বিকল্প নেই, তেমনি তাঁর নির্দেশের কারণে তার সাহাবীদের জীবনাদর্শকে আকড়ে ধরাও অপরিহার্য । কারণ, রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহচর্য পাওয়ার কারণে ইসলামকে তারা যতটুকু সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তা অন্য কারো পক্ষে কখনো সম্ভব

নয়। যারা সাহাবীদের জীবনার্শকে অগ্রহনযোগ্য ও তাদের অবিশ্বস্ত বলে প্রচার করে, তাদেরকে আমরা শিয়া , রাফেজী, খারেজী, মু'তাযিলা প্রভৃতি বলে গর্ববোধ করি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বাক্যটির অর্থ যারা উপলব্ধি করেন তারা আমাদের গর্বকে অবশ্যই আত্মপ্রবঞ্চনা বলে আখ্যা দেওয়ার অধিকার রাখেন। এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নত ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে অনুসরণকারী লোক সমষ্টি। কারণ, আমরা রসূলুল্লাহ সা. ও তার সাহাবীদের আদর্শকে না পূর্ণাঙ্গ রূপে জানছি, না যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করছি। তারপরও কাফির ও কুফর দ্বারা শাসিত বিশ্বের প্রধান দুর্নীতিপরায়ণ এ দেশে নায়েবে রাসূল মনে করে নিজেদের ও জাতিকে ধোকায় ফেলে কাল্পনিক সুখানুভূতিতে আমরা বিভোর হয়ে রয়েছি। এমন পরিস্থিতিতে সকল দুঃখ ও অভিযোগ একমাত্র আল্লাহকে জানিয়ে মনকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া কিছু করার পথ দেখছি না।

যে সব দৃষ্টি সম্পন্ন মুসলমানদের অন্তর স্বজাতির ঈমান ও আমলের চরম দুর্ভিক্ষ দেখে পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আস্ফালনকে অরণ্যে রোদন বলে ধরে নিয়েছে, তারা সাহাবায়ে কেরামের বিশ্ব জয়ের ইতিহাসে মুনাফিক বেষ্টিত এ সমাজে বাস্তবায়ন যোগ্য কোন দৃষ্টান্ত অবশ্যই খুঁজে পাবেন না। এসব হতাশাগ্রস্থ মুসলমানদের স্বস্থির জন্য (যাদের অন্তর্ভূক্ত আমি নিজেও) নিম্নের দু'টি হাদীস খুঁজে পেয়েছি। আশা করি এ হাদীসদ্বয়ের বাস্তবায়নে তারা সাহাবীদের ন্যায় পার্থিব সাফল্য অর্জন না করলেও আখিরাতে তারা সাহাবীদের সাহচর্য লাভে ধন্য হবেন। এ হাদীসদ্বয়ের প্রথমটি সিহাহ সিত্তার অন্যতম কিতাব তিরমিযীতে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসটি ইমাম হাকিমের মুস্তাদরাক এ স্থান পেয়েছে এবং তা হাদীসের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা যাহাবী ও এযুগের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহ বলে আখ্য করেছেন । দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম বায়হাকীর কিতাব ***'দালা-ইলুন নুবুওয়াহ'***তে রয়েছে। এ যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আশিকে ইলাহী তার ক্ষুদ্র হাদীসের সংকলন ***'যাদুত তালিবীন'*** এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাদীস দু'টি যথাক্রমে এইঃ

(١) عَنْ أُمِّ مَالِكٍ اَلْبَهْزِيَّةِ- رَضِىَ اللهُ عَنْـــهَا- قَـــالَتْ : ذَكَـــرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ

خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا؟ قَالَ : رَجُلٌ فِىْ مَاشِيَتِهٖ يُؤَدِّى حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّـــهٗ وَرَجُلٌ اٰخِذٌ بِرَأسِ فَرَسِهٖ يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيْفُوْنَهٗ-

১. উম্মে মালেক আল বাহযিয়াহ রা. থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা.শীঘ্র প্রকাশিতব্য ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! তখন কোন্ ব্যক্তিকে ভাল মানুষ বলে ধরতে হবে? বললেন, এক সে ব্যক্তি, যে তার পালিত পশুর রক্ষণাবেক্ষন করে এবং তার প্রভুর ইবাদত করে। আরেক ব্যক্তি সে, যে তার ঘোড়ার মাথায় ধরে শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে রাখছে এবং শত্রুরাও তাকে ভীতি প্রদর্শন করছে।

(২) سَيَكُوْنُ فِى اٰخِرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَّـــهُمْ مِثْـــلُ أَجْـــرِ أَوَّلِـــهِمْ يَأمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُوْنَ أَهْلَ الْفِتَنِ -

২. এ উম্মতের শেষের দিকে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তাদের পূর্ববতীদের (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম) ন্যায় সওয়াব প্রাপ্ত হবে। তারা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে বারণ করবে এবং ফিতনাবাজদের সাথে লড়াই করবে।

এ যুগের ফিতনা তালিবান-উসামার ইসলামী শাসন ও জিহাদ, না বুশ-ব্লেয়ার ও তাদের দোসরদের গরুতন্ত্র ও সেক্যুলারিজম? বিষয়টা কোন মুসলমানকে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি না ।

সত্য বড়ই কঠিন । গলাবাজি ও কলমবাজির প্রয়োজন নেই, এ কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু সাথে সাথে যে ...। বায়োজীদ খান পন্নী নামে এক খারেজী বের হয়ে ইতোমধ্যে অনেক সরল মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করে ফেলেছে। নারীর দেহভোগ এক উপায়ে (যিনা) যেমন হারাম ও মারাত্মক অপরাধ, তেমনি অন্য উপায়ে (বিবাহ) ইসলাম কর্তৃক আদেশকৃত ও উৎসাহিত । অনুরূপ রক্তপাতও। যার কুরআন অধ্যয়ন একপেশে ও নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, সে কীভাবে এসহজ সত্যটা উপলব্দি করতে সক্ষম হবে?

অনেক কথা বলা হয়েছে। এখন অন্য বিষয়ে বলছি। সাহাবায়ে কেরামের দিগ্বিজয়ের ইতিহাস সংরক্ষনকারী কিতাব সমূহের মধ্যে ইমাম ওয়াকেদীর ***ফুতূহুশ শাম***-ই একমাত্র বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ।

এতে সাহাবায়ে কেরামের ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন ও মিশর থেকে শুরু করে গোটা বিশ্ব জয় করার ইতিহাস বিস্তারিত ও বিন্যস্ত ভাবে

আলোচিত হয়েছে। অন্য আরো অনেক কিতাবের অনুবাদ হলেও কিতাবটি দুর্লভ ও আরবী হওয়ায় মনে হয় আজ পর্যন্ত এর বাংলা অনুবাদ হয়নি । দয়াময়ের অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমার মত একজন দুর্বলকে কিতাবটির অনুবাদে হাত দেওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে প্রকাশিত ছয়শতাধিক পৃষ্ঠার এ কিতাবটি অনুবাদের ক্ষেত্রে মীর পাবলিকেশন্স, বাইতুল মোকররম, ঢাকা– এর স্বত্বাধিকারী মীর মোঃ ইউনুস সাহেবের উৎসাহ ভুলবার মত নয়। সাথে সাথে ঢাকার ৩২ তোপখানা রোডস্থ চট্টগ্রাম ভবনে অবস্থিত আল আরাফা ইসলামী ব্যংকের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ । তাদের সংগৃহিত এ কিতাবটির অনুবাদ অনেকটা তাদের লাইব্রেরীর নির্মল পরিবেশে বসেই হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের আরো বেশী খেদমত করার তাওফীক দান করুন। বইটির অনুবাদে যা কিছু সুন্দর হয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু অসুন্দর রয়েছে, তা আমার নিজের । প্রশংসা, ত্রুটিমুক্ততা ও পূর্ণতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহই । সবার অন্তরে একমাত্র তারই ভয় জাগ্রত থাকুক।

অনুবাদক

আল্লামা ওয়াকেদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম

নাম মুহাম্মদ। পিতার নাম উমর । দাদার নাম ওয়াকেদ। দাদার নামের সাথে সম্পৃক্ত করে ওয়াকেদী বলা হয়। উপনাম আবু আবদুল্লাহ।

জন্ম

প্রখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ আততাবাকাতুল কুবরার লেখক ও আল্লামা ওয়াকেদীর ছাত্র ও অনুলেখক মুহাম্মদ বিন সাদ-এর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লামা ওয়াকেদী মারওয়ানের খেলাফতের শেষের দিকে ১৩০ হিজরী সনে মদীনায় জন্ম লাভ করেন ।

উস্তাদবৃন্দ

আল্লামা ওয়াকেদী যাদের কাছ থেকে হাদীস ও ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন, ইমাম মালিক, ইমাম আওযাঈ, ইমাম সুফয়ান, ইমাম ইবনে জুরাইজ, ইমাম ইবনে আবি যি'ব, ইমাম মা'মার বিন রাশেদ ও ইমাম মুহাম্মদ বিন আজলান।

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম ওয়াকেদীর কাছ থেকে যারা রেওয়ায়েত করেছেন, তাদের অন্যতম হচ্ছেন ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু বকর বিন আবু শাইবা, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবু হাতিম, আর অনুলেখক ইমাম মুহাম্মদ বিন সাআদ বিন মানী' ও আহমদ বি্ন রজা আল ফিরয়াবী। এ ছাড়া তার কাছ থেকে আরো অগনিত সংখ্যক লোক রেওয়ায়েত করেছেন (লেখা পড়া করে গেছেন) ।

সমালোচকদের চোখে আল্লামা ওয়াকেদী

ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ী, ইমাম হাকেম, ইমাম ইয়াহয়া বিন মাঈন, ও আলী ইবনুল মদীনীর মতে ইমাম ওয়াকেদীর হাদীস গ্রহণ যোগ্য নয়।

ইমাম ইবরাহীম আল হারদি, ইমাম ইবরাহীম বিন সাঈদ আল জওহারী, ইমাম মুসআ'ব আয যুবাইরী, ইমাম দারাওয়ারদী ও ইমাম আবু আমের আল আকাদীর মতে ইমাম ওয়াকেদীর হাদীস গ্রহণযোগ্য। বরং কেউ কেউ তাকে ইমামুল মুসলিমীন ফিল হাদীস বলে অভিহিত করেছেন।

বাস্তবতা

ইমাম ওয়াকেদী হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে তিনি ইতিহাস পাগল ছিলেন। ইসলামের নবী সা. ও তার সাহাবীদের বিজয় গাঁথা সংগ্রহ করা তার প্রিয় সখ ছিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির, খতীবে বাগদাদী ও ইবনে সাইয়িদিন্নাসের বর্ণনাকৃত ইমাম ওয়াকেদীর এ কথাটি প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠঃ

ما أدركت رجلا من أبناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى لهم إلا سألته : هل سمعت أحدا من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمنى مضيت إلى الموضع فأعاينه ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليها, وما عملت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعانيه–

"আমি সাহাবা, শহীদ ও তাদের আযাদকৃত গোলামদের যাকেই পেয়েছি, তাকে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি আপনার পরিবারের কাউকে তার জিহাদ করার স্থান সম্পর্কে বলতে শুনেছেন? যদি তিনি আমাকে এব্যাপারে তথ্য দিতেন, তাহলে আমি স্বচক্ষে দেখার জন্য ঐ স্থানে চলে যেতাম। মুরাইসীর রণাঙ্গনে গিয়ে আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি। কোন মুজাহিদের খবর শুনলে আমি তার জিহাদ করার স্থান প্রত্যক্ষ করার জন্য চলে যেতাম।"

ইবনে সা'দের দৃষ্টিতে ওয়াকেদী

ইমাম ওয়াকেদীর ছাত্র ও অনুলেখক ইমাম মুহাম্মদ বিন সাদ যিনি হাদীসের ক্ষেত্রে তার উস্তাদ ইমাম ওয়াকেদীর মত সমালোচিত নন, তার মূল্যায়ন হচ্ছেঃ

وكان عالما بالمغازى والسيرة والفتوح وباختلاف الناس فـــى الحديث واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه. وقد فسر ذلـــك فـــى كتب استخرجها ووضعها وحدث بها.

"তিনি (ওয়াকেদী) যুদ্ধ, ইতিহাস,দেশবিজয় হাদীসের ব্যাপারে মানুষের মতপার্থক্য ও যে কোন ব্যাপারে তাদের ঐকমত্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখতেন। এ বিষয় গুলো তিনি তার বিভিন্ন কিতাবে ব্যাখ্যা ও পাঠ দানের মাধ্যমে বণর্না করেছেন"।

খতীবে বাগদাদীর দৃষ্টিতে

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইমাম আবুবকর খতীবে বাগদাদী হাদীসের ক্ষেত্রে তার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তাতে ইমাম ওয়াকেদী মযলূম বলে মন্তব্য করেন। ইমাম ওয়াকেদীর জীবনী আলোচনা করে তিনি বলেন, "ওয়াকেদী মদীনা থেকে বাগদাদে চলে আসেন এবং বাগদাদের পূর্বাংশের বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি এমন ব্যক্তিত্ব যার সুনাম তার জীবদ্দশায় পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের জীবনিতিহাস সম্পর্কে যাদের ধারণা রয়েছে, তাদের অবশ্যই ইমাম ওয়াকেদীর ব্যাপারে জানা থাকার কথা। যুদ্ধ ইতিহাস, নবী সা. এর জীবনী তার জীবদ্দশায় ও ইনতিকালের পর সংঘটিত ঘটঁনাবলী, সাহাবীদের জীবনী, হাদীস নিয়ে মানুষের মত পার্থক্য ও ফিকাহ সম্পর্কে রচিত কিতাবের জ্ঞান আহরণ করার জন্য মানুষ তার নিকট দূর দূরান্ত থেকে আগমন করত। দান ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তার সুখ্যাতি ছিল। মুহাম্মদ বিন সাললাম আল জুমাহী বলেন, ওয়াকেদী তার যুগের সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন"।

বিচারকের পদে ইমাম ওয়াকেদী

আর্থিক অনটনের কারণে খলীফা হারুনুর রশীদের প্রধান কার্যনিবাহী ইয়াহইয়া বিন খালিদ আল বরমাকীর আহবানে সাড়া দিয়ে ইমাম ওয়াকেদী ১৮০ হিজরী সনে মদীনা ছেড়ে বাগদাদে চলে আসেন। সেখান থেকে সিরিয়া ও রাক্কায় গমন করেন। সেখানে সফর শেষে বাগদাদে ফিরে আসেন। অতঃপর খলীফার ছেলে মামুন খোরাসান থেকে বাগদাদে আগমন করার পর তাকে বাগদাদের পূর্বাংশের বিচারকের পদে নিয়োগ করেন।

রচনাবলী

বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম ওয়াকেদীর রচিত কিতাব সংখ্যা প্রায় ২৮টি। তা হচ্ছে- কিতাবুল মাগাযী (৩ খন্ড), কিতাবুত তাবাকাত, ফতুহুশ শাম, (২ খন্ড), ফুতূহুল ইরাক , কিতাবুল জামাল , মাকতালুল হুসাইন , কিতাবুস সীরাহ , আযওয়াজুন্নবী সা., কিতাবুর রদ্দিহ ওয়াদ্দার, কিতাবু সিফফীন, ওয়াফাতুন্নবী সা., হারবুল আউস ওয়াল খাযরাজ, আমুরুল হাবশা ওয়ালফীল, কিতাবুল মানাকিহ, আসসাকীফাতু ওয়াবাইআতু আবি বকর রা., যিকরুল কোরআন, সীরাতু আবি বকর ও ওয়াফাতুহু, তারীখুল ফুসাহা, কিতাবুল আদাব, যারবুদ দানানীর ওয়াদ দারাহিম, আত তারীখুল কবীর, গালাতুল হাদীস, আসসুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, যাম্মুল হাওয়া ও তুরকুল খাওয়ারিজ ফিল ফিতান, আল ইখতিলাফ, মাওলিদুল হাসান ওয়াল হুসাইন, আর রগীব ফি ইলমিল কুরআন ওয়াল গালাতুর রিজাল, মারাইূ কুরাইশ ওয়াল আনসার ।

ইন্তিকাল

নির্ভরযোগ্য মত তথা ইমাম ওয়াকেদীর ছাত্র ও অনুলেখক ইতিহাসবিদ ইবনে সা'দের মতে ইমাম ওয়াকেদী ২০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। তার মতটি সবচেয়ে বেশী গ্রহণ যোগ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, তিনি ইমাম ওয়াকেদীর ইন্তিকালের সময়, দিন, তারিখ, স্থান ও সমাধির কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম ওয়াকেদী ২০৭ হিজরী সনের জিলহজ্ব মাসের ১১ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রে তথা সোমবার দিবাগত রাত্রে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। মঙ্গলবার দিন তাকে হাইযারান গোরস্তানে দাফন করা হয়। ইন্তিকালের সময় তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত মোট চার বছর তিনি বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাচ্যবিদরা (Orientalist) ইসলাম নিয়ে ব্যাপক হারে লেখালেখি করে আসছে । খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কুরআন, হাদীস, সীরাতুন্নবী সা. ও ইসলামের ইতিহাস থেকে শুরু করে সবখানেই তাদের ক্ষুরধার কলম চালিয়েছে ও চালাচ্ছে। মুসলমানদের কাছে তাদের এসব রচনাবলী গ্রহনযোগ্য হওয়ার জন্য তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্যের অনুসরণ করেছে। ইসলাম নিয়ে তাদের গবেষণার উদ্দেশ্য যেহেতু সুক্ষ্মভাবে ইসলামকে চরম আঘাত হানা, সেহেতু তারা যেখানে সুযোগ পেয়েছে সেখানে বিশ্বাসযোগ্য ভঙ্গিতে ইসলামের উপর আঘাত হেনেছে।

৫. মার্সডেন জন্স (**Marsden Jons**) নামের এক প্রাচ্যবিদ ইমাম ওয়াকেদীর অন্যতম কিতাব ***'কিতাবুল মাগাযী'*** সম্পাদনা করেছেন। এটি ১৯৬৫ সালে অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি বাংলাদেশের ঢাকায়ও এ প্রতিষ্ঠানটির শাখা রয়েছে । কিতাবটি ঢাকার ৩২ তোপখানা রোডস্থ আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এ মার্সডেন জন্স কিতাবটির শুরুতে ইমাম ওয়াকেদীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় আরেক জন প্রাচ্যবিদের বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, বর্তমান বাজারে বিদ্যমান ***'ফুতুহুশ শাম'*** ইমাম ওয়াকেদীর লিখিত ***'ফুতুহুশ শাম'*** নয়। তার এ মন্তব্য যে একটি সুপরিকল্পিত খৃষ্ঠবাদী ষড়যন্ত্র, তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ঠ। কারণ ***'ফুতুহুশ শাম'***-এ ইসলামের সৈনিকদের তরবারীর সামনে খৃষ্ঠবাদী রোম সাম্রাজ্যের অতি লাঞ্চনাদায়ক পতনের বিবরণ বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

মুসলমানদের ঐক্য ও সশস্ত্র জিহাদের মুখে মিথ্যার অনুসারী ও প্রবৃত্তিপূজারী পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান ও তাদের দোসর ইহুদীরা মুলমানদেরকে পরাজিত করার সর্বশেষ ও সবচেয়ে কার্যকর যে অস্ত্রটি খুঁজে পেয়েছে, সেটা হচ্ছে প্রচার মাধ্যম। একবিংশ শতাব্দীতে এসে সাদাকে কালো, তীলকে তাল সাজিয়ে প্রচারের ধারাবাহিকতায় ও জিহাদকে সন্ত্রাস বলে প্রচার করার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতার মাত্রা মনে হয় অনেক অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সত্যের অনুসারীদের অনেক লোক আজ 'গুয়েন্তেনামো বে' নামক দ্বীপে সন্ত্রাসীদের হাতে বন্দী হয়ে আছে । শয়তানী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরা যেমন প্রচারের সাথে সাথে সি আই এ ও মোসাদ প্রভৃতির মাধ্যমে যেখানে প্রয়োজন সেখানে গুপ্ত হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি মুসলমানদেরকেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রচার যুদ্ধ ও মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়ে মোকাবেলা করার সাথে সাথে ইসলামের শত্রুদেরকে তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র দিয়ে পরাজিত করার অঙ্গিকার গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে প্রকৃত মুমিন হওয়া আদৌ সম্ভব হবেনা ।

ইমাম ওয়াকেদীর এ সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখতে যে দুটি কিতাবের সাহায্য নিয়েছি সে দুটো হচ্ছে, যথাক্রমে আল্লামা জামালুদ্দীন মিযযীর ***'তাহযীবুল কামাল ফি আসমা-ইররিজাল'*** ও .ড মার্সডেন জন্স সম্পাদিত ইমাম ওয়াকেদীর ***'কিতাবুল মাগাযী'***।

আবুল হুসাইন আলে গাজী
ঢাকা,১৪.৪.১৪২৪ হিজরী

বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদী রহ. বলেন, আমাকে আবু বকর ইবনুল হাসান বিন সুফইয়ান বিন নওফল বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আত-তাইমী, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল আনসারী, হিসামের আযাদকৃত গোলাম আবু সাঈদ, মালিক বিন আবুল হাছান, যুবাইরের আযাদকৃত গোলাম ইসমাঈল ও বনু নাজ্জারের মাযিন বিন আউফ প্রমুখ সিরিয়া বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

তারা বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর রা. তার খলীফা হলেন। তাঁর খেলাফতকালে নবুওয়াতের দাবীদার মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করা হয়েছে এবং তিনি বনু হানিফা ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আরবের লোকেরা তাঁর অনুগত হলেন। তখন তিনি রোম সাম্রাজ্যের অধীন শাম বিজয়ের লক্ষ্যে সৈন্য পাঠানোর ইচ্ছা করলেন এবং এ উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে মস্‌জিদে ডাকেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يا أيها الناس رحمكم الله تعالى : اعلموا أن الله فضلكم بالإسلام وجعلكم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وزادكم إيمانا ويقينا ونصركم نصرا مبينا. وقال فيكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عول أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه واختارله ما لديه ألا وإنىعازم أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام بأهليهم ومالهم فإن رسول الله صلى الله أنبأنى بذلك قبل موته وقال

((زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى منها))- فما قولكم فى ذلك ؟ فقالوا ياخليفة رسول الله مرنا بأمرك ووجهنا حيث شئت ، فإن الله تعالى فرض علينا طاعتك، فقال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم))، ففرح أبوبكر رضى الله عنه ونزل عن المنبر وكتب الكتب إلى ملوك اليمن وأهل مكة وكانت الكتب فيها نسخة واحدة وهى

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم

أما بعد فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو وأصلى على نبيه محمد. وقد عزمت أن أوجهكم إلى بلاد الشام لتأخذوها من أيدى الكفار والطغاة، فمن عول منكم على الجهاد والصدام فليبادر إلى طاعة الملك العلام، ثم كتب : ((انفروا خفافا و ثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله)) الآية. ثم بعث الكتب إليهم وأقام ينتظر جوابهم وقدومهم. وكان الذى بعثه بالكتب إلى اليمن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"হে লোক সকল! আপনাদেরকে আল্লাহ রহম করুন। জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর তিনি আপনাদেরকে ঈমান ও একীন দ্বারা ভূষিত করেছেন ও ব্যাপক সাহায্য করেছেন এবং আপনাদের ব্যাপারে বলেছেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম ও আমার নেয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম।' আর জেনে রাখুন, রাসুলুল্লাহ সা. শাম (সিরিয়া) বিজয়ের সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে গেছেন। এখন আমি মুসলিম বীরদেরকে তাদের পরিবার ও ধন সম্পদ সহ সিরিয়ার দিকে পাঠানোর ইচ্ছা করেছি। কারণ, রাসুলুল্লাহ সা. আমাকে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে গেছেন এবং বলেছেন, 'আমার জন্য পৃথিবীকে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত দেখতে পেলাম। শীঘ্রই আমার উম্মত ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে পর্যন্ত আমার জন্য গুটানো হয়েছে'। অতএব, এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? উত্তরে সবাই বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনার যা ইচ্ছা আমাদের সে নির্দেশ দিন। এবং যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে প্রেরণ করুন। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ পালন করা ফরজ করে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসুল এবং তোমাদের কর্তাব্যাক্তিদের আনুগত্য করো'। তখন আবু বক্কর রা. মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং ইয়ামান ও মক্কাবাসীদের কাছে পত্র লিখলেন। সবার কাছে একই পত্র লেখা হয়েছে। পত্রটি নিম্নরূপ-

আল্লাহর বান্দা আতিক বিন আব্‌কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি। আসসালামু আলাইকুম।

আমি সে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং তাঁর নবী মুহাম্মদের জন্য রহমত কামনা করছি। আমি আপনাদেরকে শামে পাঠানোর ইচ্ছা করছি, যাতে শাম কাফিরদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করা যায়। আপনাদের মধ্য থেকে যেই জিহাদ ও কাফিরদের মোকাবেলা করতে ইচ্ছুক, তার উচিত আল্লাহর আনুগত্যের জন্য যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এর পর তিনি এ আয়াত লিখেন,

"তোমরা অল্প অথবা অধিক যুদ্ধসামগ্রী নিয়ে যুদ্ধে বের হয়ে পড় এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ কর।"

এ সব চিঠি তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের উত্তর ও আগমনের অপেক্ষায় থাকেন। ইয়ামানবাসীর নিকট পত্রটি রাসুলুল্লাহ সা.এর খাদেম আনাস বিন মালিক রা. এর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। আর তার উত্তর এবং সৈন্যদের উপস্থিতির অপেক্ষায় থাকেন।

ইয়ামানের সৈন্য

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ্ রা. বলেন, কিছুদিন যেতে না যেতেই আনাস বিন মালেক রা. এসে ইয়ামানবাসীদের আগমনের সুসংবাদ শুনান। আর হযরত আবুবকর রা.-এর কাছে গিয়ে বলেন যে, আমি যাকেই আপনার নির্দেশ শুনালাম, সেই সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য এবং আপনার নির্দেশ মেনে নেয়। ঐ সব লোকেরা যুদ্ধের সাজ-সজ্জা ও প্রস্তুতি সহকারে আপনার খেদমতে উপস্থিত হতে যাচ্ছে। হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! তাদের পূর্বেই আমি আপনার নিকট সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। যে সব লোক (আল্লাহর পথে জিহাদ করার লক্ষ্যে) আপনার নির্দেশ মেনে নিয়েছে, তারা খুবই সাহসী, ভাল যোদ্ধা এবং ইয়ামানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তারা পরিবার-পরিজনসহ রওয়ানা হয়েছেন এবং শীঘ্রই এসে পৌঁছাচ্ছেন। আপনি তাদের সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তিনি, (আবুবকর রা.) এ কথা শুনে খুব আনন্দ বোধ করলেন। এ দিন তো এভাবেই চলে গেল। দ্বিতীয় দিন সকালেই মুজাহিদদের আগমনের ধুম পড়ে যায়। মদীনাবাসী এ দৃশ্য দেখে হযরত আবুবকর রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করে। তিনি মদীনাবাসী ও অন্যান্য লোকজনকে নিজ নিজ বাহনে সওয়ার হওয়ার নির্দেশ দেন এবং ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে তাদের সাথে

মুজাহিদদের অভিবাদন জানানোর জন্য অগ্রসর হন। কিছুক্ষণ পর মুজাহিদগণের দলবদ্ধ আগমন শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক গোত্র তখন ঝান্ডা উঁচু করে একে অপরের পিছনে সানন্দে অগ্রসর হচ্ছিল।

আগত সৈন্যদের মধ্যে যে দল দাউদী বর্ম, ভারতীয় তরবারী ও শিরস্ত্রান নিয়ে সবার আগে এসে পৌঁছল, তা হচ্ছে হিময়ার গোত্রের লোকেরা। এ গোত্রের নেতা ছিলেন যুলকিলা আল হিময়ারী রা.। তাঁর মাথায় পাগড়ী ছিল। তিনি আবুবকর রা.-এর নিকট পৌঁছে তাকে সালাম করলেন এবং নিজেদের অবস্থা জানালেন। আর নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন:

"আমি হিময়ার গোত্রের লোক। আর যে লোকদেরকে আপনি আমার সাথে দেখছেন, তারা যুদ্ধের প্রথম সারিতে থাকে। তারা উচ্চ বংশের, সাহসিকতা তাদের স্বভাবজাত বিষয় এবং তারা বীরদের নেতা। এরা যুদ্ধের সময় বড় বড় সশস্ত্র বীরদের তরবারী ভেঙ্গে ফেলে। যুদ্ধ করা আমাদের শখ এবং এতে আমরা মারা ও মরা উভয়ের হিম্মত রাখি। যুলকিলা এ সব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লোকদের নেতা। আমাদের সৈন্যরা এসে পৌঁছেছে। সিরিয়া আমাদের লক্ষ্যস্থল, আর দেমেস্ক তো আমাদেরই। ওখানকার অধিবাসীদের আমরা ধ্বংস করে ছাড়ব"

হিময়ার গোত্রের বিজয়ের সুসংবাদ

আবু বকর রা. এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং হযরত আলীকে বললেন, হে আবুল হাসান! তুমি কি নবী সা.-কে একথা বলতে শোননি?

((إِذَا أَقْبَلَتْ حِمْيَرُ وَمَعَهَا نِسَاءُهَا تَحْمِلُ أَوْلَادَهَا فَأَبْشِرْ بِنَصْرِ اللهِ عَلَىٰ أَهْلِ الشِّرْكِ أَجْمَعِيْنَ))

"যখন হিময়ার গোত্রের লোকেরা তাদের স্ত্রী-পুত্রসহ আগমন করবে, তখন সকল মুশরিকদের ওপর মুসলমানদেরকে আল্লাহর সাহায্য করার সুসংবাদ গ্রহণ করো"।

হযরত আলী রা. বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমিও রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে একথা বলতে শুনেছি।

মাযহাজ গোত্রের সৈন্যবর্গ

হযরত আনাস রা. বলেন, হিময়ার গোত্রের লোকেরা তাদের পরিবার ও অস্ত্রশস্ত্রসহ চলে যায়। তাদের পিছনে মাযহাজ গোত্রের লোকেরা আগমন করে, যারা উন্নত জাতের ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে সুক্ষ্ম তীর সমূহ নিয়ে

হযরত কাইস বিন হুবাইরা আল মুরাদী (রা.)-এর নেতৃত্বে এসেছে। এই নেতা যখন হযরত আবুবকর রা.-এর নিকট পৌঁছেন, তখন বললেন, রাসুলুল্লাহ সা. এর উপর দরুদ পড়ুন। আর হযরত আবু বকর রা.-কে সালাম করেন এবং নিজের গোত্রের পরিচয় তুলে ধরেন ও নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেনঃ

"আমাদের সৈন্যেরা আপনার নিকট খুব দ্রুত উপস্থিত হয়েছে। আমরা মুরাদের মুকুটের অধিকারী। আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। আমাদেরকে নির্দেশ দিন, যাতে আমরা আমাদের আনীত তরবারী দ্বারা রোমানদের হত্যা করতে পারি"

তাঈ গোত্রের সৈন্যবর্গ

হযরত আবুবকর রা. তাদের কল্যাণ কামনা করেন। তারা সামনে চলে গেলে তাদের পিছনে তাঈ গোত্রের লোকগণ আগমন করে, যাদের নেতা ছিল হারিস বিন মাসআদ আততাঈ। হারিস যখন হযরত আবুবকর রা.-এর নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি তাঁর সম্মানার্থে ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে চলতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আবুবকর রা. তা থেকে নিষেধ করলেন। হারিস কাছে আসলে হযরত আবুবকর রা. তার সাথে সালাম ও মোসাফেহা করেন এবং তার ও তার সৈন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আয্‌দ গোত্রের সৈন্যবর্গ

এরপর আয্‌দ গোত্রের লোকেরা একটি বড় বাহিনী সহকারে আগমন করে। তাদের নেতা ছিল জুনদুব বিন আমর আদদৌসী রা.। এ বাহিনীর সাথে হযরত আবু হুরাইরা রা.ও কামান ও তীর নিয়ে উপস্থিত হন। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে হযরত আবু বকর রা. হাসলেন এবং বললেন, আপনি কেন আসলেন। আপনি তো যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ। হযরত আবু হুরাইরা রা. বললেন, ওহে সিদ্দীক! আমি এজন্য এসেছি, যাতে আমিও জিহাদের সওয়াব অর্জন করতে পারি। (অতঃপর কৌতুক করে বললেন) সিরিয়ার ফল-ফলাদি ইন্‌শাআল্লাহ খাওয়ার সুযোগ হবে। তিনি একথা শুনে হাসলেন।

বানু আবাস ও কিনানা গোত্রের সৈন্যবর্গ

এরপর মায়সারা বিন মাসরূক আল-আবাসীর নেতৃত্বে বানু আবাস গোত্রের লোকেরা আগমন করে। তাদের পেছনে কিনানা গোত্রের লোকজন

আগমন করে। তাদের নেতা ছিলেন গাইছাম বিন আসলাম আল্ কিনানী। ইয়ামান থেকে আগত সকল গোত্রের সাথে তাদের পরিবার-পরিজন,টাকা-পয়সা, ঘোড়া,উট ইত্যাদিও ছিল। হযরত আবু বকর রা. তাদের আগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

মদীনা মুনাওয়ারার আশে-পাশে প্রত্যেক গোত্র আলাদা আলাদা ছাউনী তৈরী করে। যেহেতু তারা একটি বিশাল বাহিনী ছিল, তাই খাদ্য-দ্রব্য ও স্থানের কিছুটা স্বল্পতা দেখা দেয়। এ অবস্থা দেখে গোত্রের সরদারগণ একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন যে, হযরত আবু বকর রা.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে একথা জানানো উচিত যে, যেহেতু এখানে প্রচন্ড ভীড়ের কারণে কষ্ট হচ্ছে, সেহেতু আমাদেরকে সিরিয়ার দিকে পাঠানো হোক। পরামর্শ শেষে তারা আবু বকর রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলেন এবং সবাই তাঁর সামনে বসলেন। আর একে অপরের দিকে কে প্রথমে কথা শুরু করবে সে প্রশ্নে তাকাতে লাগলেন। পরে কাইস বিন হুবাইরা আল মুরাদী কথা শুরু করলেন, বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূলের খলীফা ! আপনি আমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সে কাজ আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও জিহাদের আগ্রহ নিয়ে পূর্ণ করেছি। এখন আল্লাহর রহমতে আমাদের সৈন্যরা পূর্ণরূপে পস্তুত এবং সাজ সরঞ্জামও সব নিয়ে আসা হয়েছে। আর আপনার এ শহর ঘোড়া, খচ্চর ও উটের জন্য অপ্রশস্ত এবং সৈন্যদের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়। যার ফলে সৈন্যদের কষ্ট হচ্ছে। তাই সৈন্যদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিন। আর যদি আপনি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন, তাহলে আমাদেরকে স্বীয় দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিন। এভাবে প্রত্যেক গোত্রের সরদার একের পর এক কথাটি আরয করলেন।

আবুবকর রা. যখন সকলের কথা শোনা শেষ করলেন, তখন বললেন, হে ইয়ামান ও অন্যান্য এলাকার বাসিন্দারা! আমি তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চাই না। আমার ইচ্ছা কেবল তোমাদের বাহিনী পরিপূর্ণ করা। তখন বলা হল, জনাব এখন আর কারো আসার বাকী নেই। সবাই এসে গেছে। এখন আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করে আমাদের পাঠিয়ে দেন।

ইসলামের সৈন্যদের আধিক্য

আবু বকর রা. একথা শোনার সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্যান্য সাহাবী যেমন হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত

সাঈদ বিন যাইদ বিন আমর বিন নুফাইল এবং আউস ও খাযরায গোত্রের লোকদেরকে সাথে নিয়ে মদীনার বাইরে জমায়েত হওয়া মুজাহিদদের নিকট গেলেন। লোকজন তাঁকে দেখে আনন্দে নারায়ে তাকবীর দিয়ে স্বাগতম জানায়। নারায়ে তাকবীরের আওয়াজে পাহাড়-পর্বত মুখরিত হল। হযরত আবু বকর রা. এমন এক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেখানে সবাই তাকে দেখতে পাচ্ছিল। তিনি সৈন্যদের স্রোতের মাঝে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন যে, স্থানটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি এ দৃশ্য দেখে খুব আনন্দিত হলেন এবং তাঁর মুখ থেকে এ দুআটি বের হল-

اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْهِمُ الصَّبْرَ وَأَيِّدْهُمْ وَلَا تَسْلِمْهُمْ اِلٰى عَدُوِّهِمْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"হে আল্লাহ এদেরকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করুন, এদেরকে সাহায্য করুন এবং এদেরকে কাফেরের খাঁচায় বন্দী হওয়া থেকে হেফাযত করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান"।

ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ান ও রবিআ বিন আমেরের নেতৃত্ব

দুআর পর তিনি সর্বপ্রথম ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ানকে ডেকে পতাকা দিয়ে এক হাজার সৈন্যের কমান্ডারের দায়িত্ব অর্পন করেন।

তারপর হিজাযের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বনী আমের গোত্রের হযরত রবীআ বিন আমের রা.-কে ডাকেন এবং তাঁকেও এক হাজার সৈন্যের উপর কমান্ডারের দায়িত্ব দিয়ে পতাকা অর্পণ করেন। অতঃপর তিনি হযরত ইয়াযীদের কাছে গিয়ে তাকে বললেন, এ উচ্চ বংশের পুরুষ রবীআ বিন আমের। তুমি তার যুদ্ধপটুতা সম্পর্কে জ্ঞাত আছ। আমি তাকে তোমার সাথে পাঠাচ্ছি ও তোমাকে তার আমীর বানিয়েছি। অতঃএব তাকে তোমার বাহিনীর অগ্রে রাখবে এবং তার সাথে পরামর্শ করবে। তার বিরোধিতা করবে না। ইয়াযীদ বললেন, ঠিক আছে। অশ্বারোহী সৈন্যরা দ্রুত অস্ত্র সজ্জিত হতে শুরু করে। ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ান ও রবীআ বিন আমের সওয়ার হয়ে সৈন্যদের নিয়ে আবু বকর রা.- এর দিকে এগিয়ে আসলেন। আবু বকর রা. সৈন্যদের সাথে চলতে লাগলেন। তখন ইয়াযীদ বললেন, ওহে আল্লাহর রাসুলের খলীফা! আপনি যার উপর সন্তুষ্ট, সেই আল্লাহর ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আপনি হাঁটলে আমরা ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারি না। হয়তো

আপনি সওয়ার হোন নতুবা আমরা নেমে যাই। তিনি বললেন, আমিও সওয়ার হবন না, তোমরাও নামবে না। তনি হাঁটতে হাঁটতে 'ছানিয়াতুল বিদা' পর্যন্ত এলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন।

পথ নির্দেশ

তখন ইয়াযিদ বিন আবু সুফয়ান হযরত আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়ে তাদেরকে কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য আরয করলেন। আবু বকর রা. বললেন-

إِذَا سِرْتَ فَلاَ تَضِيْقُ عَلٰى أَصْحَابِكَ فِىْ مَسِيْرِكَ وَلاَ تَغْضَبْ عَلٰى قَوْمِكَ وَأَصْحَابِكَ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ وَاسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَبَاعِدْ عَنْكَ الظُّلْمَ وَالْجُوْرَ فَإِنَّهُ لاَ أَفْلَحَ قَوْمٌ ظَلَمُوْا وَلاَ نَصَرُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ، وَإِذَا لَقِيْتُمُ الْقَوْمَ فَلاَ تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ وَإِذَا نَصَرْتُمْ عَلٰى عَدُوِّكُمْ فَلاَ تَقْتُلُوْا وَلَداً وَلاَ شَيْخاً وَلاَ امْرَءَةً وَلاَ طِفْلاً وَلاَ تَقْتُلُوْا بَهِيْمَةَ الْمَأْكُوْلِ وَلاَ تَغْدِرُوْا إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوْا إِذَا صَالَحْتُمْ، وَسَتَمُرُّوْنَ عَلٰى قَوْمٍ فِى الصَّوَامِعِ رُهْبَاناً يَزْعَمُوْنَ أَنَّهُمْ تَرَهَّبُوْا فِى اللهِ فَدَعْوَهُمْ وَلاَ تَهْدِمُوْا صَوَامِعَهُمْ . وَسَتَجِدُوْنَ قَوْماً آخَرِيْنَ مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ وَعَبَدَةِ الصَّلْبَانِ قَدْ حَلَقُوْا أَوْسَاطَ رُؤُوْسِهِمْ كَأَنَّهَا مَنَاحِيْضُ الْعِظَامِ فَاعْلُوْهُمْ بِسُيُوْفِكُمْ حَتّٰى يَرْجِعُوْا إِلَى الْإِسْلاَمِ أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ، وَقَدِ اسْتَوْدَعْتُكُمُ اللهَ . ثُمَّ عَانَقَهُ وَصَافَحَهُ وَصَافَحَ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَقَالَ يَارَبِيْعَةُ بْنُ عَامِرٍ أَظْهِرْ شُجَاعَتَكَ عَلٰى بَنِى الْأَصْفَرِ بَلِّغَكُمُ اللهُ آمَالَكُمْ، وَغَفَرَلَنَا وَلَكُمْ.

"যখন তুমি কোন পথ দিয়ে যাবে, তখন যাওয়ার পথে তোমার নিজের ও তোমাদের সাথীদের উপর কঠোরতা প্রয়োগ করবে না। স্বীয় সম্প্রদায় ও লোকদের উপর রাগ করবে না। প্রত্যেক বিষয়ে সাথীদের সাথে পরামর্শ করবে। ন্যায়পরায়নতাকে আকড়ে ধরবে। অন্যায়-অবিচার থেকে দূরে থাকবে। অন্যায়-অবিচারী সম্প্রদায় সফলকাম ও শত্রুর উপর বিজয় লাভ করতে পারে না। যখন শত্রুর মুখোমুখি হবে, তখন পিছনে ফিরে যেয়ো

না। কারণ, যে ব্যক্তি সে সময় যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন কিংবা অন্য কোন গ্রুপের সাথে একত্রিত হওয়া ছাড়া পিছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল। আর তার স্থান হবে জাহান্নাম। আর তা কতই না নিকৃষ্ঠ প্রত্যাবর্তনস্থল। আর যখন তোমরা শত্রুর উপর বিজয় লাভ করবে, তখন তাদের কিশোর, বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করবে না। তাদের ক্ষেতকে পুড়ে ফেলবে না, ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, হালাল পশু ব্যতীত অন্য কোন পশু যবেহ করবে না, শত্রুর সাথে কোন চুক্তি করলে তা থেকে সরে আসবে না, সন্ধি করলে সন্ধির বিপরীত করবে না। আর তোমরা সেখানে এমন কিছু দরবেশদের দেখতে পাবে, যারা তাদের এবাদত খানায় নির্জন বাস করছে এবং মনে করছে যে, তাদের এ নির্জনবাস আল্লাহর জন্য। অতএব, তাদের কোন ক্ষতি করবে না এবং তাদের এবাদত খানা ধ্বংস করবে না। আর তোমরা অবশ্যই এমন কিছু লোকদের দেখতে পাবে, যারা শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত ও ক্রুশের অনুসারী। তারা মাঝখানে মাথা মুন্ডিয়ে রাখে যেন তা হাড়ের উপরের মোটা গোস্ত । ইসলাম গ্রহণ কিংবা অপদস্ত হয়ে জিয়্যা না দিলে তাদের উপর তরবারী নিয়ে চড়াও হবে। এখন আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি"।

এ কথা বলে তিনি ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ানের সাথে কোলাকুলি ও মোসাফেহা করলেন। অতঃপর রবীআ বিন আমেরের সাথে মোসাফেহা করলেন এবং বললেন হে রবীআ! আশা করি বনী আসফার (রোমানদের)-এর মোকাবিলায় তুমি তোমার বীরত্ব প্রকাশ করবে। আল্লাহ তোমাদের আশা-আকাঙ্খা পূর্ণ করুন এবং আমাদের ও তোমাদের সকলকে ক্ষমা করুন"।

ইসলামের সৈন্যদের যাত্রা শুরু

এরপর ইসলামের সৈন্যরা তাদের উদ্দেশ্য পানে রওয়ানা হয়ে যান। আর হযরত আবু বকর রা. তাঁর সাথীদের নিয়ে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। লোকজন অতি দ্রুত বেগে চলতে লাগল। রবীআ রা. বললেন, হে ইয়াযীদ! এ কী অবস্থা! আবু বকর রা. তো আপনাকে সৈন্যদের নিয়ে আস্তে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, আবু বকর রা. আরো সৈন্য পাঠাবেন তাই আমরা সিরিয়ায় তাদের আগে পৌছতে চাই। হতে পারে

আমরা তারা আসার পূর্বেই কোন বিজয় অর্জন করব। ফলে আমরা এক সাথে তিনটি সৌভাগ্য অর্জন করব। এক. আল্লাহর সন্তুষ্টি। দুই. খলীফার সন্তুষ্টি। তিন. গনীমত লাভ। তখন রবীআ বলেন, তাহলে চলুন। আল্লাহই একমাত্র সহায়।

রোম সম্রাটের ভীতি

মুসলমানদের যুদ্ধযাত্রার এ সংবাদ মদীনায় অবস্থানকারী কতিপয় খ্রিস্টানদের মাধ্যমে রোম সম্রাট হিরোক্লিয়াসের নিকট পৌঁছে যায়। তাই তিনি তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের ডাকেন এবং বললেন, 'হে রোম সম্প্রদায়! তোমরা ভালভাবে জেনে রেখো যে তোমাদের রাষ্ট্রের পতন ও ধ্বংসের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দ্বীনের হুকুম-আহকাম পালন করেছিলে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেছিলে, নামায ও যাকাত আদায় করেছিলে এবং ইঞ্জিলে বর্ণিত আল্লাহর সীমার মধ্যে দৃঢ়পদ ছিলে, ততক্ষণ তোমরা দুনিয়ার যে শাসকই তোমাদের এবং তোমাদের দেশ সিরিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিল, তার উপর বিজয় লাভ করেছিলে। তোমাদের স্মরণ আছে যখন পারস্য সম্রাট কিসরা বিন হরমুয তার বাহিনী নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিল, তখন তারা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। তুর্কীরা তোমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিল। কিন্তু তারা পরাজয় বরণ করেছিল। জারামাকা সম্প্রদায়ও তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিল কিন্তু তাদেরকে তোমরা পালাতে বাধ্য করেছিলে। এখন তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিধানাবলীতে পরিবর্তন ঘটিয়েছ এবং যুলুম করা শুরু করে দিয়েছ। এতে করে তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছ। যার ফলে তোমাদের বিরুদ্ধে তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়েছেন, যারা বিশ্ব সমাজের উল্লেখযোগ্য কোন সম্প্রদায় ছিল না এবং পৃথিবীতে যাদের চেয়ে দুর্বল কোন সম্প্রদায় ছিল না। তারা যে আমাদের দেশে এসে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, তার কোন কল্পনাও আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়নি। বস্তুতঃ তাঁদের দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবই তাদেরকে আমাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং তাদের নবীর খলীফা এ জন্য তাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছে। তারা আমাদের দেশ কেড়ে নিয়ে যাবে। তারা আমাদেরকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সংকল্প করেছে'।

এছাড়াও সম্রাট গোয়েন্দাদের কাছ থেকে যা শুনেছেন তা তাদের সামনে

বর্ণনা করেন। সম্রাটের কথার উত্তরে সকল সভাসদ এক বাক্যে বলে উঠেন যে, আমাদেরকে তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করুন। তাদের আকাঙ্খা কোনদিন পূর্ণ হবে না। আমরা তাদেরকে তাদের নবীর শহরে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের কা'বার মুলোৎপাটন করে ছাড়ব এবং তাদের কাউকে জীবিত বাড়ী ফিরতে দেব না।

রোমানদের সাথে প্রথম যুদ্ধ

রোম সম্রাট যখন তাদের চেহারা উৎফুল্ল দেখলেন এবং তাদের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখতে পেলেন যে, তারা যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, তখন তিনি খুব সাহসী ও লড়াকু দেখে আট হাজার সৈন্য আলাদা করলেন এবং তাদের উপর যুদ্ধাবিজ্ঞ পাঁচ ব্যক্তিকে কমান্ডার মনোনীত করলেন। এরা হচ্ছে (১) বাতালীক (২) তার ভাই জারজীস (৩) সম্রাটের পুলিশ বাহিনী প্রধান (৪) লওকা বিন শামআন (৫) গাযার শাসক সলীব বিন হিনা।

বীরত্ব ও যুদ্ধপটুতায় এরা কিংবদন্তী ছিল। অতঃপর তারা যুদ্ধের পোশাকে সুসজ্জিত হল। আর তাদের লোকেরা আসরের নামায আদায় করে রহমত কামনা করল এবং দুআ করল, "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যারা সত্যের উপর রয়েছে তাদের তুমি সাহায্য কর"।

তারপর তাদের গায়ে তাদের গির্জা থেকে সুগন্ধি ও 'মা'মূদিয়ার পানি' ماء المعموديـــة এনে ছিটে দেয়া হল। অতঃপর তারা সম্রাটকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রওয়ানা হল। তাদের অগ্রে ছিল খ্রিষ্টান আরবরা। তারা তাদের গাইড হিসেবে কাজ করছিল।

ইসলামের সেনাপতির রণকৌশল

ওদিকে ইয়াযীদ বিন আবু সুফয়ান ও রবীআ বিন আমের মুসলমানদের নিয়ে রোমানদের আগমনের তিন দিন পূর্বে তাবুকে গিয়ে পৌঁছেন। চতুর্থ দিন মুসলমানগণ সিরিয়ায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে দেখতে পায় যে, রোমানরা তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমানরা তাদের দেখে সতর্ক হয়ে যায় এবং রবীআ বিন আমের তাঁর অধীনস্ত এক হাজার সৈন্যকে নিয়ে আত্মগোপন করেন। আর ইয়াযীদ রা তাঁর অধীনস্থ এক হাজার সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে নসীহত করেন ও আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন-

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ بِالنَّصْرِ وَاَيَّدَكُمْ بِالْمَلَائِكَةِ وَقَالَ فِى كِتَابِهِ الْعَزِيْـزِ

((كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَابِرِيْنَ)) وَقَدْ قَالَ صلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ), وَأَنْتُمْ أَوَّلُ جُنْدٍ دَخَلَ الشَّامَ وَتَوَجَّهَ لِقِتَالِ بَنِى الْأَصْفَرِ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَطْمَعُوا الْعَدُوَّفِيْكُمْ وَانْصُرُو اللهَ يَنْصُرْكُمْ

"জেনে রাখুন আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ইতোপূর্বে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে বলেছেন, আল্লাহর হুকুমে অনেক ছোট বাহিনী অনেক বড় বাহিনীর উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহতো রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে"।

আর রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন-'তরবারীর ছায়াতলে রয়েছে জান্নাত'।

আর আপনারাই সর্বপ্রথম মুসলিম বাহিনী, যারা সিরিয়া অভিযানে এসেছেন এবং রোমানদের সাথে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন। এখন আপনারা সিরিয়ার সৈন্যের মুখোমুখি। আর সাবধান থাকবেন যেন শত্রুরা আপনাদেরকে তাদের টার্গেট বানানোর সাহস না দেখায়। আপনারা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করুন, তাহলে তিনি আপনাদের সাহায্য করবেন"। হযরত ইয়াযীদ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলার সময় দেখা গেল, রোমান সৈন্যরা ধেয়ে আসছে। তারা যখন দেখতে পায় যে, মুসলমানরা সংখ্যায় কম, তখন তারা মুসলমানদের উপর হামলা চালাতে উদ্যত হয় এবং মনে করে যে, এরা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন সৈন্য নেই। ফলে তারা একে অপরকে রোমীয় ভাষায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ শুরু করার আহ্বান করে এবং বলে, তোমরা তাদেরকে ধর, যারা তোমাদের দেশ ছিনিয়ে নিতে চায় এবং ক্রুশের ওসীলায় তোমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর। তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। অতঃপর তারা আক্রমণ শুরু করে। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরচিত্তে তাদের আক্রমণের জবাব দেন। রোমান সৈন্যরা তাদের আধিক্যের গর্ব করল এবং মনে করল যে, তারা যুদ্ধে বিজয়ী হবে।

পালিয়ে গেল কাফির দল

এমন সময় হঠাৎ করে রবীআ বিন আমের রা. তার সৈন্যদের নিয়ে গোপন আস্তানা থেকে জোর গলায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও নবী সা.-এর ওপর দরুদ পড়তে পড়তে বের হয়ে আসেন এবং রোমানদের

উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিড়ে পড়েন। তাদেরকে দেখে রোমানদের মন দুর্বল হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেন। ফলে তারা পিছনে হঠতে শুরু করে।

নিহত হল শত্রু কমান্ডার

হযরত রবীআ বিন আমেরের দৃষ্টি বাতালীকের প্রতি পড়ল। দেখলেন, সে তার সৈন্যদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করছে। হযরত রবীআ বুঝতে পারলেন যে, সে রোমানদের নেতা সেই । তাই তিনি বীরদর্পে তার দিকে ছুটে যান এবং তাকে তীর দ্বারা আঘাত করেন। তীর তার নিতম্ব দিয়ে ঢুকে অপরদিক দিয়ে বের হয়ে যায়। রোমান সৈন্যরা এ দৃশ্য দেখে পলায়ন করা শুরু করে। আর মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতরা বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে।

শত্রুদের ক্ষয় ক্ষতি

তাবুকের ময়দানের এ যুদ্ধে দুই হাজার দু'শজন শত্রু নিহত হয়। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্য থেকে শাহাদাত বরণ করেন মাত্র একশ বিশজন।

রোমান নেতার ভাষণ ও পুণরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি

রোমান সৈন্যদের পলায়নের এ দৃশ্য দেখে নিহত কমান্ডার বাতালীকের ভাই চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, তোমরা ধ্বংস হতে যেয়ো না। তোমরা কোন্ মুখ নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবে? শত্রুরা আমাদের সাথে নির্মম আচরণ করেছে এবং আমাদের লোকদেরকে গণহারে হত্যা করেছে। আমি আমার ভাইয়ের প্রতিশোধ নিবই। আমি মৃত্যুর পরোয়া করি না।

রোমানদের দূত প্রেরণ

সৈন্যরা তার একথা শোনে একত্রিত হলো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। অতঃপর তারা তাদের ক্যাম্পে অবস্থান গ্রহণ করল এবং কাদ্দাহ নামের এক আরব খ্রিস্টানকে মুসলমানদের নিকট এ বার্তা দিয়ে পাঠাল যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের একজন বুদ্ধিমান নেতাকে পাঠানো হোক, যাতে আমাদের কাছে তারা কী চায়, সে নিয়ে ভাবতে পারি।

শত্রুদের কাছে গমন

কাদ্দাহ তার ঘোড়া নিয়ে মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হল। মুসলমানগণ তাকে তাদের দিকে আসতে দেখে আউস গোত্রের কিছু লোক তাকে স্বাগতম জানাল এবং বলল, তুমি কী চাও? সে বলল, রোমানরা উভয়পক্ষের বিরোধ মীমাংসার জন্য আল্লাহর বিধান নিয়ে আলাপ করার

জন্য আপনাদের একজন বিচক্ষণ লোককে চাচ্ছেন। খ্রিস্টান দূতের বার্তাটি হযরত রবীআর কাছে পৌঁছানো হলে তিনি বললেন, তাহলে তাদের নিকট আমি যাচ্ছি। হযরত ইয়াযীদ বললেন, আপনার যাওয়াতে আমি আশংকা বোধ করছি। কারণ, গতকাল আপনি তাদের নেতাকে হত্যা করেছেন। তখন রবীআ বললেন-

((قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا إِلاَّ مَاكَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ)). وإنى أوصيك والمسلمين أن تكون همتكم عندي فإذا رأيتم القوم غدرا بي فاحملوا عليهم

"আপনি বলে দিন আমাদের উপর কেবল তাই আপতিত হবে, যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর মুমিনদের উচিত, তার উপরই ভরসা করা [তাওবাহ ঃ ৫১]। আর আমি আপনাকে ও এখানকার সকল মুসলমানকে আহবান করছি যেন সবাই আমার ব্যাপারে আশংকা মুক্ত থাকে। শত্রুরা যদি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে তাদের উপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিড়ে পড়বে"।

একথা বলে তিনি তার ঘোড়ায় আরোহণ করে রোমানদের দিকে চললেন। রোমানদের নিকট এসে তিনি তাদের নেতার তাঁবুর কাছে গেলেন। কাদ্দাহ বলল, সম্রাটের সৈন্যদের সম্মানার্থে আপনি ঘোড়া থেকে নামুন। রবীআ রা. বললেন, আমি সম্মানিত অবস্থায় থেকে লাঞ্চনাকর অবস্থায় ফিরে যেতে পারি না এবং আমি আমার ঘোড়ার লাগাম অন্য কারো হাতে দিতে পারি না। আমি এ রোমানদের নেতার তাঁবুর দরজার কাছে গিয়েই ঘোড়া থেকে অবতরণ করব। আর তা না হলে আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যাব। তোমরাইতো আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছ। কাদ্দাহ রবীআ রা. এর এ কথা রোমানদের জানাল। তখন রোমানরা একে অপরকে বলল, আরব রবীআ সত্য কথা বলেছে। তাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নামতে দাও। তখন রবীআ রা. তাদের নেতার তাঁবুর দরজায় এসে নামলেন ও হাটু গেড়ে বসলেন এবং ঘোড়ার লাগাম ও অস্ত্র নিজের হাতে রাখলেন। জারজীস তাকে বললেন, হে আমার আরব ভাই! আপনাদের চেয়ে দুর্বল কোন জাতি আমাদের জানা মতে ছিল না। আর আপনারা যে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবেন তার কল্পনাও আমরা করিনি। তো আপনারা আমাদের নিকট কী চাচ্ছেন? রবীআ রা. বললেন, আমরা চাচ্ছি, আপনারা আমাদের দ্বীনে প্রবেশ করুন এবং আমরা যা করি তা পালন করুন। আর যদি

আপনারা তা করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে জিয্য়া প্রদান করবেন। আর যদি তাতেও অসম্মতি জানান, তাহলে তরবারীই আপনাদের ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে।

জারজীস এ কথা শুনে বলল, তাহলে আপনারা পারসীদের সাথে কেন এ আচরণ করছেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কেন মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি? রবীআ রা. বললেন, প্রথমে আপনাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি এ জন্য, যেহেতু তাদের চেয়ে আপনারা আমাদের নিকটবর্তী। আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার কিতাবে একথার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً .

"হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে লড়াই কর। আর তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা অনুভব করে। আর জেনে রেখো! আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের সাথেই রয়েছেন" [তাওবাহ ঃ ১২৩]।

জারজীস বলল, তাহলে আপনি কি এ মর্মে আমাদের সাথে সন্ধি স্থাপন করতে চান যে, আমরা আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা এবং দশ ওয়াসক্ করে খাদ্য শস্য দিব। আর সন্ধি পত্রে লিখবেন যে,আর আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবেন না এবং আমরাও আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে যাব না। রবীআ রা. বললেন, এটা হতে পারে না। যুদ্ধ, জিয্য়া প্রদান ও ইসলাম গ্রহণ এ তিনটির কোন একটিই আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। জারজীস বলল, আপনাদের দ্বীনে আমাদের প্রবেশ করার কোন অবকাশ নেই। এমনকি সবাই নিহত হলেও এব্যাপারে আমরা অটল থাকতে বদ্ধপরিকর। আর জিয্য়া প্রদানের চেয়ে আমরা মৃত্যুকে অধিক শ্রেয় মনে করি। আর যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি আপনারা আমাদের চেয়ে অধিক উৎসাহপ্রবণ নন। কারণ, আমাদের রয়েছে অনেক সেনাপতি, রাজপুত্র ও যুদ্ধাভিজ্ঞ সৈনিক।

পাদ্রীর সাথে রবীআ রা.-এর বিতর্ক

অতঃপর জারজীস তার লোকদের বলল, এ বেদুঈনের সাথে বিতর্ক করার জন্য সাকালাবাকে ডেকে নিয়ে আস। সম্রাট হিরোক্লিয়াস তাদের ধর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন বড় আলেমকে সৈন্যদের সাথে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাদের ধর্মের পক্ষে মুসলমানদের সাথে বিতর্ক করতে পারেন। তাকে নিয়ে আসা হল। অতঃপর যখন তিনি স্থির হয়ে বসলেন, তখন

জারজীস তাকে বলল, মুরুব্বী! আপনি এ লোকের নিকট তার দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। তখন ওই আলেম বললেন, হে আমার আরব ভাই! আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে পেয়েছি, আল্লাহ তাআলা হেজাযের কুরাইশ বংশের হাশেম গোত্র থেকে একজন নবী প্রেরণ করবেন। আর তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন হবে তাকে আল্লাহ তাআলা আসমানে নিয়ে যাবেন। তো তাঁর জীবনে কি এ ঘটনা ঘটেছে?

রবীআ রা. বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর আমাদের রব তার মহান কিতাবে একথার আলোচনা করে বলেছেন-

سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ آيَاتِنَا

"পবিত্র সে সত্তা, যিনি তার বান্দা (মুহাম্মদ সা.)-কে রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমন করিয়েছেন, যার চর্তুপার্শ্বকে আমি সমৃদ্ধ করেছি । আর তা এজন্য যে, যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাই।"

আলেম আবার বললেন, আমরা আমাদের কিতাবে দেখতে পাই যে, আমাদের রব এ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য এক মাস রোযা রাখা ফরয করবেন। আর ঐ মাসকে বলা হবে রমাদান। রবীআ রা. বললেন জি! আর আমাদের মহান কুরআনে এ ব্যাপারে বলা আছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانَ

"রমাদান সে মাস, যে মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী" [বাকারাহ ঃ ১৮৫]।

আলেম বললেন, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি যে, তাদের কেউ একটি ভাল কাজ করলে দশটি সওয়াব লেখা হবে। রবীআ রা. বললেন হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

যে কোন ভাল কাজ করবে তার জন্য রয়েছে এর দশগুণ (ভাল কাজের) প্রতিদান। আর যে কোন খারাপ কাজ করবে, তাকে কেবল ঐ পরিমাণই শাস্তি দেয়া হবে। তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।"

আলেম বললেন, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতকে তাঁর উপর দরুদ পড়ার নির্দেশ দিবেন। রবীআ রা. বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাবে বলেছেন-

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

"আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতারা নবীর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দুআ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর" [আহযাব ঃ ৫৬]।

বর্ণনাকারী বলেন যে, নাসারাদের আলেম হযরত রবীআ রা. এর উত্তরে বিস্মিত হলেন এবং সৈন্যদের বললেন যে, এরাই সত্যের উপর রয়েছে।

নিহত হল আরেক সেনাপতি

তখন দরবারের একজন বলে উঠল যে, এ লোকটিই আপনার ভাইকে হত্যা করেছে। জারজীস এ কথা শোনার পর তার চোখ দিয়ে অশ্রুঝরা আরম্ভ করল এবং প্রচন্ড ভাবে রাগান্বিত হয়ে রবীআ রা.-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছা করল। তখন হযরত রবীআ রা. বিদ্যুৎ বেগে তার স্থান থেকে উঠে এসে জারজীসের হাতের তরবারীটা কেড়ে নিয়ে দ্রুত তার উপর আঘাত করলেন। ফলে জারজীস মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ও মারা গেল। অতঃপর তিনি তাঁর ঘোড়ার দিকে দৌড়ে এসে তাতে আরোহণ পূর্বক চলে আসতে লাগলেন। এদৃশ্য দেখে রোমান সৈন্যরা তাঁর দিকে দৌড়িয়ে আসল। তখন তিনি তাদের উপরও তরবারী চালালেন।

আবার শুরু হল যুদ্ধ

এদিকে হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ান যখন এ অবস্থা দেখতে পান, তখন তিনি মুসলমানদেরকে বললেন, শত্রুরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অতএব, তাদেরকে ধর। তিনি একথা বলার সাথে সাথে মুসলমানরা তাদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপিড়ে পড়ে এবং উভয় দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়। রোমরা ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। এমন সময় দেখা গেল যে, মুসলমানদের আরো একটি বাহিনী কাতিবে ওহী হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা রা.-এর নেতৃত্বে তাদের দিকে আসছে। মুসলমানগণ যখন তাদের ভাইদেরকে যুদ্ধে আসতে দেখল, তখন তারা রোমানদের উপর আরো তীব্র ভাবে তরবারী চালাতে শুরু করে আর রোমানদের মাথা তাদের ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

প্রাণে রক্ষা পায়নি কোন শত্রু

বর্ণনাকারী বলেন যে, উল্লেখিত আট হাজার রোমান সৈন্যের কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি। কারণ সিরিয়া তাবুক থেকে দূরে থাকায় মুসলমানরা তাদের দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। অতঃপর মুসলমানরা শত্রুদের সম্পদ ও তাদের তাঁবুগুলো তুলে হযরত শুরাহবীল বিন হাসান রা. ও তাঁর সাথীদের কাছে নিয়ে আসে এবং তাদের সবাইকে সালাম দিয়ে স্বাগতম জানায়। তারা বলল, আমরা এ সকল গনীমত হযরত আবুবকর রা.-এর নিকট পাঠিয়ে দেব। এতে সবাই সম্মতি জানায় এবং অস্ত্র ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিস গুলো ছাড়া বাকী সকল সম্পদ হযরত শাদ্দাদ বিন আউসের নেতৃত্বে পাঁচশত অশ্বারোহী দিয়ে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা যখন এ সম্পদ নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে এবং মুসলমানগণ মুশরিকদের এ সম্পদ গুলো দেখতে পায়, তখন তারা বড় গলায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও রাসূলুল্লাহ সা.- এর উপর দরূদ পড়তে থাকে। হযরত আবুবকর রা. শাদ্দাদ বিন আউস রা. তার সাথীদের নিয়ে মদীনায় এসেছে শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তারা সবাই হযরত আবুবকর রা.-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম জানায় এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করে। তখন আবুবকর রা. আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।

আরো সৈন্য তলব

অতঃপর মক্কাবাসীর নিকট জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন-

بسم الله الرحمن الرحيم

من أبى بكر إلى اهل مكة وسائر المؤمنين

فإنى احمد الله الذي لا اله الا هو واصلى على نبيه محمد

أما بعد فإنى قداستنفرت المسلمين إلى الجهاد وفتح بلاد الشام وقد كتبت اليكم وإلى المسلمين أن تسرعوا إلي ما أمركم ربكم تبارك وتعالى اذ يقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه الآية فيكم

وأنتم أحق بها وأهلها، وأول من صدق وقام بحكمها، من ينصر دين الله فالله ناصره ومن بخل استغنى الله عنه والله غنى حميد. فسارعوا الى جنة عاليه قطوفها دانية أعدها الله للمهاجرين والأنصار ومن اتبع سبيلهم كتب من الأولياء الاخيار وحسبنا الله ونعم الوكيل

"আবু বকরের পক্ষ থেকে মক্কাবাসী ও সকল মুসলমানের প্রতি। সর্বপ্রথম আমি সে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং তাঁর নবী মুহাম্মদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করছি। পরকথা, আমি মুসলমানদেরকে জিহাদ ও শামদেশ (সিরিয়া) বিজয় করার আহবান জানাচ্ছি এবং আপনাদের ও অন্যান্য মুসলমানদের নিকট এ মর্মে পত্র লিখছি যে, আপনারা আপনাদের পালনকর্তার নির্দেশ পালন করার জন্য দ্রুত চলে আসুন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলছেন, "তোমরা হাল্কা ও ভারী যুদ্ধোপকরণ নিয়ে বের হয়ে পড় এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। বস্তুতঃ তোমাদের একাজটাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ।"

এ আয়াতটি আপনাদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনারাই এ আয়াতের নির্দেশ পালনের অধিক যোগ্য এবং আপনারাই সর্বপ্রথম একে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছেন। যে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য করে, আল্লাহ তাআলা তার সাহায্য করেন। আর যে কার্পণ্য করে, তার প্রতি আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। আর আল্লাহ তাআলা প্রশংসিত ও অমুখাপেক্ষী। অতএব, সে উন্নত জান্নাতের প্রতি ধাবমান হোন, যার ফলসমূহ থাকবে সবার নাগালে, যা আল্লাহ তা'আলা তার পথে হিজরতকারী ও তার দ্বীনকে সাহায্যকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর যারা তাদের পথের অনুসরণ করবে, তাদেরকেও (আল্লাহর) প্রিয় বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত করা হবে। আর আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহী।"

বর্ণনাকারী বলেন, চিঠি এটুকু লিখে তার উপর মোহর মেরে আবদুল্লাহ বিন হুযাফা রা. এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি চিঠি নিয়ে রওয়ানা দেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি সবাইকে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেন। তারা সবাই তাঁর নিকট আসলে তিনি তাদের নিকট চিঠি হস্তান্তর করেন। তাদের সামনে চিঠিটি

পড়া হয়। চিঠির বক্তব্য শুনে সাহল বিন আমর, হারছ বিন হিশাম ও ইকরামা বিন আবু জাহ্‌ল রা. বলে উঠল, আমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁর নবী মুহাম্মদ সা.-এর কথা মেনে নিলাম। আর ইকরামা রা. এ কথাও বলেন যে, আমরা এখানে এভাবে আর কতদিন কাটাব, অথচ অন্যান্য লোকেরা পূর্বেই যুদ্ধে চলে গেছে। যে সফলকাম হয়েছে সে সত্য বলেই সফলকাম হয়েছে। আমরা দেরী করলেও, যারা পূর্বে চলে গেছে তাদের সাথে যদি গিয়ে মিলিত হতে পারি, তাহলে আমরাও সফলকাম হব। অতঃপর তিনি মাখযুম বংশের লোকদের নিকট গেলেন এবং তাদেরসহ মক্কা থেকে মোট পাঁচশত জনের একটি বাহিনী নিয়ে বের হন।

আর আবুবকর রা. এ ধরণের চিঠি তায়েফবাসীর নিকটও প্রেরণ করেন। তারাও চারশজনের একটি বাহিনী নিয়ে চলে আসে।

মক্কা থেকে যারা আগমন করেছেন, তাদের সাথে হযরত সাঈদ বিন খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস ও বের হন। তিনি একজন ভদ্র ও বুদ্ধিমান যুবক ছিলেন। তিনি আবুবকর রা.-এর নিকট এসে আরয করলেন, ওহে আল্লাহর রাসূলের সম্মানীত খলীফা! আপনি আবু খালেদের হাতে পতাকা দিতে চাচ্ছেন এবং এর ফলে তিনি আপনার সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কের একজন হবেন। কিন্তু লোকেরা তার সমালোচনা করায় আপনি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কিন্তু এরপরও তিনি আল্লাহর রাস্তা থেকে চলে আসেন নি। আর আমি আপনার বাহিনীতে থেকে সব সময় আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে চলেছি। অতএব, আপনি আমাকে এ বাহিনীর উপর আমীর বানালে ভাল হয়। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে কোন সময় শত্রুর হত্যা ও যুদ্ধের ব্যাপারে অলস দেখেননি।

বর্ণনাকারী বলেন, সাঈদ বিন খালেদ তার আব্বা (আবু খালেদ) থেকে অধিক বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তাই আবু বকর রা. তাকে পতাকা অর্পণ করেন এবং দুই হাজার সৈন্যের আমীরের দায়িত্ব দান করেন। হযরত উমর রা. যখন সাঈদ বিন খালেদের এ কথা শুনলেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং হযরত আবু বকর রা.-এর নিকট চলে আসেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি সাঈদ বিন খালেদকে তার চেয়ে শ্রেষ্ট ব্যক্তির উপর সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছেন। আপনি জানেন সে আপনার কাছে গিয়ে তার আব্বার সমালোচনার জন্য আমার প্রতিই ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহর কসম! আমি তার বাপের ব্যাপারে কোন কথা বলিনি।

হযরত আবুবকর রা.-কে হযরত উমর রা.-এর একথা ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু তবুও তিনি খালেদ বিন সাঈদ থেকে পতাকা নিয়ে নেওয়া অপছন্দ করলেন না। আর অন্য দিকে তাঁর প্রতি উমর রা.- এর ভালবাসা, কল্যাণকামিতা ও তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর একজন বড় সাহাবী হওয়ায় তার বিরোধীতা করাও ভাল মনে করলেন না। তাই তিনি চিন্তিত অবস্থায় হযরত আয়েশা রা.-এর কক্ষে প্রবেশ করেন এবং উমর রা.-এর বিষয়টি তাকে অবহিত করলেন। তখন আয়েশা রা. বললেন, আমি জানি যে, হযরত উমর রা. দ্বীনের অকৃত্রিম সাহায্যকারী এবং তাঁর অন্তরে মুসলমানদের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই। আবু বকর রা. হযরত আয়েশা রা.-এর একথাটি গ্রহণ করলেন এবং আযদ-আল-দাওসীকে ডেকে বললেন, যান সাঈদ বিন খালেদের নিকট এবং তাকে বলুন পতাকা ফিরিয়ে দিতে। তিনি পতাকা ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, তবুও আমি আবু বকরের রা. পতাকা তলে যুদ্ধ করব। কারণ, আমি নিজেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছি।

সেনাপতি হলেন হযরত আমর ইবনুল আস রা.

আবু বকর রা. কাদেরকে রণাঙ্গনে আগে পাঠাবেন সে ব্যাপারে ভাবছিলেন। এ সময় সাহল বিন আমর, ইকরামা বিন আবু জাহল ও হিশাম ইবনুল হারেস রা. তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আপনারা সাক্ষী থাকুন যে, আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছি। অতএব, আমরা যুদ্ধ না করে কখনো ফিরে যাব না। তখন আবুবকর রা. বললেন-

اللهم بلغهم أفضل مايأملون

"হে আল্লাহ! তাদেরকে তারা যার আশা করছে, তার চেয়ে আরো উচ্চ স্তরে পৌঁছে দিন"।

অতঃপর আবু বকর রা. আমর ইবনুল আস রা.-কে ডেকে আনলেন এবং তার কাছে পতাকা হস্তান্তর করে বললেন, আমি আপনাকে এ বাহিনী তথা মক্কাবাসী, তায়েফবাসী, হওয়াযেন ও বনী কিলাবের লোকদের উপর সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করলাম। এখন আপনি ফিলিস্তিনের দিকে যাত্রা শুরু করুন। আর আপনার প্রতি নসিহত হল আবু উবাইদা রা.-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন ও তিনি কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করলে সাহায্য করবেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করা ছাড়া কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। চলুন, আল্লাহ আপনার ও তাদের সবার কল্যাণ করুন।

একথা শোনার পর হযরত আমর ইবনুল আস রা. হযরত উমর রা.-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, আপনি যদি খলীফার সাথে কথা বলে আমাকে আবু উবায়দার আমীর নির্দ্ধারণের আবেদন জানাতেন, তাহলে ভাল হত। হে আবু হাফস! আপনি শত্রুর প্রতি আমার কঠোরতা ও যুদ্ধের উপর আমার ধৈর্য সম্পর্কে অবগত আছেন। আর আপনি তো রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আমার সম্মানজনক অবস্থা দেখেছেন। আমি আশা করি, আল্লাহ তাআলা আমার হাতে দেশ জয় করাবেন ও শত্রুদের ধ্বংস করাবেন। উমর রা. বললেন, আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না। তবে এ ব্যাপারে খলীফার নিকট গিয়ে কিছু বলতে আমি অপারগ। কারণ, আবু উবায়দার উপর কেউ আমীর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর আবু উবায়দার সম্মান আমাদের নিকট আপনার চেয়ে বেশী এবং তিনি আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ সা. তার ব্যাপারে বলেছেন-

((أبو عبيدة أمين هذه الأمة))

"আবু উবাইদারা.এ উম্মতের বিশেষ আমানতদার ব্যক্তি"।

আমর বললেন, আমি তার উপর সেনাপতি হলে তাঁর মর্যাদায় আঘাত আসবে না। উমর রা. বললেন, হে আমর! ধিক আপনার প্রতি। আপনার কথাবার্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে নেতৃত্ব ও মর্যাদা লাভ। অতএব, আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কেবল আখেরাতের সম্মান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি তলব করুন। তখন আমর ইবনুল আস রা. বললেন, ঠিক আছে আপনি যা বলেন, তাই মেনে নিলাম।

অতঃপর তিনি লোকজনকে তার নির্দেশ মত ফিলিস্তিনের দিকে যাত্রা শুরু করার হুকুম করলেন। ফলে লোকজন চলা আরম্ভ করলেন। মক্কাবাসীরা সবার অগ্রে চলল। আর বনী কিলাব, তাঈ, হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রের লোকজন তাদের পেছনে চলল। আনসার ও মুজাহিদগন আবু উবাইদা রা-এর সাথে যাওয়ার জন্য থেকে যান।

আবুবকর রা.-এর অসিয়ত

যাওয়ার সময় হযরত আবু বকর রা. হযরত আমর ইবনুল আস রা.-কে অসীয়ত করে বলেন-

اتق الله في سرك وعلا نيتك واستحيه فى خلواتك فأنه يراك و عملك وقد رأيت تقدمتى لك على من هو أقدم منك سابقة وأقدم حرمة فكن

من عمال الاخرة وأرد بعملك وجه الله وكن والدا لمن معك وارفق بهم فى السير فإن فيهم أهل ضعف . والله ناصر دينه ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإذا سرت بجيشك فلا تسر فى الطريق التى سار فيها يزيد وربيعة وشرحبيل، بل اسلك طريق إيليا حتى تنتهى إلى أرض فلسطين، وابعث عيونك ياتونك بأخبار أبى عبيدة فإن كان ظافرا بعده فكن أنت لقتال من فى فلسطين، وإن كان يريد عسكرا فأنفذ إليه جيشا فى أثرجيش وقدم سهل بن عمرو وعكرمة بن ابى جهل والحرث بن هشام وسعيد بن خالد، وإياك أن تكون وانيا عما ندبتك إليه، وإياك والوهن أن تقول جعلنى ابن أبى قحافة فى نحر العدو ولا قوة لى به الخ.

"প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবে। একাকী অবস্থায় তাঁকে লজ্জা করবে, কারণ তিনি তুমি কী কাজ করছো তা দেখছেন। তুমি জান, আমি তোমার চেয়ে আগে ইসলাম গ্রহণকারী ও তোমার চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের উপর তোমাকে আমীর নিযুক্ত করেছি। অতএব, তুমি আখিরাতের কর্মী হও। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাজ করবে। তোমার সাথে যারা রয়েছে, তাদের সাথে পিতৃসুলভ আচরণ করবে ও তাদেরকে নিয়ে আস্তে চলবে। কারণ তাদের মাঝে অনেক দুর্বল লোকও আছে। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য তাঁর দ্বীনের অবশ্যই সাহায্য করবেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। আর তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে যাওয়ার সময় সে পথ দিয়ে যাবে না, যে পথ দিয়ে ইয়াযীদ, রবীআ ও শুরাহবীল গেছে, বরং ঈলিয়ার পথ ধরেই ফিলিস্তিনে গিয়ে পৌঁছবে। আর তোমার গোয়েন্দাদের আবু উবাইদার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠাবে। যদি তিনি শত্রুর উপর বিজয় লাভ করেন, তাহলে তুমি ফিলিস্তিনে থেকেই শত্রুর সাথে লড়াই করবে। আর যদি তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার সাহায্যের জন্য সাহল বিন আমর, ইকরামা বিন আবু জাহল, হারছ বিন হিশাম ও সাঈদ বিন খালেদের নেতৃত্বে পর্যায়ক্রমে সৈন্য পাঠাবে। যে কাজের জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছে, সে কাজে মোটেও অলসতা করবে না। আর তুমি এ বলে হীনমন্যতায় ভুগবে না যে, আমাকে আবু কুহাফার ছেলে (আবু বকর) এমন

দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন যাদের মোকাবেলা করার শক্তি আমার নেই।

আর হে আমর! তুমি অবশ্যই আমাদেরকে বিভিন্ন যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছো, আমরা কত মুশরিকদের মুখোমুখি হয়েছি। অথচ আমরা আমাদের শত্রুদের চেয়ে সংখ্যায় কম ছিলাম। অতঃপর হুনাইনের যুদ্ধের দিন আল্লাহ আমাদের কীভাবে সাহায্য করেছিলেন তাও দেখেছ। হে আমর! তুমি স্মরণ রাখবে, তোমার সাথে রয়েছে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার ও মুহাজিরগণ। অতএব, তাদের সম্মান করবে, তাদের অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখবে এবং তোমার ক্ষমতা আছে বলে তাদের প্রতি কোন ধরণের অন্যায় আচরণ করবে না। আর শয়তান যেন কুমন্ত্রণা দিয়ে তোমার মুখ থেকে একথা বের না করে যে, আমি সবার শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণেই আবু বকর আমাকে তাদের উপর আমীর নিযুক্ত করেছেন। আর তোমাকে যেন তোমার মন ধোকায় ফেলতে না পারে সে ব্যাপারে সচেতন থাকবে। আর তুমি নিজেকে তাদের একজন মনে করবে এবং তুমি যে কাজটি ভাল মনে কর, সে ব্যাপারে তাদের কাছে পরামর্শ চাইবে। আর নামাযের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবে। নামাযের সময় হলে আযান দিবে। সৈন্যরা সবাই শুনে মত আযান দেওয়া ছাড়া কোন নামায পড়বে না। অতঃপর তোমার সাথে যারা নামায পড়তে আগ্রহী তাদেরকে নিয়ে নামায পড়বে। তোমার সাথে যে নামায পড়তে চায়, তার জন্য তোমার সাথে নামায পড়াই উত্তম। আর যে কেউ একাকী নামায পড়তে চাইলে তাও তার জন্য যথেষ্ট। আর তোমার শত্রুদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে এবং তোমার সাথীদেরকে পাহারাদারীর নির্দেশ দিবে। এরপর তুমি সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিবে। আর রাতে তোমার সাথীদের নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাদের সাথে কুশল বিনিময় করবে এবং কারও গোপন দোষ প্রকাশ করবে না। শত্রুর যখন মুখোমুখি হবে, তখন আল্লাহকে ভয় করবে। আর যখন তুমি তোমার সাথীদেরকে উপদেশ দিবে, তখন সংক্ষেপে করবে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তাহলে তোমার কর্মীরাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আর নেতা তার অনুসারীদের সাথে যে আচরণ করবে, সে ব্যাপারে আল্লাহর নিকট তাকেই একমাত্র জবাবদিহি করতে হবে। আর আমি তোমাদেরকে এমন আরবদের উপর আমির নিযুক্ত করেছি যাদেরকে তুমি জান। অতএব, তুমি প্রত্যেক গোত্রকে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী সম্মান করবে। আর তুমি তাদের সাথে

সহানুভুতিশীল পিতার ন্যায় আচরণ করবে এবং সময় তোমার সৈন্যদের খোঁজখবর রাখবে। আর তোমার সৈন্যদের অগ্রবর্তী দলকে সামনে রাখবে, যাতে তারা তোমার গাইড হতে পারে। যাদেরকে ভাল মনে করবে, পিছনে রাখবে। যখন শত্রুকে দেখবে তখন ধৈর্যধারণ করবে এবং পশ্চাদপসারণ করবে না। তোমার সাথীদের কোরআন তেলওয়াতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবে এবং তাদেরকে জাহিলিয়াত যুগের কথাবার্তা থেকে বিরত রাখবে। কারণ, তা পরস্পরের শত্রুতা সৃষ্টি করবে। আর তুমি দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি বিমুখ থাকবে, যাতে তুমি তোমার পূর্বসুরিদের ন্যায় হতে সক্ষম হও এবং তুমি কোরআনে প্রশংসিত নেতাদের মত হওয়ার চেষ্টা করবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عَابِدِيْنَ –

আর আমি তাদের মধ্যে থেকে কিছুনেতা ঠিক করলাম, যারা আমার নির্দেশ মতে পথ চলে এবং তাদের নিকট ভাল কাজ সমুহ করার, নামাজ প্রতিষ্ঠা করার এবং যাকাত প্রদানের প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি। আর তারা আমার এবাদতকারী ছিল"।

হযরত আবু বকর রা. যখন আমর ইবনুল আস রা. কে এ অসিয়ত করেছিলেন, তখন হযরত আবু বকর রা. উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর রহমতে যাত্রা শুরু করো এবং গিয়ে আল্লাহর দুশমনদের সাথে লড়াই শুরু করো। আর আমি তোমাদেরকে আল্লহ-ভীতির অসিয়ত করছি। আল্লাহ তাআলাকে যারা সাহায্য করে তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন। মসুলমানরা সবাই আবু বকর রা. কে সালাম করে তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং ফিলিস্তিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাদের সংখ্যা ছিল নয় হাজার।

হযরত আবু উবাইদার নেতৃত্বে আরেক অভিযান

এর পরদিন হযরত আবু উবাইদা রা. পতাকা নিয়ে তার সাথে যাওয়ার জন্য যারা রয়ে গিয়েছিল,তিনি তাদেরকে জাবিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, ওহে আমীনুল উম্মাহ! আমি আমর ইবনুল আসকে যে অসিয়ত গুলো করিছি, তাতো আপনি শুনেছেন। এর পর সবাই তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ইরাক ও পারস্য অভিযান

হযরত আবু উবাইদা রা.-কে বিদায় দিয়ে হযরত আবু বকর রা. ও তাঁর সাথে যাওয়া মুসলমানরা ঘরে ফিরে আসার পর হযরত আবু বকর রা. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.কে ডেকে আনলেন এবং তাঁকে একটি পতাকা দিলেন। ঐ পতাকাটি রাসুলুল্লাহ সা.-এর পতাকা ছিল। আর তাকে লাখম ও জুযাম গোত্র এবং এমন কিছু যুদ্ধাভিজ্ঞ লোকদের উপর আমীর নিযুক্ত করলেন, যাদের সকলেই রাসূলুল্লাহ সা. এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। আর তাকে অসিয়ত করতে গিয়ে বললেন, ওহে আবু সুলাইমান, আমি তোমাকে এ বাহিনীর উপর আমীর নিযুক্ত করলাম। অতএব, তুমি তাদেরকে নিয়ে ইরাক ও পারস্যের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়। আল্লাহর নিকট কামনা করি যেন তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেন।

অতঃপর তিনি তাদেরকে বিদায় দিলেন। আর হযরত খালেদ রা. তাঁর সাথীদের নিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

একটি স্বপ্ন

হযরত রবীআ বিন কাইস বলেন, হযরত আবু বকর রা. আমর ইবনে আসের নেতৃত্বে ফিলিস্তিন ও ঈলিয়ার দিকে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলাম। আর এ বাহিনীর পতাকা ছিল সাঈদ বিন খালিদের হাতে। তিনি আরো বলেন যে, হযরত আবু বকর রা. প্রত্যেক বাহিনীর সাথে একজন করে আমীর দিয়েছিলেন এবং তাদের জন্য সাহায্যের দু'আ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, তিনি মসুলমানদের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। এ অস্থিরতার ছাপ তার চেহারায় স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল। তখন হযরত উসমান বিন আফফান রা. তার কাছে এ অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি এ অভিযানে প্রেরিত মুসলিম বাহিনী সমূহের জন্য অস্থিরতায় ভুগছি এবং দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তাদেরকে সাহায্য করেন। উসমান রা. বললেন, সিরিয়া অভিযানে প্রেরিত বাহিনীর জন্যই কেবল আমি আনন্দিত। এ বাহিনীর বিজয়ের ব্যাপারেই কেবল আল্লাহ তাঁর নবীকে অবগত করেছিলেন। আর তাঁর ওয়াদায় ব্যতি ক্রমের কোন অবকাশ নেই। তাই নিঃসন্দেহে আমরা রোম ও পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবো। তবে আমরা জানি না কখন এ বিজয় লাভ করবো। এ বাহিনীর মাধ্যমে নাকি অন্য কোন বাহিনীর মাধ্যমে। তবে আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করি।

রবীআ বিন কাইস বলেন, আবু বকর রা. রাত্রে ঘুমালেন। স্বপ্নে দেখলেন যে, আমর ইবুনল আস একটি সবুজ, সমতল ও প্রশস্ত ভুমিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। অতপর তাঁর পেছনে তার সাথীরাও গমন করলেন। দেখা গেল, তাঁরা একটি প্রশস্ত ভূমিতে গিয়ে আরাম করছে। আবু বকর রা. স্বপ্নে যা দেখলেন তাতে জাগ্রত হয়ে আনন্দিত হলেন। স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হলে উসমান রা. বললেন, এটা বিজয়ের প্রতি ঈঙ্গিতবহ। তবে আমর খ্রিষ্টান মুশরিকদের মোকাবেলায় কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। অতঃপর ঐ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবেন।

রোম সম্রাটের ভীতি

জাহেলিয়াত ও ইসলামের যুগে কিছু নিম্নবর্ণের লোক সিরিয়া থেকে গম, যব, তেল, কাপড় ও সিরিয়ার অন্যান্য পন্য এনে মদীনায় বিক্রি করত। এ ধরণের কিছু লোক মদীনায় ছিল। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রা. তাঁর সৈন্যদের মদীনায় উপস্থিত করে আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে ফিলিস্তিন ও ঈলিয়া পদানত করার জন্য প্রেরণের আয়োজন এবং আমর ইবনুল আসের প্রতি আবু বকর রা. এর অসিয়তের বিষয়টা ঐ লোক গুলো জানতে পারে। ফলে তারা এ বিষয়টা অবহিত করার জন্য রোম সম্রাট হিরোক্লিয়াসের নিকট চলে যায়। সম্রাট তাদের কথা শোনার পর তার সভাসদ ও সেনাপতিদের উপস্থিত করে তাদেরকে বিষয়টা অবহিত করলেন এবং বললেন, হে রোমবাসী! আমি তোমাদেরকে পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম। এ নবীর অনুসারীরা আমার এ সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিনিয়ে নেবে এবং খুব শীঘ্রই তারা তোমাদের এ রাজ্যের মালিক হয়ে যাবে। তাবুকে তোমাদের যে সৈন্য পাঠানো হয়েছিলো তারা সবাই নিহত হয়েছে। মোহাম্মদের খলীফা তাঁর সৈন্যদের রওনা করে দিয়েছেন। তারা শীঘ্রই এসে পৌঁছবে। এ দুর্যোগের সময় তোমাদের উচিত হবে নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া এবং তোমাদের দ্বীন, পরিবার-পরিজন ও জানমনের রক্ষাকল্পে অন্তর খুলে যুদ্ধ করা। এ সময় যদি তোমরা অলসতা কর, তাহলে জেনে রেখ, আরবরা তোমাদের রাজ্য ও ধন-সম্পদের অধিকর্তা হয়ে বসবে।

সম্রাটের এ কথা শুনে তারা কান্না-কাটি শুরু করে। হিরোক্লিয়াস তাদের কান্না দেখে বললেন, পুরুষ হয়ে কাঁদছো! কাঁন্না তো মেয়েদের কাজ, এ কান্না ছেড়ে দাও। হিরোক্লিয়াসের প্রধানমন্ত্রী বললেন, যে লোক গুলো আপনার কাছে মসুলমানদের আগমনের খবর নিয়ে এসেছেন তাদেরকে

ডেকে আরো কিছু জিজ্ঞেস করা দরকার। সম্রাটের নির্দেশে এক সৈন্য গিয়ে লাখম গোত্রের এক খ্রীষ্টানকে নিয়ে এলো। সম্রাট তার কাছে জানতে চাইলেন, তোমরা মদিনা ছেড়ে এসেছো কতদিন হয়েছে? বললো, পঁচিশ দিন। সম্রাট বললেন, মুসলমানদের বর্তমান নেতা কে? লোকটি বললো, তাদের বর্তমান নেতা হচ্ছে আবু বকর। তিনি একদল চতুর, চালাক ও জানবাজ সৈন্য সংগঠিত করে আপনার দেশের দিকে প্রেরণ করেছেন। সম্রাট বললেন, তুমি কি আবু বকর কে দেখেছো? বললো, দেখেছি। তিনি তো নিজেই আমার নিকট থেকে চার দিরহাম দিয়ে একটি চাদর ক্রয় করেছেন এবং সেটি তার নিজের কাঁধের উপর রেখেছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতো দুটি কাপড় পরিধান করেই বাজারে আসেন। মানুষের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে দুর্বলদের অধিকার শক্তিমানদের কাছ থেকে নিয়ে দেন। প্রত্যেক ব্যাপারে ধনী ও দরিদ্র উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখেন।

এর পর সম্রাট হিরোক্লিয়াস বললেন, ঠিক আছে। এবার তাঁর শারীরিক গঠনের বর্ণনা দাও। লোকটি বললো, তিনি লম্বা ও গোধুলী বর্ণের, তাঁর মুখমন্ডল হালকা পাতলা এবং তাঁর সামনের দাঁতগুলো খুব সুন্দর।

এ বর্ণনা শুনে হিরোক্লিয়াস হেসে উঠলেন এবং বললেন, তিনি মুহাম্মদের সে খলিফা, যার পরিচিতি আমরা আমাদের কিতাব ইঞ্জিলে পেয়েছি। আর আমাদের কিতাবে এও উল্লেখ আছে, এ ব্যক্তির পর যাকে খলীফা নির্বাচিত করা হবে তিনি লম্বা ও দ্রুতগামী সিংহের মত হবেন এবং তাঁর হাতে ব্যাপক বিজয় ও শত্রুদের দেশান্তর ঘটবে।

সম্রাটের মুখে এ কথা শুনে খ্রিষ্টান লোকটির নিঃশ্বাস আটকে যাবার উপক্রম হলো এবং বললো, এ ধরণের এক লোককেও তাঁর সাথে দেখেছি। তিনি সব সময় তাঁর সাথে থাকেন।

সম্রাট হিরোক্লিয়াস বললেন, তাদের ব্যাপারে এখন আমি নিশ্চিত হলাম। আমি রোমানদের হিদায়াত ও সৎপথে ডেকেছি, কিন্তু তারা আমার কথায় কান দেয়নি। শীঘ্রই আমার সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে।

এর পর সম্রাট হিরোক্লিয়াস স্বর্ণের একটি ক্রুশ বানিয়ে সেনাপতি রোবীসকে দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে সকল সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত করলাম। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে মুসলিম বাহিনীর দখল থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা কর। কারণ, তা একটি উর্বর ও সমৃদ্ধ ভূখন্ড এবং তা আমাদের সম্মান ও সাম্রাজ্যের উৎস ভুমি। রোবীস সেদিনই সৈন্যদের সংগঠিত করে ক্রুশ নিয়ে আজনাদীনের দিকে রওয়ানা হয়।

আমর ইবনুল আস রা. এর সৈন্যদের অবস্থা

আমর ইবনুল আস রা. তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ঈলিয়া হয়ে ফিলিস্তিনে পৌঁছেন। দেখা গেল তাদের বাহনগুলো দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমর ইবনুল আস একটি সবুজ স্থানে গিয়ে তাঁবু গাড়েন এবং উট গুলোকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেন। যার ফলে পশুগুলোর ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর হয়ে যায়।

শত্রু বাহিনীর সংখ্যা

একদিন মুহাজির ও আনসারগণ একত্রিত হয়ে লড়াই সম্পর্কে পরামর্শে বসেন। হঠাৎ আমের বিন আদী রা. এসে উপস্থিত হন। তাঁর অধিকাংশ আত্নীয়-স্বজন সিরিয়া থাকত। তিনি তাদের কাছে প্রায় সময় আসা যাওয়া করতেন। এ কারণে তাঁর নিকট সিরিয়ার রাস্তা ঘাট পরিচিত ছিল। এসময়ও তিনি সিরিয়া যাচ্ছিলেন। মুসলমানগন তাকে দেখে হযরত আমর ইবনুল আস রা. এর নিকট নিয়ে যান। হযরত আমর ইবনুল আস রা. তার চেহারা বিবর্ণ দেখে জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার আমের! আপনি ঘাবড়ে গেছেন কেন? তিনি বললেন, আমার পিছনে রোমান সৈন্যরা পিঁপড়ার মত দল বেধে আসছে। আমর ইবনুল আস রা. বললেন, আপনি মুসলমানদের অন্তরে কাফেরদের ভয় ঢুকিয়ে দিলেন। আমরা আল্লাহর নিকট তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করছি। বলুন, তাদের সৈন্য সংখ্যা কত বলে অনুভব করলেন। তিনি বললেন আমি একটি উঁচু পাহাড়ে উঠে তাদের সৈন্য সংখ্যা অনুমান করতে চাইলাম। ওয়াদিউল আহমার নামক একটি বড় জায়গা রয়েছে। সে জায়গাটি তাদের তীর বর্শা ও ক্রুশে ভরে গেছে। আমার ধারণা তাদের সৈন্য সংখ্যা এক লাখের কম নয়। আমি তাদের ব্যাপারে এ টুকুই বলতে পারি।

হযরত আমর ইবনুল আসের পরামর্শ ও সৈন্যদের প্রতি আহবান

এ কথা শুনার পর হযরত আমর ইবনুল আস রা. বললেন, আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করি। কারণ, সকল শক্তি ও ক্ষমতা তাঁর হাতেই। অতঃপর সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا وَإِيَّاكُمْ فِيْ هٰذَا الْأَمْرِ بِالسَّوَاءِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَقَاتِلُوْا عَنْ دِيْنِكُمْ وَشَرْعِكُمْ فَمَنْ قُتِلَ كَانَ شَهِيْدًا وَمَنْ عَاشَ كَانَ سَعِيْدًا . فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ ؟

"হে লোক সকল! জিহাদের ব্যাপারে আমি ও আপনারা সকলেই সমান আল্লাহর শত্রুদের মোকাবেলায় যুদ্ধ জয়ে তাঁরই নিকট সাহায্য কামনা করুন এবং নিজেদের দ্বীনের বিজয়ের জন্য অন্তর খুলে লড়াই করুন আমাদের মধ্য থেকে যাঁরা নিহত হবেন, তাঁরা শহীদ হবেন এবং যাঁরা বেঁচে যাবেন, তাঁরা ভাগ্যবান হবেন। এ ব্যাপারে আপনাদের কোন মতামত থাকলে আমাকে জানান"।

এ কথা শুনে সাহাবীরা তাঁদের মতামত জানান। একদল বললেন, আমীর সাহেব আপনি আমাদের নিয়ে 'বারয়া' হয়ে 'বাইদায়' চলে যান।

কারণ, শত্রুরা গ্রাম ও দুর্গম এলাকা অতিক্রম করে আমাদের কাছে এসে পৌছাতে পারবে না। তারা যখন জানতে পারবে আমরা বারয়ায় ঢুকে পড়েছি, তখন তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর আমরা তাদের উপর হামলা করে তাদেরকে পরাজিত করব ইনশাআল্লাহ। সাহল বিন আমর বললেন, এটা দুর্বল লোকের পরামর্শ। তখন মুহাজিরদের একজন বললেন-

لقد كنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نهزم الجمع الكثير بالجمع القليل وقد وعدكم الله النصر وما وعد الصابرين إلا خيرا وقد قال الله تعالي: يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً.

"আমরা রাসূলুল্লাহ সা. এর সময় কম লোক নিয়ে অধিক সংখ্যক লোকদের পরাজিত করতাম। আল্লাহতো আপনাদেরকে সাহায্যের ও যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদের কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটস্থ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর ও তাদের সাথে কঠোর আচরণ কর"।

সাহল বিন আমর বললেন, আমি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ না করে ফিরে যাব না। অতএব, যার মন চায় যুদ্ধ করুক, আর যার মন চায় ফিরে যাক। তবে যে যুদ্ধ না করে ফিরে যাবে, আমি তাকে দেখে নেব। আবদুল্লাহ বিন উমর রা. তার এ কথার সাথে এক মত হলে মুসলমানগণ তাকে বললেন, ওহে আবুল ফারুক, আপনি উত্তম কাজ করেছেন।

সেনাপতি হলেন আবদুল্লাহ বিন উমর রা.

অতঃপর আমর ইবনুল আস রা. একটি পতাকা তৈরী করিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. কে দিয়ে তাঁকে তায়েফ ও ছাকিফ গোত্রের এক হাজার লোকের উপর সেনাপতির দায়িত্ব অর্পন করলেন এবং বললেন, আপনারা সামনে অগ্রসর হোন। আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। তারা পরের দিন সকাল পর্যন্ত চললেন। হঠাৎ করে দূর থেকে ধুলো উড়তে দেখা গেল। তখন আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বললেন, এ ধুলো শত্রুদের, আমি মনে করি এটা তাদের অগ্রবর্তী দল। অতঃপর তিনি থামলেন। থামার পর তাঁর সহযোদ্ধারা তাঁর সামনে চলে আসলেন। তখন গ্রাম্য কিছু সৈনিক বলল, আমাদেরকে সামনে যেতে দিন, আমরা দেখি এ ধুলো কিসের। তখন আবদুল্লাহ বিন উমর বললেন, কেউ জায়গা থেকে সরবেন না, আমরা এ ধুলো কিসের তা দেখছি। এমন সময় দেখা গেল ধুলো তাদের একেবারে সামনে উড়তে লাগলো। পরে দেখা গেল, এটি দশ হাজার রোম সৈন্যের একটি বাহিনী। রোমদের সেনা প্রধান একজন সেনাপতির নেতৃত্বে তাদের পাঠিয়েছে। তারা মুসলমানদের অবস্থার খোঁজ নিতে এসেছে।

শুরু হল যুদ্ধ

সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন উমর রা. তার সাথীদের বললেন, তাদের আর সুযোগ দিয়ো না । কারণ, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে । আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন। আর জেনে রেখো ! তরবারীর ছায়াতলে জান্নাত ।

তখন লোকেরা এমন জোর গলায় লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা শুরু করল যে, আকাশ-বাতাশ মুখরিত হল । শত্রুদের উপর সর্ব প্রথম যিনি হামলা করলেন, তিনি হচ্ছেন ইকরামা বিন আবু জাহাল। অতঃপর সাহল বিন আমর ও যাহহাক । অতঃপর মুহাজির ও আনসারগণ। উভয় দল সমান তালে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ও একদলের তরবারী আরেক দলের উপর দ্রুত চালিত হচ্ছে।

নিহত হল শত্রুদের সেনাপতি

আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন , আমি যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় একজন রোমান সেনাপতি দেখা গেল। সে মোটা ও দেখতে নির্বোধের মত মনে হচ্ছিল । সে ডানে বামে দৌড়াদৌড়ি করছিল । আমি

মনে মনে বললাম, যদি রোমানদের কোন গুপ্তচর থাকে তাহলে এ হচ্ছে সে গুপ্তচর। কারণ সে যুদ্ধবিমুখ । যখন আমি গিয়ে তার প্রতি বর্শা তাক করলাম , তখন তার ঘোড়াটি ভীত বিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল । তখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম এবং এমন ভাব দেখালাম যে আমি পরাজিত হতে যাচ্ছি । অতঃপর তার উপর আঘাত করে বসলাম । আল্লাহর কসম আমার কাছে মনে হল, যেন আমি কোন পাথরের উপর তরবারী দিয়ে আঘাত করলাম এবং আমার তরবারী ভেঙ্গে গেছে। সাথে সাথে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অতঃপর তার উপর আবার আঘাত করে তার সাজ সরঞ্জাম নিয়ে নিলাম। রোমানরা যখন তাদের নেতাকে এ অবস্থায় দেখতে পেল, তখন তাদের সবাই ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ল । ফলে মুসলমানরা তাদেরকে ইচ্ছামত হত্যা করতে লাগল। এ ক্ষেত্রে হযরত যাহহাক ও হারেছ বিন হিশাম বিশেষ ভাবে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তারা যেমন সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করা উচিত, তেমনভাবেই যুদ্ধ করেছেন ।

এভাবে কিছুক্ষণ যেতে না যেতে কাফিররা পরাজিত হয়ে পলায়ন করা শুরু করল। অতঃপর মুসলমানগণ সবাই একত্রিত হল এবং গনীমত কুড়িয়ে নিল। তখন সাহাবীরা একে অপরকে বলতে লাগল, আদুল্লাহ বিন উমরকে আল্লাহ কী অবস্থায় রেখেছেন কে জানে । একজন বলল, তার দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন। তখন অন্য কয়েক জন বলল, আমরা তাকে দেখেছিলাম । এ বিজয়ে তার চুল পরিমাণ অবদান আছে কিনা আমরা জানি না । আবদুল্লাহ বিন উমর বলেন, আমি পতাকার পশ্চাতে তাদের কথাগুলো শুনছিলাম। তাই আমি আওয়াজ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ও নবী সা. এর উপর দরুদ পড়া শুরু করলাম এবং পতাকা নাড়লাম । মুসলামানগণ যখন পতাকার দিকে তাকাল তখন তারা আমার দিকে দৌড়ে আসল এবং বলল, আপনি কোথায় ছিলেন। তখন আমি বললাম, আমি তাদের নেতার সাথে যুদ্ধ করছিলাম ।তখন তারা বলল, আপনি সফলকাম হয়েছেন। আপনার বরকতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এ বিজয় দান করেছেন। তখন আবদুল্লাহ বিন উমর বললেন, সামনের দিকে যাও। অতঃপর তারা শত্রুদের সম্পদ, অস্ত্র, ঘোড়া ও ছয়শত বন্দীকে তার কাছে নিয়ে এলো। এ যুদ্ধে সাতজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। মুসলমানগন তাদের কাফন পরিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা. এর কাছে নিয়ে আসলেন। তিনি তাদের জানাযার নামায পড়ালেন।

অতঃপর মুসলমানগণ আমর ইবনুল আস রা.এর নিকট গিয়ে তাকে যুদ্ধের বিবরণ ও তাতে বিজয়ের সুসংবাদ জানায় । শুনে তিনি খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন । অতঃপর বন্দীদের সাথে আরবীতে জেরা করা হল। বন্দীদের মাঝে কেবল তিনজন সিরিয়ার অধিবাসী ছিল । তাদের নিকট তাদের ও তাদের অনাগত সাথীদের অবস্থা কেমন জিজ্ঞেস করা হল। তারা বলল, ওহে আরব সম্প্রদায়! রোবীস এক লক্ষ্য সৈন্য নিয়ে আসছে। বাদশা তাকে ঈলিয়ায় পাওয়া কোন আরবকে ক্ষমা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এ সেনাপতির নেতৃত্বে কিছু সৈন্যদের মসুলমানদের অবস্থার খোঁজ নেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। আর তাকে তো আপনারা হত্যা করেছেন এবং এখন মনে হয় আপনারা রোবীসের কবলে পড়েছেন। তখন আমর বললেন, আল্লাহ তার মত রোবীসকেও হত্যা করবেন। অতঃপর তাদের সামনে ইসলাম গ্রহনের দাওয়াত পেশ করা হল । কিন্তু তাদের কেউ ইসলাম গ্রহন করল না । তখন আমর মুসলমানদের বললেন, মনে হয় শীঘ্রই আপনারা এদের প্রধান সেনাপতির মুখোমুখি হচ্ছেন। সে নিহতদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আসছে। আর এরা তো (বন্দীরা) আমাদের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। । অতঃপর তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন এবং মুসলমানগণ নারায়ে তাকবীর বললেন । তিনি আরো বললেন যে, আপনারা প্রস্তুত হোন । আমার ধারণা, শত্রুরা শীঘ্রই এসে যাবে। যদি তারা আমাদের কাছে এসে পৌঁছে, তাহলে তারা খুব শৌর্য-বীর্যের সাথে লড়াই করবে এবং আমরা যুদ্ধে দুর্বলতা ও ক্লান্তির শিকার হব। আর যদি আমরা তাদের নিকট চলে যাই, তাহলে আশা রাখি আল্লাহর রহমতে আমরা বিজয় ও সফলতা লাভে ধন্য হব। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের সাথে যুদ্ধে আমরা সফল হয়েছি। আর আল্লাহ তাআলাতো আমাদের সাথে কেবল কল্যাণের অঙ্গীকারই করেছেন।

আবু দরদা রা. এর পরামর্শ

আবু দরদা রা. বললেন, আমরা এখানেই রাত কাটাই । ইনশা্আল্লাহ সকালেই আমরা শত্রুর দিকে যাত্রা করব । একথা বলার কিছুক্ষণ পরই দশজন সেনাপতির নেতৃত্বে খৃষ্টানরা চলে আসে। প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে দশ হাজার করে ঘোড় সওয়ার সৈন্য। শত্রুদের আগমন দেখে আমর রা. অগ্রসর হয়ে সৈন্যদের বিন্যস্ত করলেন। ডান পার্শ্বের কমান্ডার

নিযুক্ত করলেন হযরত যাহহাক রা.-কে এবং বাম পার্শ্বের কমান্ডার নিযুক্ত করলেন হযরত সাঈদ বিন খালেদকে । হযরত আবু দরদা রা.-কে নিযুক্ত করলেন পিছনের অংশের কমান্ডার আর হযরত আমর মক্কাবাসীকে নিয়ে দাড়াঁলেন মাঝখানে । তিনি মুসলামানদেরকে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর ধৈর্য ধারণ করুন ও আল্লাহর প্রতিদান ও জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হোন । অতঃপর তিনি সৈন্যদের সারি ঠিক ও তাদেরকে যুদ্ধের জন্য চুড়ান্ত প্রস্তুত করতে লাগলেন। দূর থেকে রোমানদের সেনা প্রধান রোবীস মুসলমানদের এ অবস্থা অবলোকন করে । আমর ইবনুল আস রা. তাদের এমন ভাবে কাতারবদ্ধ করলেন যে, কোন তরবারী, কোন লাগাম ও কোন সওয়ারীকে সারি থেকে সামান্যও এদিক-সেদিক দেখা যাচ্ছে না । যেন তারা সীসা ঢালা একটি প্রাচীর । তারা সবাই কুরআন তেলাওয়াতরত এবং তাদের ঘোড়া সম্মুখে আলো ঝলমল করছে।

রোবীস তাদের এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের বিজয়ের ম্লান পেল এবং তার অন্তরে অস্থিরতা শুরু হল। মনে করল, মুসলমানদের সকলেই খুব সাহসী ও দৃঢ়পদ। তাই সে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করার অপেক্ষা করতে লাগল এবং তাদের মধ্যে যে একটা উত্তেজনা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেল।

শুরু হল যুদ্ধ

মুলমানদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যিনি মোকবেলার জন্য অগ্রসর হন তিনি হলেন সাঈদ বিন খালেদ। তার পিতা আমর ইবনুল আস রা.-এর মায়ের ছেলে ছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে জোরে ডাক দিয়ে বললেন, ওহে অংশীবাদীরা আস ! অতঃপর তিনি ডান পার্শ্বের শত্রুদের উপর হামলা করে তাদের বামপার্শ্বে ঠেলে দিলেন এবং অনেক বীর শত্রুদের হত্যা ও জখম করলেন । অতঃপর শত্রুদের মাঝে ঢুকে পড়লেন এবং তাদের সন্ত্রস্ত করে তুললেন । পরে শত্রুরা একত্রিত হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক । তিনি নিহত হওয়ায় মুসলমানরা অত্যান্ত দুঃখিত হলেন । সবচেয়ে বেশী যিনি দুঃখিত হলেন তিনি হলেন হযরত আমর ইবনুল আস রা. । তিনি বললে, হায় সাঈদ ! তুমি তো নিজের প্রাণ আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিলে ।

অতঃপর বললেন, হে যুবকরা! কে যাবে আমার সাথে শত্রুদের উপর হামলা করতে যাতে আমরা যুদ্ধের মোড় কোন দিকে ঘুরে তা এবং সাঈদ বিন খালেদের অবস্থার খোঁজ নিতে পারি । একথা বলার সাথে সাথে হযরত যুলকিলা আল হিময়ারী, ইকরাম বিন আবু জাহ্‌ল, যাহহাক, হারেছ বিন হিশাম, মাআয বিন জাবাল, আবু দরদা ও আবদুল্লাহ উমর রা. দৌড়ে আসেন ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর বললেন, শত্রুদের উপর হামলা করতে আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে আমরা সত্তর জন গিয়েছিলাম। শত্রুদের দেখলাম, আমরা যে তাদের উপর হামলা করব তার জন্য তাদের মাঝে কোন উৎকণ্ঠার ছাপ নেই । কারণ, তারা ছিল (সৈন্য ও অস্ত্রের আধিক্যের কারণে) একটা লোহার পাহাড়ের মত।

পালিয়ে গেল শত্রুদল

মুসলমানগণ যখন রোমানদের এ দৃঢ়তা দেখতে পেল, তখন একে অপরকে ডাক দিয়ে বলল , তাদের বাহনের পেটে আঘাত কর। এ ছাড়া তাদের ধ্বংস করার কোন উপায় নেই । তখন মুসলমানগণ তাদের বাহনের পেটে আঘত করা শুরু করে । ফলে শত্রুরা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করা শুরু করল এবং মসুলমানরাও তাদের উপর হামলা আরম্ভ করল।

সাহাবীরা বলেন, আমরা রোম সৈন্যদের মাঝে কাল উটের চামড়ার উপর সাদা রেখার মত ছিলাম । আর ফিলিস্তিনের্ এ যুদ্ধের দিন আমাদের পরিচিত ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও হে আল্লাহ মুহাম্মদ সা.-এর উম্মতকে সাহায্য করুন'-কথাটি।

আবু দরদা রা. বলেন, যুদ্ধের প্রচন্ডতার কারণে আমি সঙ্গীত আবৃত্তি করারও সুযোগ পাইনি। যুদ্ধের প্রচন্ডতা এত বেশী ছিল যে, আমরা শত্রুদের হত্যা করছি না নিজেদের ভাইদের হত্যা করছি তা পর্যন্ত আঁচ করতে পারিনি। মুসলমানগণ আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা করে দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। সকল মুসলিম যোদ্ধা এ দুআ করছিল

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلٰى مَنْ يَّتَّخِذُ مَعَكَ شَرِيْكًا

"হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনার সাথে অংশীদার সাব্যস্তকারীদের উপর সাহায্য করুন।"

আসমানী সাহায্য

আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকে। এ সময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু তারপরও যুদ্ধ থামেনি । হঠাৎ আমি আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পেলাম, আসমানে একটি ছিদ্র যা দিয়ে উল্কাপিন্ডের মত কতগুলো অশ্বারোহী সবুজ পতাকা নিয়ে বের হয়ে আসছে। যাদের তরবারী ঝলমল করছে এবং তারা সাহায্যের কথা ঘোষণা করে বলছে, 'হে মুহাম্মদ সা. এর উম্মতরা! সুসংবাদ গ্রহন কর। আল্লাহ তোমাদের জন্য সাহায্য নিয়ে এসেছেন' দেখলাম, কিছুক্ষণ পরপরই রোমানরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে চলে যাচ্ছে এবং মুসলমানগণ তাদের ঘোড়া নিয়ে ওদের ধাওয়া করে হত্যা করছে। মুসলমানদের ঘোড়া গুলো রোমানদের ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগামী ছিল।

শত্রুদের ক্ষয় ক্ষতি

আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, এ যুদ্ধে আমরা পনের হাজারের চেয়ে বেশী রোমান সৈন্য হত্যা করেছি। রাত পর্যন্ত আমরা তাদের ধাওয়া করেছিলাম । হযরত আমর ইবনুল আস মুসলমানদের বিজয় দেখে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং মুসলমানরা শত্রুদের ধাওয়া করতে যাওয়ায় তিনি তাদের খোঁজ খবর নেন।

মুসলমানদের অবস্থা

আমর বিন গিয়াস বলেন, এ সময় আমি হযরত আমর ইবনুল আসকে দেখলাম তার হাতে ঝান্ডা এবং তার বর্শা পাশে পড়ে আছে। তিনি আওয়াজ করে বললেন, 'যারা লোকদের আমার কাছে নিয়ে আসবে, আল্লাহ তার হারানো বস্তু তাকে ফিরিয়ে দিক। এসব চেহারা গুলোর কল্যাণ হোক, যেগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আপনাদের জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয়, আল্লাহ আপনাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছেন'। তারা বললেন, আমরা গনীমত চাই না আমরা জিহাদ করতেই এসেছি।

শহীদ হলেন যারা

যুদ্ধ শেষে একে অপরের খোঁজ নেয়া ছিল মুসলমানদের কাজ । খোঁজ করে দেখা গেল, তারা একশত ত্রিশজন সাথীকে চির তরে হারিয়ে ফেলেছেন। এ একশত ত্রিশ জন শহীদেরা হলেন- সাইফ বিন উবাদা , নওফল বিন

দারিম, উহুব বিন শাদ্দাদ । আর বাকীরা কিছু ইয়ামনের ও কিছু মদীনার পাহাড়ী এলাকার ।

আমর ইবনুল আস তাদের হারানোর কারণে দুঃখিত হলেন। অতঃপর নিজেকে নিজে বললেন, তাদের প্রতি কল্যাণ অবতীর্ণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও হে আমর! তুমি তা কামনা করনি।

অতঃপর তিনি আবু বকর রা. এর নির্দেশ মত লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন এবং যে নামাজগুলো কাযা হয়ে গিয়েছিল, তার সবটাই পৃথক পৃথক আযান ও ইকামতের সাথে আদায় করা হল।

আবদুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, আমর ইবনুল আসের সাথে কম সংখ্যক লোকই নামায পড়লেন। তিনি লোকজন নিয়ে নামায পড়েন। অতঃপর গনীমত একত্রিতকরণ ও শহীদ ভাইদের লাশ তুলে আনার নির্দেশ দেন । তাদের মধ্যে সাঈদ বিন খালেদের লাশও পাওয়া গেল । আমর ইবনুল আস রা. তার প্রতি তাকিয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন,

رحِمَكَ الله فَقَدْ نَصَحْتَ لِدِيْنِ الله وَأَدَّيْتَ النَّصِيْحَةَ.

"আল্লাহ তোমাকে রহম করুন । তুমি আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য ও হিতাকাংখা করেছ।"

অতঃপর শহীদদের জানাযা পড়ে তাদের লাশ দাফন করার নির্দেশ দেন এবং আবু উবাইদা রা. এর কাছে একটি পত্র লেখেন।

হযরত আবু উবাইদার কাছে প্রেরিত পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

من عمرو بن العاص الى أمين الأمة.

أما بعد فانى أحمد الله الذى لا اله الا هو وأصلى على نبيه محمد وإني قد وصلت الى أرض فلسطين ولقينا عساكر الروم مع بطريق يقال روبيس فى مائة ألف فارس . فمن الله بالنصر وقتل من الروم خمسة عشر ألف فارس وفتح الله على يدى فلسطين بعد أن قتل من المسلمين مائة وثلاثون رجالا . فان احتجت الى سرت اليك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি করুণাময় ও মহান দয়ালু।আমর ইবনুল আসের পক্ষ থেকে আমীনুল উম্মাহের প্রতি।

" প্রথমে আমি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর তাঁর নবী মুহাম্মদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করি। আমি ফিলিস্তিনে পৌঁছে গেছি। রোবীস নামের এক রোমান সেনাপতির নেতৃত্বে একলক্ষ রোমীয় সৈন্যের মুখোমুখি হয়েছি। এতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। পনের হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা একশত ত্রিশজন মুসলমানের প্রাণের বিনিময়ে আমার হাতে ফিলিস্তিনকে বিজয় দান করেছেন। আপনি যদি আমাকে আপনার কাছে চলে আসতে বলেন, তাহলে আমি আপনার নিকট চলে আসছি। আপনার প্রতি শান্তি আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক "।

পত্রটি আবু আমের আদদৌসিকে দিয়ে আবু উবাইদা রা.-এর নিকট পাঠানো হল । আবু আমের পত্র নিয়ে খুব দ্রুত চলে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, আবু উবাইদা রা. সরবে সিরিয়ায় প্রবেশ করছেন । আবু আমের তার নিকট গিয়ে পৌঁছলে তিনি বললেন, কী খবর ? তিনি বললেন, ভাল । এটা আমর ইবনুল আসের পত্র। এতে তিনি আপনাকে তাঁর বিজয়ের সংবাদ জানিয়েছেন। অতঃপর তিনি পত্রটা তার হাতে অর্পন করলেন । তিনি পত্র পড়ে আল্লাহর সাহায্যের জন্য আনন্দিত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহর কসম! মুসলমানদের অনেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গ নিহত হয়েছেন। তন্মধ্যে সাঈদ বিন খালেদ অন্যতম।

আবু আমের বললেন, সাঈদের পিতা খালেদ বিন সাঈদ আবু উবাইদা রা.-এর পাশে বসা ছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে, তার ছেলে নিহত হয়েছেন, তখন তিনি বলে উঠলেন হায় পুত্র! এবং কাঁদতে আরম্ভ করলেন । তার কান্না দেখে সবাই কেঁদে ফেলল। অতঃপর খালেদ রা. তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং পুত্রের কবর দেখার জন্য ফিলিস্তিনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন আবু উবাইদা রা. বলেন, আপনি আমাদের ছেড়ে কীভাবে চলে যাচ্ছেন! তিনি বললেন, আমি শুধু কবরটা দেখতে যাচ্ছি। আশা করি আল্লাহ আমাকে তাঁর সাথে মিলিত করবেন।

হযরত আবু উবাইদার উত্তর

তখন হযরত আবু উবাইদা আমর ইবনুল আস রা:এর নিকট একটি পত্র লিখলেন। পত্রটি নিম্নরুপ-

بسم الله الرحمن الرحيم

إنما أنت مأمور فإن كان أبو بكر أمرك أن تكون معنا فسر إلينـــا وإن كان أمرك بالثبات فى موضعك فاثبت والســـلام عليـــك ورحمـــة الله وبركاته.

"আপনিতো নির্দেশ প্রাপ্ত। আবু বকর রা. যদি আপনাকে আমাদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের নিকট চলে আসুন। আর যদি আপনাকে স্বীয় স্থানে দৃঢ়পদ থাকার নির্দেশ দেন , তাহলে আপনি স্বীয় স্থানে দৃঢ়পদ থাকুন । ওয়াস্সালাম"।

পত্রটি ভাজ করে হযরত খালেদ এর হাতে তুলে দেন। অতঃপর তিনি আবু আমেরের সাথে চললেন। যখন তারা হযরত আমর ইবনুল আস রা. এর নিকট এসে পৌছলেন, তখন হযরত খালেদ কাদঁতে শুরু করলেন। আমর ইবনুল আস রা. দ্রুতবেগে তাঁর দিকে এসে তাঁর সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করলেন এবং তাঁর সাথে সম্মানজনক আচরণ করেন এবং সাঈদের ব্যাপারে তাঁকে শান্তনা দিলেন । অন্যান্য মুসলমানরাও তাঁকে তাঁর ছেলের ব্যাপারে সান্তনা দিলেন। অতঃপর শহীদের পিতা বললেন,

يا أيهاالناس هل أروى سعيد رمحه وسيفه فى الكفار ؟ قالوا:نعم ! فلقد قاتل وما قصر ولقد جاهد فى الدين ونصر. فقال أرونى قبره فأروه إياه فقام على القبر وقال : ياولدى رزقنى الله الصبر عليك وألحقنى بك وانا لله وإنا إليه راجعون ووالله إن مكننى لأخـــذن بثأرك, يا ولدى عند الله احتسبتك.

"হে সকল লোক ! সাঈদ কি তার বর্শা ও তরবারী দিয়ে কাফেরদের উপর হামলা করেছে? সবাই বলল হ্যাঁ, সে লড়াই করেছে এবং এতে কোন ত্রুটি করেনি এবং দ্বীনের জন্য জিহাদ করেছে ও দ্বীনের সাহায্য করেছে। তিনি বললেন, আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও । তার কবর দেখিয়ে দিলেন। তিনি কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আমার পুত্র! তোমার জন্য আল্লাহ আমাকে ধৈর্য ধারণ করার তওফীক দান করুন। এবং আমাকেও তোমার সাথে মিলিত করুন। আমরা সবাই আল্লাহর এবং আমরা সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাব। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ

আমাকে সুযোগ দান করেন, তাহলে আমি তোমার হত্যার প্রতিশোধ নেব। হে আমার পুত্র ! আমি তোমাকে আল্লাহর কাছে আমার পূণ্য হিসেবে রাখছি "।

ছেলে হত্যার প্রতিশোধের পথে পিতা

অতঃপর আমর ইবনুল আসকে বললেন, আমি কিছু লোক নিয়ে শত্রুদের খোঁজে যেতে ইচ্ছুক । হয়তো আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করে গনীমত ও আমার ছেলে হত্যার প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হব। তখন আমর বললেন, হে আমার মার ছেলে! যুদ্ধ আপনার সম্মুখেই। যখন রোমানদের দেখতে পাবেন, তখনই তাদের উপর ঝাপিড়ে পড়বেন, কোন করুণা প্রদর্শন করবেন না। তখন খালেদ রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাদের দিকে যাব। অতঃপর তিনি পাথেয় নিয়ে একাই বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এ অবস্থা দেখে আমর ইবনুল আস হিময়ার গোত্রের তিনশত যুবককে তার সাথে বের হওয়ার জন্য বললেন। তারা পূর্ণ একদিন পথ চলার পর পশুকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য একটি উপত্যকায় গিয়ে থামলেন। হঠাৎ হযরত খালেদের দৃষ্টি একটি পাহাড়ের উপর গিয়ে পড়ল। সেখানে কিছু লোক ছিল, যাদের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না এবং সেখানে একটি উচু দূর্গও গোচরীভূত হল । তখন তিনি তাঁর সাথীদের বললেন, আমি ঐ পাহাড়ের চূড়ায় কিছু লোক দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা রয়েছি এই উপত্যকায়। অতঃপর বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে থাক। এ বলে তিনি ঘোড়া থেকে নামলেন এবং নিজের তরবারীটাকে পরিধানের কাপড়ের নিচে লুকিয়ে রাখলেন। বললেন, শত্রুরা এখনো আমাদের আগমনের ব্যাপারে কিছুই জানে না । যদি তারা আমাদের প্রতি দৃষ্টি দেয় তাহলে তারা তাদের জায়গায় স্থির থাকবে না। অতএব , তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে নিজেকে উৎসর্গ করবে এবং আমি যা করি তাই করবে? তারা সবাই বলল, আমরা সবাই এর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে চর্তুদিক দিয়ে পাহাড়টিকে ঘিরে ফেললেন।

শত্রুরা এখোনো তাদের স্থানে। এসময় হযরত খালেদ বললেন, এদেরকে ধর। আল্লাহ তোমাদের উপর বরকত বর্ষণ করুন। তখন মুসলমানরা তাদের দিকে দৌড়ে গিয়ে ত্রিশ জনকে হত্যা করল এবং চারজনকে বন্দী করল। হযরত খালিদ তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে

পারলেন যে, তারা সিরিয়ার কৃষক । তারা বললেন, আমরা এই স্থানের অধিবাসী এবং এ এলাকার কৃষক । আমাদের দেশে আরবদের অনুপ্রবেশকে আমরা গুরুতর ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছি। তাদের আগমনে আমরা মহা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের অনেকেই বিভিন্ন দূর্গ ও কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে আর আমরা এ পাহাড়কে আকড়ে ধরে আছি। কারণ, এ এলাকায় এর চেয়ে মজবুত পাহাড় আর নেই । আমরা এখানে উঠারপর আপনারা এসে আমাদের উপর হামলা করে বসলেন।

হযরত খালিদ বিন সাঈদ বললেন, রোমান সৈন্যদের ব্যাপারে তোমরা কতটুকু জানতে পেরেছ? বলল, তারা আজনাদীনেই আছে। তাদের এক সেনাপতি আমাদের কাছ থেকে তাদের জন্য ঘোড়া, উট, খচ্চর ও গাধায় করে খাদ্য নিয়ে যায়। এ সত্বেও তারা আরব অশ্বারোহীদের ভয়ে ভীত।
খালিদ বিন সাঈদ তাদের কথা শোনে বললেন,কা'বার মালিকের কসম! মুসলমানদের গনীমত প্রাপ্তির সময় অত্যাসন্ন । অতঃপর বললেন,

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

"হে আল্লাহ,আমাদেরকে তাদের বিরুদ্বে যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করুন"।
তারপর তাদের কাছ জানতে চাইলেন, রোমান সৈন্যরা কোন পথ দিয়ে গেছে ? তারা বলল, আপনারা এখন যে পথে আছেন তারা সে পথ দিয়ে গেছে। কারণ, এ পথটা সবচেয়ে প্রশস্ত । আর খাদ্য তারা শহরের চর্তুদিক থেকে তুলে নিয়েছে।
খালিদ তাদের কথা শোনে বললেন, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। তারা বলল,আমরা ক্রুশের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম চিনি না । আর আমরা হলাম কৃষক । তখন হযরত খালিদ তাদেরকে হত্যা করতে চাইলেন। এসময় তার এক সাথী বললেন, তাদেরকে হত্যা করার কোন প্রয়োজন,নেই। তারা আমাদেরকে শত্রুদের পথ দেখিয়ে দেবে। এতে তারা রাজী হয়।
অতঃপর তারা মুসলমানদেরকে একটি বিশাল উচঁভূমির কাছে নিয়ে যায়। সেখান থেকে রোমানসৈন্যদের দেখা যায়। উচুঁভূমির চতুস্পার্শে তাদের পশুগুলোকে রাখা হয় এবং সেগুলোর সাথে সাথে দেখা যায় ছয়শত অস্ত্রধারী রোমান সৈন্য। হযরত খালিদ এ অবস্থা দেখে তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন-

اعلموا أن الله قد وعدكم بالنصر على عدوكم وفرض عليكم الجهاد . وهذا جيش العدو أمامكم فارغبوا فى ثواب الله تعالى

واسمعوا ما قال الله عز وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ) وها أنا أحمل فاحملوا ولا يخرج أحدعن صاحبه.

"জেনে রেখো! আল্লাহ তোমাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করার অঙ্গিকার করেছেন এবং তোমাদের উপর জিহাদ করা ফরজ করেছেন। শত্রুবাহিনী তোমাদের সম্মুখেই। অতএব, আল্লাহর প্রতিদানের প্রতি আগ্রহী হও এবং তাঁর কথার প্রতি লক্ষ্য কর: 'আল্লাহ ঐসব লোকদের ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধ হয়ে এমন ভাবে লড়াই করে, যেন তারা একটি সীসাঢালা প্রাচীর'। তো এখন আমি তাদের উপর হামলা করতে যাচ্ছি। অতএব, তোমরা তাদের উপর হামলা করবে এবং,কেউ তার সাথীকে ফেলে যাবে না"।

হযরত খালিদ তাদের উপর হামলা করেন।তার সাথে সাথে তার সাথীরাও সবাই হামলা করেন। রোমানরা মুসলমানদের দেখে সামনে আসল। কৃষক যারা ছিল, তারা প্রথমেই পরাজিত হল। অতঃপর অশ্বারোহীরা দিনের অনেক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্যের সাথে লড়াই করল। এসময় যুলকিলা আল হিময়ারী তার দেশীদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বললেন-

يا أهل حمير أبواب الجنة فتحت لكم والحور العين تزخرفت.

"হে হিময়ারবাসী! তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা সমূহ উম্মুক্ত করা হয়েছে এবং ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট রমনীরা সজ্জিত হয়েছে"।

নিহত হল শত্রু নেতা

এসময় হযরত খালিদ শত্রুদের সেনাপতিকে তার অস্ত্র ও বিশেষ পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিনে ফেললেন। তিনি তার সামনে গিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে তাকে ভীত করে ফেলেন এবং বললেন, ওহে! আমার ছেলে সাঈদের প্রতিশোধ নাও। তিনি একথা বলে তার উপর জোরে একটি আঘাত করলেন। আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ল। মনে হচ্ছিল সে যেন লোহার একটি পিলার।

শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি

মুসলমানদের সকলেই মোকাবেলা করতে আসা রোমানদের হত্যা করল। অন্যান্য রোমানরা এ অবস্থা দেখে পালিয়ে গেল। এ যুদ্ধে তিনশত বিশজন অশ্বারোহী রোম সৈন্য নিহত হয়। আর যারা পালিয়ে যায়, তারা ভারী

অস্ত্রশস্ত্র ,খচ্চর ও খাদ্যদ্রব্য ফেলে যায়। মুসলমানগণ এসব তুলে নেয়। যেসব কৃষকদের পথ দেখানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদেরকে মুক্তি দেয়া হল।

বিজয়ী হয়ে ফিরলেন হযরত খালিদ

হযরত খালিদ গনীমত ও খাদ্রদ্রব্য নিয়ে তাঁর সাথীদেরসহ আমর ইবনুল আস রা.-এর কাছে ফিরে আসেন । হযরত আমর ইবনুল আস তারা সুস্থভাবে ফিরে আসায় খুশী হলেন এবং তাদের কৃতিত্বের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মদিনায় বিজয়ের সংবাদ প্রেরণ

অতঃপর তিনি হযরত আবু বকর রা.-এর নিকট একটি পত্র লেখেন। এতে তিনি রোমানদের সাথে যে সব যুদ্ধ হয়েছে তার বিবরণ ও তাতে মুসলমানদের বিজয়ের কথা উল্লেখ করেন । পত্রটি আবু আমের আদদৌসীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন । তিনি পত্র নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন এবং হযরত আবু বকর রা.-কে পত্রটি হস্তান্তর করেন। আবু বকর রা. যখন মুসলমানদের সম্মুখে পত্রটি পড়েন তখন সবাই আনন্দিত হয় এবং আওয়াজ করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও রাসূলুল্লাহ রা.-এর উপর দরুদ পড়তে থকে ।

অতঃপর আবু বকর রা. হযরত আবু উবাইদা রা.-এর খবর জিজ্ঞেস করেন। আবু আমের বললেন,তিনি সিরিয়ার প্রবেশ পথে রয়েছেন। তবে তিনি প্রবেশের সাহস পাচ্ছেন না। তিনি নাকি শুনেছেন যে, রোম সম্রাটের সৈন্যরা আজনাদীনের চর্তুপার্শ্বে জমায়েত হয়েছে। আর তাদের সৈন্য অগণিত। তাই তিনি শত্রুরা মুসলমানদের ঘিরে হামলা করার ভয় করছেন।

সিরিয়া জয়ে খালিদ বিন ওয়ালীদ

আবু বকর রা. একথা শোনার পর জানতে পারলেন যে হযরত আবু উবাইদা নরম প্রকৃতির এবং রোমানদের সাথে লড়াইয়ের কৌশলের বিষয়ে তিনি অনবহিত। তখন তিনি হযরত আবু উবাইদার নেতৃত্বে গমন করা সৈন্যদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রোমানদের সাথে লড়াই করার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের কাছে পত্র লেখার ইচ্ছা করলেন এবং মুসলমানদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। মুসলমানগণ বললেন, আপনি যা ভাল মনে করেন সেটাই আমাদের রায় । অতঃপর তিনি পত্র লিখলেন-

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله عتيق ابن أبى قحافة إلى خالد بن الوليد، سلام عليك.
أما بعد، فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو وأصلى على نبيه محمـــــد، وإنى قد وليتك على جيوش المسلمين وأمرتك بقتال الروم وأن تسـارع إلى مرضاة الله عز وجل وقتال أعداء الله، وكن ممن يجاهد فـــي الله حق جهاده . ثم كتب (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علـــى تجـارة تنجيكم من عذاب أليم) الاية. وقد جعلتك الأمير على أبى عبيدة ومن معه.

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আল্লাহর বান্দা আতীক বিন আবু কুহাফার পক্ষ থেকে খালিদ বিন ওয়ালীদের প্রতি। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি সে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং তার নবী মুহাম্মদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করছি। আমি তোমাকে মুসলিম বাহিনীর উপর আমীর নিযুক্ত করেছি এবং তোমাকে রোমানদের সাথে যুদ্ধ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দ্রুততা অবলম্বন ও আল্লাহর শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের নির্দেশ দিচ্ছি । তুমি তাদের অন্তভুর্ক্ত হও যারা আল্লাহর পথে যাথাযথ ভাবে জিহাদে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর এ আয়াত গুলো লিখে দিলেনঃ

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে । আর তা হচ্ছে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর পথে তোমাদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করবে। বস্তুত একাজটিই তোমাদের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক যদি তোমরা উপলব্ধি কর" ।

আমি তোমাকে আবু উবাইদা ও তার সাথীদের উপর আমীর নিযুক্ত করছি।

পত্রটি নজ্‌ম বিন মাকদাম আল কিনানীর মাধ্যমে হযরত খালেদের কাছে পাঠনো হয়। নজ্‌ম ইরাকে পৌঁছে দেখতে পান যে হযরত খাালেদ কাদেসিয়া বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। তাঁর কাছে পত্র হস্তান্তর করা হল। তিনি পত্র পড়ে বললেন,

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلّٰهِ وَلِخَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলে খলীফার কথা শোনলাম ও মেনে নিলাম"।

অতঃপর তিনি রাত্রেই ডান দিকের পথ দিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এর পূর্বে হযরত আবু উবাইদার নিকট একটি পত্র লিখেন। এতে তিনি তার অব্যাহতি ও সসৈন্যে নিজের সিরিয়া গমনের খবর দেন । আর বলেন, আমাকে হযরত আবু বকর মুসলিম বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছেন। অতএব আমি এসে না পৌঁছা পর্যন্ত আপনি আপনার জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। ওয়াস সলাম ।

পত্র হযরত আমের ইবনে তুফাইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন । তিনি একজন বীর মুসলমান ছিলেন। পত্র নিয়ে তিনি সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হন।

দুর্গম পথে মুসলিম বাহিনী

অন্য দিকে হযরত খালিদ যখন যাত্রা পথে সামাওয়াত নামক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেন, তখন বললেন, হে লোক সকল! তোমরা বেশী করে পানি না নেওয়া ছাড়া এ এলাকায় প্রবেশ করো না। কারণ, ওখানে পানি খুব কম। আমরা হলাম বিশাল বাহিনী। অথচ আমাদের নিকট যে পানি রয়েছে, তা খুব অল্প । তখন হযরত রাফে বিন উমাইরা আততাঈ তাঁকে বললেন, আমীর সাহেব! আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিতে চাচ্ছি। তিনি বলেন, ওহে রাফে! আল্লাহ তোমাকে আমাদের জন্য সঠিক পরামর্শ ও কল্যাণের তওফীক দান করুন। তখন হযরত রাফে ত্রিশটি উট নিয়ে সেগুলোকে সাতদিন পর্যন্ত পিপাসার্ত রাখলেন। অতঃপর সেগুলোকে পানির কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তখন তারা পানি পান করা শেষ করল। তাদের নাকে ছিদ্র করে দেয়া হল। এরপর তারা তাদের বাহনে সওয়ার হয়ে চলা আরম্ভ করল।

এর পর থেকে তারা যখন কোন জায়গায় গিয়ে আরাম করত, তখন দশটি উট জবাই করে তাদের পেটের পানি গুলো বের করে তাদের পাত্র ভরে রাখত এবং গোশত গুলো আহার করত । এভাবে চলতে চলতে উট সবই শেষ হল এবং পানিও সব শেষ হযে যায়। এরপর পানি ছাড়া তারা দু'টি মনজিল অতিক্রম করে ।

পানির জন্য হাহাকার

হযরত খালিদ ও তার সাথীরা পানির অভাবে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছেন । হযরত খালিদ বললেন, ওহে রাফে! আমরাতো মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছি। তুমি কি কোন পানির সন্ধান করতে পার ? তখন

রাফে'র চক্ষু প্রদর রোগ হয়েছিল। তিনি বললেন, আমীর সাহেব! আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার চোখের অবস্থা। হ্যাঁ! যখন আপনারা সমতল ভূমিতে অবতরণ করবেন, তখন আমাকে খবর দিবেন। তার যখন সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছল, তখন এ খবর রাফে'কে জানানো হল । তখন তিনি তার চোখ থেকে তার পাগড়ীর প্রান্ত সরালেন এবং তার বাহনে করে ডানে বামে চলতে লাগলেন । বাকী লোকজনও তার পেছনে ছুটে চলছেন।

পাওয়া গেল পানি

এক পর্যায়ে তিনি আরাক নামীয় একটি গাছের কাছে পৌঁছলেন এবং আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিলেন। তার সাথে সাথে বাকীরা সবাই শ্লোগান দেয় । অতঃপর বললেন, এখানে খনন করুন। সবাই খনন কাজে লেগে গেলেন । দেখা গেল নিচে সাগরের মত পানি । তখন সকলে ইচ্ছামত পানি পান করলেন এবং পাত্র ভরে রাখলেন এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং আল্লাহ ও রাফের প্রশংসা করলেন। অতঃপর তাদের ঘোড়া ও উটগুলোকে পানি পান করা হল । যে সব মুসলমান ক্লান্তির কারণে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের খোঁজে পানি নিয়ে দৌড়ে গেলেন। গিয়ে তাদেরকে পানি পান করানো হল এবং তাদেরও ক্লান্তি দূর হল। অতঃপর দ্বিতীয় দিন তারা দ্রুত চলতে থাকে এবং আরাকা পৌঁছার জন্য আর একটি মঞ্জিল বাকী থাকে।

বন্দী আমের বিন তুফাইলের মুক্তিকাহিনী

চলার পথে তারা একটি জনবসতির কাছে এসে পৌঁছল। এ এলাকায় ছাগল ও উট। মুসলমানগণ সেদিকে দৌড়ে গেলে দেখতে পেলেন, এক রাখাল মদ পান করছে এবং তার পাশে একজন আরব বন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে মুসলমানগণ চিনে ফেললেন যে, তিনি হযরত খালেদের পাঠানো দূত আমের বিন তুফাইল। তখন হযরত খালেদ দ্রুত তার দিকে চলে আসলেন। তাকে দেখতে পেয়ে হযরত খালেদ মৃদু হাসলেন এবং বললেন, হে ইবনে তুফাইল! তুমি কীভাবে বন্দী হয়েছ ? বলল, আমি যখন এ গ্রাম পর্যন্ত এসে পৌঁছি, তখন খুব গরম অনুভব করছিলাম এবং পিপাসার্ত হয়ে পড়লাম। তাই আমি এ রাখালের নিকট আসলাম কিছু দুধ পান করা যায় কিনা দেখার জন্য। এসে দেখলাম সে মদ

পান করছে। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর শত্রু! তুমি কি হারাম হওয়া সত্ত্বেও মদ পান করছো ? সে বলল, জনাব আমি মদ পান করছি না। এ হচ্ছে ঠান্ডা ও পরিষ্কার মিষ্টি পানি। বিশ্বাস না হলে নেমে পাত্রের বাকী পানি গুলোতে মুখ দিয়ে দেখুন । যদি মদ হয় তাহলে আপনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তার কথা শোনে আমি বাহন থেকে নেমে হাটু গেড়ে বসলাম। কিন্তু রাখাল হঠাৎ তার পার্শ্বে পড়ে থাকা একটি লাঠি নিয়ে আমার মাথায় আঘাত করলে মাথা ফেটে গেল। আমি উঠে দাঁড়াতে চাইলাম । কিন্তু সে দ্রুত রশি নিয়ে এসে আমাকে শক্ত ভাবে বেধেঁ ফেলল এবং আমাকে বলল, আমি মনে করি, তুমি মুহাম্মদের সহচর । অতএব, আমি তোমাকে আমার মালিক সম্রাটের কাছ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত ছাড়ব না । আমি বললাম, তোমার মালিক কে ? বলল কাদ্দাহ বিন ওয়ায়েলা। সেদিন থেকে আমি এ রাখালের হাতে বন্দী। সে যখনই মদ পান করে তখনই আমাকে তার কাছে নিয়ে আসে, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আর মদ খেয়ে যা থেকে যায় তা আমার দিকে ছুড়ে মারে

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ আমের বিন তুফাইলের কাছে তার এ দুঃসহ ঘটনা শুনে খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং রাখালের কাছে গিয়ে তার উপর তীব্র ভাবে একটি আঘাত করলেন। আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অতঃপর মুসলমানগণ তার মাল, ছাগল ও উটসহ ঐ গ্রামে যা ছিল, সব তুলে নিয়ে আসে।

আমেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার পর হযরত খালেদ তাকে বললেন, আমার চিঠিটা কোথায় আমের ? বলল, এটা আমার পাগড়ির ভিতর। রাখাল পত্রটি দেখেনি। হযরত খালেদ বললেন, ওটা নিয়ে আল্লাহর নামে চলে যাও। আমের চিঠি নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

আরাকা এলাকায় এসে এক রোম দার্শনিকের সাক্ষাত লাভ

হযরত খালেদ রওয়ানা হয়ে আরাকা নামে এলাকায় পৌঁছেন। এটি ইরাক ত্যাগকারীদের প্রথম যাত্রা বিরতির স্থান। এখানে রোমানদের একটি চেক পোষ্ট ছিল। রোমানরা সেখানে কিছু মুসাফিরকে আটক করে রাখে। আর সেখানে রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে একজন নেতা অবস্থান করছিল। হযরত খালিদ তাদের উপর হামলা করে তাদের মাল-পত্র তুলে নেন এবং সেখানের বাসিন্দারা তাদের দূর্গে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে

একজন রোমীয় দার্শনিক বাস করতেন । তিনি প্রাচীন কিতাব ও যুদ্ধের ইতিহাস পড়েছিলেন। মুসলমানগণকে দেখার পর তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং বলেন সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং আমার দ্বীন সত্যরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তখন ওই এলাকার লোকজন তাকে বলল, তা কীভাবে হয়? তিনি বললেন, আমার কাছে একটি পুথি আছে। তাতে এদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তাদের হাতে যে ঝান্ডা রযেছে তা বিজয়ী ঝান্ডা। এখন রোমানদের পতন কাল ঘনিয়ে এসেছে। তোমরা দেখ, যদি তাদের ঝান্ডা কাল হয় এবং তাদের আমীর ঘনদাড়ি ওয়ালা,লম্বা,মোটা,উভয় কাধেঁর মাঝখানে বেশ দুরত্ব হয় ও তার মুখে উজ্জল ছাপ থাকে, তাহলে তিনি সিরিয়ার জন্য তাদের সেনাপতি এবং তার হাতেই সিরিয়ার পতন ঘটবে।
তখন লোকজন মুসলিম সৈন্যদের প্রতি তাকিয়ে দেখতে পেল যে ঝান্ডা হযরত খালেদের হাতে এবং তার অবয়ব বিদ্বান লোকটি যেরকম বলেছিলেন সেরকম। তখন লোকজন তাদের সেনাপতির কাছে গিয়ে বলল, আপনি জানেন যে, আমাদের এখানের বিদ্বান লোকটি সব সময় সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাই বলেন। তিনি এমন এমন বলেছেন এবং তিনি যা বলেছেন আমরা স্বচক্ষে তাই দেখেছি। এখন আমরা যা ভাল মনে করি, তা হচ্ছে আরবদের সাথে সন্ধি করে জান ও মাল নিরাপদ রাখা। একথা শোনে সেনাপতি বলল, আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত সময় দেন, যাতে আমি এব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি ।
সেনাপতি রাতভর চিন্তাভাবনা করলেন। তিনি ছিলেন একজন সমঝদার, বিচক্ষন ও পরিণামদর্শী লোক । তিনি বললেন, যদি আমি এদের বিরোধীতা করি, তাহলে এরা আমাকে ধরে আরবদের হাতে তুলে দিতে পারে। আর এটা তো বাস্তব যে রোবীস এক বিশাল বাহিনীসহ আরবদের হাতে পরাজয় বরণ করেছে। তার এসব কথা ভাবতে ভাবতে সকাল হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে তিনি জনসাধারণকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । বলল, আরবদের সাথে সন্ধি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন সেনাপতি বললেন, আমিও আপনাদের সাথে একমত । অতঃপর এলাকার মুরুব্বীগণ হযরত খালেদের কাছে গেলেন এবং তার সাথে সন্ধির ব্যাপারে কথা বললেন। তিনি তাদের সন্ধির আহবানে সাড়া দিলেন এবং যাতে পাশের এলাকা ও কাদমার লোকদের মাঝে মুসলমানদের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে সে জন্য তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা ও বিনয়পূর্ণ আচরণ করলেন।

হযরত খালিদ সন্ধির আহবানে সাড়া দিলে তাদের শাসক কাওকাব লোকজনকে জমায়েত করে বললেন-

بلغنى عن هئولاء العرب أنهم فتحوا أركـــة والســخنة وأن قومنـــا يتحدثون بعدلهم وحسن سيرتهم وأنهم لا يطلبون الفساد، وهذا حصـــن مانع لا سبيل لأحد علينا ولكن نخاف على نخلنا وزرعنا ، وما يضرنا أن نصالح العرب، فإن كان قومنا هم الغالبين فســخنا صلحـــهم، وإن كان العرب ظافرين كنا آمنين.

"এ আরবদের সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, তারা আরাকা ও সাখানা পদানত করেছে এবং আমাদের লোকেরা তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সৎ চরিত্রের ভূয়সি প্রশংসা করছে। তারা এখানে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। আমাদের আশ্রয় গ্রহনের জন্য এ অজেয় দূর্গ রয়েছে। কিন্তু আমাদের খেজুর ও ক্ষেতের ব্যাপারেই একমাত্র আশংকা রয়েছে। আরবদের সাথে সন্ধি করাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই । যদি আমাদের লোকেরা তাদের উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে আমারা সন্ধি ভঙ্গ করব । আর যদি আরবরা বিজয়ী হয়, তাহলে তো আমরা নিরাপদ থাকবই"।

কাওকবের এ কথা শোনে লোকজন খুশী হলেন এবং হযরত খালিদের জন্য আপ্যায়নের আয়োজন শুরু করলেন। হযরত খালিদ তাদের নিকট এসে পৌঁছলে তারা তাকে আপ্যায়ন করেন । আপ্যায়ন গ্রহণ শেষে হযরত খালিদ তিন শত স্বর্নের উকিয়ার বিনিময়ে তাদেরকে একটি সন্ধি পত্র লিখে দিলেন। অতঃপর তিনি হাওরানের দিকে রওয়ানা হলেন।

অন্যদিকে হযরত আমের বিন তুফাইল হযরত খালিদের পত্র নিয়ে হযরত আবু উবাইদার কাছে পৌঁছে যান। হযরত আবু উবাইদা পত্র পড়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, আল্লাহু আকবার। বাসূলের খলীফার কথা শোনলাম ও মেনে নিলাম। অতঃপর তিনি লোকজনকে তার অব্যাহতি ও হযরত খালিদের আমীরত্ব সম্পর্কে অবহিত করলেন।

বসরায় আরেক অভিযান

হযরত আবু উবাইদা খাতিবে ওয়াহী শুরাহবীল বিন হাসানাকে চার হাজার সৈন্য দিয়ে বসরার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সৈন্যদের নিয়ে বসরার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেন। বসরার যিনি শাসক ছিলেন, তার নাম ছিল রুমাস। সম্রাট হিরোক্লিয়াসের নিকট তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি

পূর্ববর্তী কিতাব ও ইতিহাস সর্ম্পকে ভাল ধারণা রাখতেন। রোমানরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার সাক্ষাত লাভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণকথা শোনার জন্য তার নিকট এসে সমবেত হত। তিনি লোকজনের সাথে খুব সদ্ভাভ বজায় রেখে চলতেন। তার এক হাজার সৈন্য ছিল।

আরবরা ইয়ামন ও হিজায থেকে তাদের ব্যাবসায়িক পণ্য দ্রব্য নিয়ে ওখানে আসা যাওয়া করত । বাৎসরিক মেলার সময় বসরার শাসকের জন্য একটি সিংহাসন তৈরী করা হত । তিনি সেখানে এসে বসলে লোকজন এসে তার চর্তুপাশ্বে ঘিরে বসত এবং তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে উপকৃত হত।

একদিন তারা মেলার সময় শাসকের কাছে বসে তার কথা শুনছিল। এসময় শুরাহবীল বিন হাসানা ও তার সৈন্যদের আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়ে। তিনি এ খবর শুনে দ্রুত ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং মানুষকে ডাকলেন। মানুষ তার ডাকে সাড়া দিলে তিনি বললেন, কেউ কোন কথা বলবেন না। আমরা আগে তাদের কথা শুনি ও অবস্থা জেনে নিই।

অতঃপর তিনি হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা ও তার বাহিনীর কাছে যান। তাকে দেখে হযরত শুরাহবীল তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। যখন তিনি তার কাছে এসে পৌঁছেন, তখন শাসক বললেন,আপনাদের পরিচয় কী ? হযরত শুরাহবীল বললেন, আমরা তওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখিত নিরক্ষর কুরাইশী ও হাশেমী নবী মুহাম্মদের সাহাবী। তখন রুমাস বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কী আচরণ করেছেন? হযরত শুরাহবীল বললেন, আল্লাহ তাঁকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়েছেন। রুমাস বললেন, তাঁর পরে তার স্থানে কে সমাসীন হয়েছেন? শুরাহবীল বললেন, আতীক বিন আবু কহাফা বিন বকর বিন তাইম বিন মুররা। তখন রুমাস বললেন , আমার ধর্মের শপথ! আমি জানি আপনারা সত্যের উপর এবং আপনারা নিশ্চিত ভাবে সিরিয়া ও ইরাক দখল করে নিবেন। যদি আপনারা ছোট দল হন এবং আমরা বড় দল হই, তাহলে আমি আপনাদের প্রতি করুণা করবো। তবে এখন আপনারা দেশে ফিরে যান। আমরা আপনাদের কিছু করবো না। আর হে আমার ভাই জেনে রাখুন, আবু বকর হচ্ছে আমার সাথী ও বন্ধু। তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে তিনি আমার সাথে লড়াই করতেন না। তখন হযরত শুরাহবীল বললেন, আপনি যদি তার ছেলে বা চাচাত ভাইও হতেন তবুও তিনি আপনাকে তাঁর দ্বীন গ্রহণ না করলে ক্ষমা করতেন না। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার নিজের কোন এখতিয়ার নেই। কেননা তিনি আল্লাহর পক্ষ

থেকে আদিষ্ট। আর আল্লাহ তাকে আপনাদের সাথে জিহাদ করার জন্য আদেশ করেছেন। আমরা তিনটির কোন একটি না হলে এখান থেকে ফিরে যাব না। হয়ত আপনারা আমাদের দ্বীনে প্রবেশ করবেন নতুবা জিয্য়া দিবেন। আর তা না হলে তরবারি।

তখন রুমাস বললেন, আমার দ্বীন নিয়ে আমি যা বিশ্বাস করি, তা হচ্ছে আপনাদের সাথে লড়াই করা যাবে না। কারণ, আপনারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি চাচ্ছি, রোমানদের কাছে গিয়ে তাদের মতামত জেনে আসতে।

তখন শুরাহবীল বললেন, আপনি তাদের কাছে যান এবং আমাদের সাথে ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে যা বলেছেন, তা তাদের নিকটও বলবেন। রুমাস তার লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন-

ياأهل دين النصرانية وبنى ماء المعمودية! إن الذى كنتم تعتقدونه فى كتبكم من الخروج من بلادكم وديياركم ونهب أموالكم قد قرب، وهذا وقته وزمانه ، ولستم أعظم جيشا من روبيس سار إلى شرذمة من العرب بأرض فلسطين، فقتل وقتل من معه وانهزم الباقون، وقد بلغنى أن رجلا منهم قد خرج من أرض السماوة صوب العراق اسمه خالدبن الوليد وقد فتح أركة والسخة وتدمر وحوران، وهو عن قريب يحضر إليكم، والصواب أن تؤدوا الجزية عن يد إليهم وينصرفون عنكم

"হে খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী ও মা'মুদিয়ার পানির ছেলেরা, তোমরা তোমাদের কিতাব সমূহে তোমাদের দেশান্তর, ঘর থেকে বিতাড়ন ও তোমাদের সম্পদ লুণ্ঠনের যে উল্লেখ পেয়েছ, তা এখন নিকটবর্তী এবং তা সংঘটিত হবার সময় এখনই। তোমরা সল্প সংখ্যক আরবদের থেকে ফিলিস্তিন রক্ষা করতে যাওয়া রোবীসের সৈনিকদের চেয়ে অধিক নও। রোবীস তার বাহিনীসহ নিহত হয়েছেন। আর তার বাহিনীর যারা জীবিত ছিল, তারা পরাজিত হয়েছে। আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ নামে তাদের একজন লোক সামাওয়াত থেকে ইরাকের দিকে গেছে এবং আরাকা, সাখানা, তাদাম্মুর ও হাওরান জয় করে নিয়েছেন। তিনি শীঘ্রই তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। তাই এখন তোমাদের

সঠিক কাজ হবে এ আরবদের জিয্য়া প্রদান করা। তাহলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না"।

কিন্তু তার লোকেরা যখন এ কথা শুনলো, তখন তারা ক্রোধে জ্বলে ওঠে হৈ চৈ শুরু করলো এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। তখন রুমাস কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বলল, লোকজন! আমি দ্বীনের প্রতি তোমাদের কতটুকু টান আছে, তা পরীক্ষা করে দেখেছি মাত্র। এখন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়। আমি তোমাদের আগে থাকব। তখন লোকজন সবাই গিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে তারা বাহনে সওয়ার হয়ে মসুলমানদের উপর হামলার জন্য অগ্রসর হল। শুরাহবীল বিন হাসানা যখন রোমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখতে পেলেন, তখন তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন-

اعلموا رحمكم الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة تحت ظلال السيوف وأحب مايقرب إلى الله قطرة دم فى سبيل الله أو دمعة جرة فى جوف الليل من خشية الله. قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ) -

"আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন। জেনে রাখুন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। আর যেসব বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়, তার মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় জিনিস হচ্ছে ঐ রক্তের ফোঁটা, যা আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত হয়েছে এবং ঐ অশ্রুর ফোঁটা যা মধ্যরাতে আল্লাহর ভয়ে দু'চোখ থেকে ঝরেছে'। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভাবে ভয় কর এবং মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করো না"।

অতঃপর তিনি মসুলমানদের নিয়ে শত্রুদের উপর চড়াও হন।

আবদুল্লহ বিন আদী রা. বলেন, শত্রুরা আমাদের নিকট এসে আমদেরকে টার্গেট করল এবং ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের উপর হামলা শুরু করল। আমরা তাদের মাঝে কালো উটের চামড়ার উপর সাদা দাগের মত ছিলাম। আমরা তাদের সাথে ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ করলাম। দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ী হল। শত্রুরা আমাদেরকে নির্মূল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। ঐ সময় আমি শুরাহবীল বিন হাসানাকে আসমানের দিকে হাত তুলে এ দোয়া করতে দেখলাম-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ –

"হে চিরঞ্জীব! হেঅবিনশ্বর সত্তা! হে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! হে মহত্ব ও সম্মানিত আল্লাহ! আমাদেরকে কাফিরের উপর সাহায্য করুন"।

কবুল হল দোয়া

আবদুল্লাহ বিন আদী বলেন, শুরাহবিল তার দোয়া শেষ করতে না করতেই মহান শক্তিধর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য চলে আসে। হঠাৎ দেখা গেল, হাওরানের দিক থেকে ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে মুসলিম বীরগণ আগমন করছেন। তাদের মধ্য থেকে দু'জন অশ্বারোহী চিৎকার ও হুংকার দিয়ে আমাদের কাছে আগে চলে আসেন। একজন এসে বলেন-

يا شرحبيل بن حسنة أبشر النصر لدين الله، أنا الفارس الصنديد والبطل المجيد أنا خالدبن الوليد.

"হে শুরাহবীল বিন হাসানা! আল্লার দ্বীনের জন্য সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি মজবুত অশারোহী ও উন্নত বীর। আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ"।

আরেকজন বলছেন, 'আমি আবদুর রহমান বিন আবু বক্কর আস সিদদীক'। চারদি থেকে মুসলিম বাহিনী রনাঙ্গনে এসে পৌঁছে। পিছনের ঝান্ডা যার হাতে ছিল, তিনি হচ্ছেন রাফে বিন উমাইরা আত-তাঈ।

মাসীরা বিন মাসরুক আল আবাসী বলেন, আল্লার কসম ! হযরত খালেদের হুংকার শোনে রোমানদের কলরব বন্ধ হয়ে গেল। মুসলমানরা একে অপরের কাছে এসে সালাম বিনিময় করল। শুরাহবীল হাসানা এসে হযরত খালিদকে সালাম করেন। তখন হযরত খলিদ তাকে বললেন, হে শুরাহবীল! তুমি কি জাননা এটা সিরিয়া ও ইরাকের বন্দর, এখানে রোমানদের সেনাপতি ও সৈন্যরা অবস্থান করে! এখানে তুমি মুসলমানদের নিয়ে কোন বুদ্ধিতে আসলে? তিনি বললেন, একমাত্র আবু উবায়দার নির্দেশে।

স্থগিত করা হল যুদ্ধ

তখন হযরত খালিদ বললেন, আবু উবাইদা একজন নিষ্ঠাবান লোক, তবে তাঁর যুদ্ধের কৌশল ও স্থান সম্পর্কে ধারণা কম। অতঃপর তিনি

মুসলমানদেরকে রনাঙ্গন থেকে ফিরে আসতে বললেন। তারা ফিরে আসার পর ক্লান্তি দূর করার জন্য সবাই একটু আরাম করল।

আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি

এর পরের দিন দেখা গেল, বসরার সৈন্যরা মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য ধেয়ে আসছে। হযরত খালিদ এ অবস্থা দেখে বললেন, আমরা ও আমাদের অশ্ব সমূহের ক্লান্তির খবর জানার পরও যেহেতু রোমানরা আমাদের উপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, অতএব আর দেরী না করে সবাই নিজ নিজ বাহনে উঠে পড়ুন। আল্লাহ আপনাদের উপর রহমত নাযিল করুন।

মুসলমানরা একথা শোনে নিজ নিজ সরঞ্জাম নিয়ে বাহনে উঠে পড়ে। হযরত খালিদ সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে রাফে' বিন উমাইরা আত-তাঈকে ডান দিকে এবং দিরার বিন আযূরকে বাম দিকে রাখলেন। দিরার একজন যুদ্ধ-প্রিয় যুবক ছিলেন। আর পিছনে রাখলেন আবদুর রহমান বিন আবু বকরকে। অতঃপর যুদ্ধের জন্য সৈন্যদেরকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগের নেতৃত্বে মুসাইয়াব বিন রজীবা আল ফাযারীকে রাখলেন ও আরেক ভাগের নেতৃত্বে মাযউর বিন গানিম আল আশআরীকে রাখলেন এবং তাদেরকে রোমানরা হামলা করতে আসার সাথে সাথে ঘোড়া চালানোর নির্দেশ দিলেন। আর হযরত খালিদ লোকদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পথনির্দেশ ও অসিয়ত করছিলেন। সবাই তখন রোমানদের উপর হামলা করতে সংঘবদ্ধ।

রোমান নেতার ইসলামের সত্যতার স্বীকারোক্তি

হঠাৎ দেখা গেল, রোমানদের ব্যূহ ভেদ করে তাদের মধ্য থেকে ইয়াকুত ও স্বর্ণ খচিত ঝলমলে পোশাক পরা খুব মোটা একজন অশ্বারোহী বের হয়ে আসছেন। তিনি যখন উভয় দলের মাঝখান পর্যন্ত আসলেন, তখন তিনি বেদুঈনের মত আরবী ভাষায় ডাক দিলেন, হে আরবের লোকেরা! আপনাদের আমীর ব্যতীত আমার সম্মুখে আর কেউ আসবেন না। আমি বসরাবাসীর নেতা। তখন হযরত খালিদ তার দিকে ক্ষিপ্ত সিংহের মত দৌড়ে গেলেন। তাঁর কাছে হযরত খালিদ পৌঁছলে বললেন, আপনি কি আমীর ? হযরত খালিদ বললেন-

كذلك يزعمون أنى أميرهم مادمت على طاعـــة الله ورســوله فــإن

عصيت الله فلا إمارة لى.

"তারা তো এরকমই মনে করে, আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্যের পথে আছি, ততক্ষণ আমি তাদের আমীর। কিন্তু যখন আমি আল্লাহর অবাধ্য হব, তখন তাদের উপর আমার কোন অধিকার নেই"।

রোমানদের নেতা বললেন, আমি রোমানদের শাসকবর্গের একজন বুদ্ধিমান লোক। আর সত্য চক্ষুষ্মান মানুষের অগোচরে থাকে না। বিশ্বাস করুন, আমি পূর্ববর্তি আসমানী কিতাব ও ইতিহাস পড়েছি। তাতে আমি পেয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ নামের একজন কুরাইশীকে প্রেরণ করবেন।

হযরত খালিদ বললেন, আল্লাহর কসম ! তিনি তো আমাদের নবী।

রোমান নেতা বললেন, তার উপর কি কিতাব অবতীর্ন হয়েছে ?

হযরত খালিদ বললেন, হ্যা! আর তার নাম কুরআন।

রোমান নেতা রুমাস বললেন, তোমাদের জন্য কি মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

হযরত খালিদ বললেন, হ্যা ! যারা মদ পান করে, তাদের উপর আমরা শাস্তি প্রয়োগ করি এবং কেউ যদি যিনা করে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করি। যদি যিনাকারী বিবাহিত হয়, তবে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করি।

রোমান নেতা বললেন, আপনাদের উপর নামাজ ফরজ করা হয়েছে ?

হযরত খালিদ বললেন, হ্যা ! রাত-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে।

রোমান নেতা বললেন, তোমাদের উপর কি জিহাদ ফরজ করা হয়েছে?

হযরত খালিদ বললেন, জিহাদ ফরয করা না হলে আমরা আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসতাম ?

তখন রোমান নেতা রুমাস বললেন, আল্লার কসম! আমি নিশ্চিত হলাম যে, আপনারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি আপনাদেরকে ভালবাসি এবং আপনাদের ব্যাপারে আমার জনগণকে সতর্ক করেছি ও বলেছি যে, আমি আপনাদের ব্যাপারে প্রতিপালককে ভয় করছি। কিন্তু তারা তা শোনেনি।

তখন হযরত খালিদ বললেন, তাহলে আপনি বলুন-

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يكون لك مالنا وعليك ما علينا.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল। তাহলে আমাদের যে অধিকার আপনারও সে অধিকার এবং আমাদের যা করতে হবে , আপনারও তা করতে হবে"।

রোমান নেতার ইসলাম গ্রহণ

তখন রোমান নেতা রুমাস বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তবে আমার ভয় হচ্ছে, যদি তারা এ সংবাদ পায়, তাহলে সাথে সাথে আমাকে হত্যা করবে। তবে আমার ইচ্ছা, আমি এখন আমার লোকদের কাছে গিয়ে আপনাদের সত্যতার ব্যাপারে আবারও বলব। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হিদায়ত দান করবেন।

অভিনব কৌশল

হযরত খালিদ বললেন, যদি আপনি যুদ্ধ না করে চলে যান, তাহলে আপনার লোক ও আমার সাথীরা বলবে, আমি আপনাকে ভয় করেছি। তাই আপনি আমার উপর তরবারী তুলুন, যাতে আপনার লোকেরা আপনার প্রতি অপবাদ আরোপ করতে না পারে। এরপর আপনি আপনার লোকদেরকে সত্যের পথে ডাকুন। অতঃপর একে অপরের উপর তরবারী চালালেন। হযরত খালিদ উভয় দলকে যুদ্ধের কিছু চিত্র দেখালেন এবং রুমাসকে বিস্মিত করলেন। রুমাস হযরত খালিদকে বললেন, সম্রাটের প্রেরিত সেনাপতি দীরজানকে দেখা মাত্র আমার উপর জোরে আঘাত করুন। কারণ, আমি আশংকা করছি যে, সে এসে আপনাকে হত্য করবে। হযরত খালিদ বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে তার উপর সাহায্য করবেন। অতঃপর হযরত খালিদ রুমাসের উপর তীব্র ভাবে হামলা করলেন। ফলে তিনি পরাজিত হয়ে তার লোকদের নিকট ফিরে গেলেন।

তাদের কাছে পৌছার পর তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আরবদেরকে কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, আরবরা জল্লাদ। এদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি তোমাদের নেই। তারা নিঃসন্দেহে সিরিয়া ও আমার এ রাজ্য দখল করে নিবে। অতএব, তোমরা তাদের অনুগত্য মেনে নাও এবং আরাকা ও সাখানাবাসীদের মত হয়ে যাও।

প্রত্যাখ্যাত হল সত্যবাদী রোমান

লোকজন তার একথা শোনার পর তাকে হুমকি দিল এবং হত্যা করার ইচ্ছা করল। কিন্তু পরে সবাই বলল, আপনি রাজধানীতে গিয়ে প্রাসাদে আরাম

করুন এবং আরবদের সাথে লড়াই করার জন্য আমাদেরকে রেখে যান। ফলে রুমাস তার প্রাসাদে ফিরে গেলেন এবং বললেন, হতে পারে আল্লাহ খালিদকে সাহায্য করবেন।

অতঃপর বসরাবাসী দীরজানকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করল এবং বলল, আমরা মুসলমানদেকে নির্মূল করার পর আপনাকে নিয়ে সম্রাটের কাছে যাব এবং তাঁর কাছে আবেদন জানাব, যাতে রুমাসকে বরখাস্ত করে আপনাকে আমাদের শাসক নিয়োগ করে। দীরজান বলল, তোমরা এখন কি করতে চাচ্ছ? তারা বলল, আমরা আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই।

পুনরায় যুদ্ধ

দীরজান যুদ্ধের মাঠে এসে হযরত খালিদকে ডাক দিল। তখন হযরত আবদুর রহমান হযরত খালিদকে বললেন, আমীর সাহেব! তার মোকাবেলার জন্য আমাকে যেতে দিন। হযরত খালিদ বললেন, তাড়াতাড়ি যাও হে সিদ্দীকপুত্র! হযরত আবদুর রহমান গিয়ে দীরজানের উপর হামলা করলেন।

পালালো রোমান সেনাপতি

মুহূর্তের মধ্যে দীরজান তার দুর্বলতা অনুভব করল এবং পরাজিত হয়ে তার লোকদের দিকে পালিয়ে গেল। তারা তাদের এ পরাজয় দেখে ভীত সন্ত্র হয়ে পড়ল। হযরত খালিদ তাদের ভীতিকর অবস্থা দেখে মুসলমানদের নিয়ে তাদের উপর প্রচন্ড হামলা শুরু করে দেন। বসরাবাসী মুসলমানদেরকে তাদের উপর হামলা করতে দেখে নিজেরাও লড়তে শুরু করে। উভয় দল পুর্ণ উদ্যমে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কাফির দরবেশরা তাদের ভাষায়,দোয়া করল। এদের দোয়া শুনে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ দোয়া করলেন-

اللهم إن هؤلاء إليك بلا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك

"হে আল্লাহ! এরা (মুসলমানরা) তোমার ও তোমার নবীর উপর ঈমান এনে যুদ্ধ করছে"।

অতঃপর মুসলমানরা তীব্র আক্রমণ শুরু করে।

রোমান সৈন্যদের ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ

রোমানরা মুসলমানদের হামলার মুখে টিকতে না পেরে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। তারা শহরের ভিতর পৌঁছার পর ঘরে ঢুকে দরজা আটকিয়ে দেয়

এবং শহরের দেয়ালের উপর ক্রুশ উত্তোলন করে। আর সম্রাটের কাছে ঘোড়া ও সৈন্য পাঠানোর জন্য পত্র লেখার প্রস্তাব করে।

শহীদ হলো একশত ত্রিশ জন মুসলমান

আবদুল্লাহ বিন রাফে বলেন, যখন রোমরা ঘরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আমরা আর তাদের ধাওয়া করলামনা। আমরা আমাদের সাথীদের খোঁজতে লাগলাম। দেখা গেল, আমাদের একশত ত্রিশজন সাথী শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাদের মধ্যে দু'জন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সাহাবীও ছিলেন। মুসলমানরা অনেক গনীমত প্রাপ্ত হল। হযরত খালিদ শহীদদের জানাযার নামাজ পড়ালেন এবং তাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন।

ইসলাম গ্রহনকারী রোমান নেতার দু:সাহস

রাত হলে হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর, মা'মার বিন রাশেদ ও আরো একশত জন সাহাবীকে পাহারাদারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা ক্যাম্পের চতুস্পার্শ্বে টহল দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল বসরার শাসক তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এসে বললেন, খালিদ বিন ওয়ালিদ কোথায়? তারা তাকে হযরত খালিদের নিকট নিয়ে আসলেন। হযরত খালিদ তাকে শুভেচ্ছা জানালেন। তিনি বললেন, আমীর সাহেব, আমি আপনার কাছ থেকে ফিরে যাবার পর আমার লোকেরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে বলল, তুমি তোমার প্রাসাদে চলে যাও, না হলে তোমাকে হত্যা করা হবে। ফলে আমি আমার প্রাসাদে অন্তরীণ থাকলাম। আর আমার প্রাসাদটা শহরের দেয়ালের সাথে লাগানো। তারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পর নিজ নিজ বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। রাত যখন হলো,তখন আমি আমার ছেলেদের দেয়ালে ছিদ্র করার নির্দেশ দিলাম। তারা দেয়াল ভেঙ্গে একটি প্রবেশ পথ তৈরী করল। আমি ওটা দিয়ে বের হয়ে আপনার কাছে আসলাম।

পুর্নরায় অভিযান ও রোম সেনাপতিকে হত্যা

হযরত খালিদ রুমাসের একথা শুনার পর আবদুর রহমান বিন আবু বকরকে একশত সৈন্য নিয়ে রুমাসের সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত দিরার বিন আযূর বলেন, আমি ঐ একশত সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। যখন আমরা শহরে ঢুকে রুমাসের প্রাসাদে প্রবেশ করলাম, তখন তিনি আমাদের জন্য অস্ত্রাগার খুলে দেন। আমরা ঐ অস্ত্রগুলো নিয়ে চার

ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলাম। প্রত্যেক ভাগে আমরা পঁচিশজন করে ছিলাম। হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর বললেন, যখন তোমরা আমাদেরও তরবারীর ধ্বনি শুনতে পাবে, তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। আমরা আবদুর রহমানের নির্দেশ মত ওদের উপর হমলা শুরু করলাম।

হযরত আবদুর রহমান তার সাথীদের অভিযানের নির্দেশ দেওয়ার পর রুমাস এবং তিনি অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দীরজানের খোঁজে বের হন। তাদের সাথে দিরার, রাফে ও শুরাহবীল বিন হাসানাও যান। রুমাস দীরজানের কক্ষে পৌঁছার পর দীরজান বলল, তোমাকে স্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানানো নয়, কে এসেছে তোমার সাথে ? রুমাস বললেন, আমার সাথে তোমার একজন বন্ধু এসেছে। সে তোমার সাক্ষাতে আগ্রহী। বলল, তুমি ধ্বংস হও, কে এসেছে বল তোমার সাথে? রুমাস বললেন, আবু বকরের ছেলে। দীরজান একথা শুনে তাকে হত্যা করতে চাইল। যখন দেখা গেল সে হত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন হযরত আবদুর রহমান তার ঘাড়ে তরবারী দ্বারা আঘাত করলেন। আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। কিচ্ছুক্ষণের মধ্যে সে নিথর হয়ে যায়। তরবারী দ্বারা দীরজানের উপর আঘাত করার পর হযরত আবদুর রহমান আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন। তার তাকবীর ধবনির সাথে সাথে রুমাসও তাকবীর ধবনি দিলেন। বসরা নগরীর বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে যাওয়া মুসলমানরাও এ তাকবীর ধবনি শুনতে পেয়ে তারাও তাকবীর ধ্বনি দেওয়া শুরু করে। তাদের তাকবীর ধ্বনিতে নগরীর আকাশ বাতাস মুখরিত হয় এবং রোমানদের উপর তীব্র ভাবে আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। হযরত খালিদ দূর থেকে তাকবীর ধবনি শোনতে পেয়ে গর্জে উঠেন। তখন রুমাসের ছেলেরা তার জন্য নগরীর দরজা সমূহ খুলে দেন। হযরত খালিদ মুসলমানদের নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন।

রোমদের আত্মসমর্পন

বসরাবাসী যখন দেখতে পেল তাদের দূর্গের দরজা সমূহ দিয়ে মুসলমানরা তরবারী নিয়ে প্রবেশ করছে, তখন সবাই চিৎকার দিয়ে বলল, আল আমান, আল আমান, নিরাপত্তা, নিরাপত্তা। তখন হযরত খালিদ বললেন, এদের উপর তরবারীর আঘাত বন্ধ কর।

সকাল হলে বসরাবাসী হযরত খালিদের কাছে এসে বলল, আমরা যদি

আপনার সাথে সন্ধি করতাম তাহলে এ ঘটনা ঘটত না। তবে আমরা আপনাকে যে সত্তা সাহায্য করছেন, তার ওসীলায় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আমাদের নগরীর দরজা সমুহ আপনাকে কে খুলে দিয়েছে? হযরত খালিদ বলতে লজ্জাবোধ করলেন। রুমাস দৌড়ে এসে বললেন -

"ওহে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের শত্রুরা! দরজা আমি খুলে দিয়েছি। আর আমি তা করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য"। তারা বলল, আপনি আমাদের লোক না ? তখন রুমাস বলল -

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِى مِنْهُمْ, رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْناً وَّبِالْكَعْبَةِ.....

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করো না। আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে, কাবাকে কিবলা হিসাবে ও কুরআনকে পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই ও মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল "।

তার প্রকাশ্য ইসলামের ঘোষণা শুনে হযরত খালিদ খুশি হলেন। বসরাবাসী তার একথা শুনে ক্ষুদ্ধ হল এবং মনে মনে তাকে হত্যা করার সংকল্প করল। রুমাস এটা টের পান। তাই তিনি হযরত খালিদকে বললেন, আমি এদের সথে থাকতে চাই না। আপনি যেখানে যাবেন, আমি সেখানে চলে যেতে চাই। পরে যখন আপনি সিরিয়া বিজয় করবেন এবং সেখানে আপনাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আমাকে বসরার শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দিবেন।

মা'মার বিন সালিম তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রুমাস আমাদের সাথে খুব আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। অতঃপর যখন আমরা সিরিয়া বিজয় করলাম, তখন হযরত আবু উবাইদা হযরত উমর রা. এর নিকট তাঁর ব্যাপারে পত্র যোগাযোগ করেন। ফলে উমর রা. তাকে বসরার শাসক হিসেবে নিয়োগ দেন। কিন্তু অল্প দিন পরই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

স্বপ্ন দেখে রুমাস পত্নীর ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ বসরা ত্যাগ করার সময় কিছু লোককে নগরী থেকে রুমাসের মাল সামানা ও বাহন ইত্যাদি নিয়ে আসার জন্য তার সহায়তা করার নির্দেশ দিলেন। তারা যখন রুমাসের প্রাসাদে প্রবেশ করল, তখন দেখতে পেল যে, রুমাসের স্ত্রী রুমাস থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করছে। তখন মুসলমানরা বলল, আপনি কী চাচ্ছেন? তিনি বললেন,আমি আপনাদের

সেনাপতিকে চাচ্ছি যাতে তিনি আমাদের বিরোধ মীমাংসা করে দেন। তখন তারা তাকে হযরত খালিদের নিকট নিয়ে আসে। হযরত খালিদের কাছে এসে তিনি বললেন, আমি রুমাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করছি। হযত খালিদ বললেন কেন? বললেন, আমি গত রাত্রে ঘুমে এক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, যার মত সুন্দর মুখমন্ডলের লোক আমি আর দেখিনি। পূর্ণিমার চাঁদ যেন তার চেহোরায় ঝলমল করছে। তখন আমি তাকে বললাম, আপনি কে জনাব ? তিনি বললেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। অতঃপর তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। ফলে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে কুরআনের দু,টি সূরা শিখিয়ে দেন। দোভাষী হযরত খালেদকে তার স্বপ্ন বৃত্তান্তটা শোনান। হযরত খালিদ বললেন, অবাক করা ব্যাপারতো ! অতঃপর দোভাষীকে বললেন, সুরা দু'টি তাকে পড়তে বল। দোভাষী বলার পর তিনি হযরত খালিদকে সূরা ফতিহা ও সূরা ইখলাস পড়ে শোনালেন। অতঃপর হযরত খালিদের হাতে নতুন ভাবে ইসলামে দীক্ষিত হলেন এবং বলেন, ওহে আমীর সাহেব! হয়তো রুমাস ইসলাম গ্রহণ করবে, নতুবা আমি তাকে ত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে চলে যাব। তার কথা শোনে হযরত খালিদ হেসে উঠলেন এবং বললেন, পবিত্র সে সত্তা, যিনি আমাদের সবাইকে সাহায্য করেছেন। অতঃপর দোভাষীকে বললেন, তাকে বল যে, রুমাস তার পুর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একথা শোনে তিনি খুব আনন্দিত হলেন।

রোমানদের জিযয়া প্রদানের স্বীকারোক্তি

অতঃপর হযরত খালিদ বসরাবাসীকে উপস্থিত করে তাদের কাছ থেকে জিয্য়া আদায়ের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন এবং একজনকে তাদের উপর শাসক হিসেবে নিয়োগ দিলেন।

সুসংবাদ জানিয়ে হযরত খালিদের পত্র

অতঃপর হযরত আবু উবাইদার নিকট বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করে একটি পত্র লিখলেন এবং বললেন, ওহে আল্লাহর রাসুলের সাহাবী, আমরা দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়েছি। আপনিও আমাদের সাথে গিয়ে মিলিত হোন। এর পর তাঁরা দামেস্কের যাত্রার সংবাদ জানিয়ে হযরত আবু বকর রা.- এর নিকট একটি পত্র লিখেন। তাতে উল্লেখকরেন, যে দিন আমি

আপনার নিকট এ পত্রটি লিখে পাঠাচ্ছি, সে দিনেই আমি দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়েছি। অতঃএব আমাদের বিজয়ের জন্য দুয়া করবেন। আপনি ও আপনার সাথে যারা রয়েছে তাদের প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। অতঃপর উভয় পত্র দুজন সৈনিককে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দামেস্কের পথে মুসলিম বাহিনী

হযরত খালিদ দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। চলতে চলতে তিনি ছানিইয়া নামক একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছেন। গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ থামলেন এবং পেছনের ঝান্ডাটিকে সেখানে গেঁথে দিলেন। ফলে তাকে "ছানিইয়াতুল ইকার" নামে নামকরণ করা হয়। অতঃপর সেখান থেকে দাইয়ির নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন (যা বর্তমানে দাইয়িরে খালিদ নামে পরিচিত)। মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে দামেস্কের পার্শবর্তী গ্রাম সমূহের লোকজন দামেস্কে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করল। ফলে দামেস্ক অসংখ্য পুরুষের নগরীতে পরিণত হয়। তাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিল মোট বার হাজার। তারা নগরীর দেয়ালগুলোকে ছোট ছোট বড় পতাকা ও ক্রুশ দিয়ে সাজিয়েও তুললো। হযরত খালিদ দাইয়িরে বসে হযরত আবু উবাইদের নেতৃত্বে মুসলমানদের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রোম সম্রাটের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

হযরত খালিদের সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চল বিজয় ও দামেস্কে আগমনের খবর সম্রাট হিরোক্লিয়াসের নিকট পৌঁছে যায়। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সেনাকর্মকর্তাদের জমায়েত করলেন এবং বললেন

يا بنى الأصفر! لقد قلت لكم وحذرتكم فأبيتم, وهؤلاء العرب قد فتحوا أركة وتد مر والسخنة وبصرى, وقد توجهوا إلى الربوة ففتحوها, فواكرباه لأن دمشق جنة الشام ثم قال أيكم يتوجه إلى قتال العرب ويكفينى أمرهم, فإن هزهم أعطيته ما فتحوه ملكا.

হে রোমান সম্প্রদায়! এ আরবরা আরাকা, তাদাম্মুর, সাখানা ও বসরাকে পদানত করেছে। এর পর তারা রাবওয়ায় গিয়ে তাকেও পদানত করে। আক্ষেপ! সিরিয়ার স্বর্গভূমি দেমেস্কের জন্য। সম্রাট বললেন, আরবদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের রাজ্যকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য তোমাদের কে প্রস্তুত আছ ? যদি কেউ তাদের পরাজিত করতে পার তাহলে আমি তাকে আরবদের দখলকৃত রাজ্যগুলোর কর্তৃত্ব দিয়ে দিব"।

একথা শুনে কালূস বিন হিনা নামীয় এক সেনাপতি বলল, (যে অভিজ্ঞ ঘোড় সওয়ার ও রোম সেন্যদের মাঝে বীরত্বের জন্য খ্যাত ছিল) মহামান্য সম্রাট! আমিই আপনার রাজ্যকে রক্ষা করব এবং আরবদেরকে পরাজিত করে দেশ ছাড়া করব। সম্রাট তার একথা শোনে তাকে একটি স্বর্ণের ক্রুশ প্রদান করে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করলেন। আর বললেন "ক্রুশ তোমার সামনে রাখবে। কারণ, ক্রুশ তোমাকে সাহায্য করবে।"

রোম সেনাপতির হিমসে যাত্রা বিরতি

ক্রুশ নিয়ে সেদিনই কালূস ইন্তাকিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে। চলতে চলতে হিমস পর্যন্ত এসে পৌছে। সেখানে এসে দেখল, লোকজন অস্ত্র নিয়ে সজ্জিত হয়ে আছে। হিমসবাসীর নিকট যখন কালূসের আগমন সংবাদ পৌছল, তখন তার সাথে দেখা করার জন্য সবাই বের হয়ে পড়ে। লোকজনের সাথে সাথে আলিম ও দরবেশগণও তার কাছে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার বিজয়ের জন্য দুআ করে। কালূস হিমসে একদিন একরাত অবস্থান করে। অতঃপর বা'লবাক শহরের দিকে রওয়ানা হয়। তাকে দেখে সেখানকার মহিলারা মুখ ঢেকে বের হয় এবং বলে, জনাব! আরবরা আরাকা, হাওরান ও বসরা পদানত করেছে। কালুস বলল, আরবরা হাওরান ও বসরা কিভাবে পদানত করল ? জবাবে তারা বললো ঐ লোক যিনি ইরাক থেকে আগমন করেছেন, তিনিই আরাকা পদানত করেছেন। কালুস বলল তার নাম কি ? মহিলারা বলল, খালিদ বিন ওয়ালীদ। কালূস বলল তার সৈন্য সংখ্যা কত হবে ? মহিলারা বলল, দেড় হাজার অশ্বারোহী। কালূস বলল, মসীহের শপথ! অমি তার ঘাড়কে আমার তরবারীর মাথায় রাখব। অতঃপর সে (কালূস) রওয়ানা হল এবং কোথাও যাত্রা বিরতি না করে দেমেস্কে এসে পৌছলো।

দামেস্কে রোম সেনাপতির সাথে গভর্ণরের বিরোধ

রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে দেমেস্কের যে গভর্ণর ছিল, তার নাম আযাযীর। কালূস যখন দেমেস্কে এসে পৌছলো তখন আযাযীর ও তার সৈন্যরা তার পাশে গিয়ে সমবেত হল এবং তাদের সামনে সম্রাটের বাণী পাঠ করা হল। অতঃপর কালূস বলল, আপনারা কি চান আমি আপনাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ি এবং তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করি? তারা বলল

হ্যাঁ। কালূস বলল, তাহলে আযাযীরকে আপনাদের কাছ থেকে বিতাড়িত করুন, যাতে যুদ্ধের নেতৃত্ব আমি একাই দিতে পারি। তারা বলল যে সময় শত্রু আমাদের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে সে সময় কিভাবে আমাদের নেতা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারে ? আযাযীর কালূসের মুখে এ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হল। আর তারা এ সিদ্ধান্ত করল যে, তারা সবাই আরবদের সাথে দিনে যুদ্ধ করবে। এর ফলে কালুসের অন্তরে আযাযীরের প্রতি বিদ্বেষ তীব্র হল।

দামেস্কের সৈন্যরা জাবিয়ার দিক দিয়ে প্রতিদিন এক ফারসাখ [তিন মাইল] করে অতিক্রম করছিল। উদ্দেশ্য ছিল হযরত আবু উবাইদার অপেক্ষা করা। অন্যদিকে যে হযরত খালিদ ছানিইয়ার দিক দিয়ে তাদের নিকট পৌছে গেছেন, সে ব্যাপারটি তারা টের পায়নি।

শুরু হল যুদ্ধ

রিফাআ বিন মুসলিম বলেন, হযরত খালিদ যখন দাইয়িরে খালিদে পৌঁছেন, তখন আমি তার সাথে ছিলাম। আমরা ওখানে পৌঁছার পরপরই শত্রুরা আমাদের উপর পঙ্গ পালের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ল। হযরত খালিদ তাদেরকে আমাদের দিকে আসতে দেখে বর্ম পরিধান করে নিলেন এবং মুসলমানদের ডাক দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন-

هذا يوم ما بعده يوم, وهذا العدو زحف بخيله فدونكم والجهاد , فانصروا الله ينصركم وكونوا ممن بايع نفسه الله عز وجل وكأنكم بإخوانكم المسلمين قدموا عليكم مع أبى عبيدة من الجراح

"আজকের মত দিন আর আসবে না। এ শত্রুরা তাদের অশ্বপাল নিয়ে আমাদের উপর হামলা করতে আসছে। আপনারা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হোন। আল্লাহকে সাহায্য করুন, তাহলে তিনিও আপনাদেরকে সাহায্য করবেন। সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোন, যারা নিজেদের প্রাণকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এখন আপনাদের কাছে আবু উবাইদার নেতৃত্বে আপনাদের ভাইয়েরা এসে পৌঁছেছে।"

অতঃপর হযরত খালিদ আগত সৈন্যদের স্বাগতম জানালেন এবং হুংকার ছাড়লেন। তার হুংকার রোম সৈন্যদের ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল। হযরত শুরাহবিল, আবদুর রহমান বিন আবু বকর ও দিরার বিন আযূর মুশরিক রোমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। হযরত দিরার প্রথমে হামলা করে

তাদের ডানদিক থেকে পাঁচজন ও বামদিক থেকে পাঁচজন শত্রু হত্যা করলেন। আবার হামলা করে শত্রুদের আরো ছয়জন খতম করলেন। পরে তিনি শত্রুদের তীর বৃষ্টির কারণে ফিরে আসেন। ফিরে আসলে হযরত খালিদ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর কে বললেন, গিয়ে শত্রুদের উপর হামলা করুন। আল্লাহ আপনার উপর বরকত নাযিল করুন। আবদুর রহমান শত্রুদের উপর হযরত দিরারের মত ঝাপিয়ে পড়লেন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। এরপর হযরত খালিদ গিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বর্শা দ্বারা তাদের উপর আঘাত করতে লাগলেন। রোম সৈন্যরা হযরত খালিদের যুদ্ধপটুতা ও সাহস দেখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

হযরত খালিদের বীরত্ব ও রোমানদের পশ্চাদপসারণ

হযরত খালিদের দিকে যখন কালূস তাকাল, তখন বুঝতে পারল যে তিনি সেনাপতি। আর দেখল যে, তিনি তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। ফলে সে হযরত খালিদের ভয়ে পেছনে চলে গেল। হযরত খালিদ যখন দেখলেন কালুস পেছনের দিকে চলে যাচ্ছে, তখন তিনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন অন্যান্য রোম সৈন্যরা হযরত খালিদের উপর তীর নিক্ষেপ শুরু করল। হযরত খালিদ তাদের সম্মিলিত আক্রমণের কোন পরোয়া না করে একাই যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন। বিশজন শত্রু খতম করার পর তিনি ফিরে আসলেন। অতঃপর ঘোড়ায় চড়ে আবার ময়দানে গেলেন এবং কাফের ও মুসলিম উভয় দলের মাঝখানে ঘুরতে লাগলেন ও কাফেরদেরকে তাঁর মোকাবেলায় আসার আহবান জানালেন। কিন্তু কেউ তার মোকাবেলা করতে আসেনি। তারা বলল, একে ছাড়া অন্য কাউকে পাঠাও। তখন হযরত খালিদ বললেন, ওহে আমি তো একজন আরব। আমাদের সবাই যুদ্ধে সমান। হযরত খালিদের কথা কাফেরদের কেউ বুঝলনা।

রোমদের পারস্পরিক বিরোধ ও লটারীকরণ

তখন আযাযীর কালুসের কাছে গিয়ে বলল, সম্রাট না আপনাকে সেনাপতি বানিয়ে আরবদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন! অতএব, গিয়ে দেশ ও জনগণকে রক্ষা করুন। তখন কালূস বলল, এ ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব আমার চেয়ে বেশী। কারণ, আপনি আমার চেয়ে অধিক অগ্রগামী। আর আপনি তো সম্রাটের নির্দেশ ছাড়া দামেস্কে ছেড়ে চলে না যাবার জন্য

সংকল্পবদ্ধ। অতএব, আপনি কেন আরবদের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছেন না? এদের বাক বিতন্ডা দেখে সৈন্যরা বলল, তাহলে আপনারা উভয়ে লটারী দিন। লটারীতে যার নাম আসবে সেই প্রথমে আরবদের সেনাপতির সাথে লড়াই করতে যাবে। কালূস বলল, না বরং আমরা সকলেই হামলা করব। এটা আমাদের জন্য বেশী ফলদায়ক হবে। অন্যদিকে কালূস তার এ দুর্বলতার খবর সম্রাটের কাছে পৌছে যাবার ভয় করছিল। যার ফলে সম্রাট তাকে বিতাড়িত বা হত্যা করতে পারে। তাই সে লটারী করাতে রাজী হল। লটারীতে নাম আসল কালূসের। তখন আযাযীর বলল, যান এখন আপনার বীরত্বের প্রকাশ ঘটান।

সন্ত্রস্ত রোম সেনাপতির কথা

তখন কালূস তার সৈন্যদের বলল, আমি তোমাদের উপর সাহস করে যাচ্ছি। যখন তোমরা আমাকে পরাজিত হতে দেখবে, তখন আমাকে মুক্ত করে আনবে। তার সৈন্যরা বলল, এটা দুর্বল লোকের কথা। এ রকম লোক সফলকাম হতে পারে না। কালূস বলল, আরবদের সেনাপতি একজন বেদুঈন এবং তার ভাষা ও আমার ভাষা ভিন্ন। তখন জারজিস নামীয় এক লোক বলল, আমি আপনার জন্য তার ভাষা অনুবাদ করে দেব। তখন কালূস লোকটিকে নিয়ে ময়দানে গেল। যাওয়ার সময় কালূস জারজিসকে বলল, লোকটি খুব সাহসী। তাই যখন তুমি আমাকে পরাজিত হতে দেখবে, তখন তার উপর হামলা করবে। আর এতে করে আজকের মত আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। আর আগামীকাল আযাযীর তার সাথে মোকাবেলা করতে গেলে নিহত হবে এবং আমরা তার থেকে নিস্কৃতি পাব অতঃপর আমি তোমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করব। জারজিস বলল, আমি যোদ্ধা নই, তবে আমি তাকে কথা বার্তার মাধ্যমে ভয় দেখাতে পারি। এ কথা বলার পর কালূস আর কিছু বলল না এবং উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে তারা যখন হযরত খালিদের নিকটবর্তী হল, তখন তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। এ সময় হযরত রাফে বিন উমাইরা তাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য যেতে চাইলেন। হযরত খালিদ তাকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার জায়গায় থাক। এদের জন্য আমিই যথেষ্ট। কালূস ও জারজিস যখন হযরত খালিদের কাছে এসে পৌছল, তখন কালুস জারজিসকে বলল, তুমি তাকে তোমার পরিচয় দেবে ও যা বলতে চাও তা বলবে এবং আমাদের শক্তি সামর্থের কথা বলে তাকে ভয় দেখাবে।

রোমানদের বাকযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ

এরপর জারজিস হযরত খালিদের কাছে এসে বলল, ওহে আমার আরব ভাই! আমি আপনার কাছে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করতে চাই। আমরা ও আপনাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে লোকের ন্যায় যার কিছু ছাগল আছে এবং সে গুলোকে তিনি একজন রাখালকে চরাতে দিলেন। রাখাল হিংস্র প্রাণীদের ভয় করত। এদিকে একটি বিরাট হিংস্র প্রাণী এসে প্রতি রাতে একটি করে ছাগল নিয়ে যেত। এক সময় যখন সব ছাগল শেষ হয়ে গেল, তখন হিংস্র প্রাণীটি রাখালের উপর হানা দিল। রাখাল নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হল না। ছাগলের মালিক যখন তার ছাগলের অবস্থা জানলেন, তখন বুঝতে পারলেন তার ছাগল রাখালের কারণেই খোয়া গেছে। তখন তিনি একজন চালাক বালককে তার ছাগল চরানোর জন্য নিয়োগ করলেন এবং ছাগল দিয়ে তাকে চরানোর জন্য পাঠালেন। প্রতি রাত্রে ছাগলের চতুস্পার্শে খুব তুফান বয়ে যেত। এ রকম অবস্থায় বালকটি হঠাৎ দেখতে পেল, হিংস্র প্রাণীটি তার পূর্বের অভ্যাস মত এসে ছাগলের উপর হানা দেয়। তখন বালকটি হিংস্র প্রাণীটির উপর আঘাত হানল এবং তার হাতের কাস্তে দিয়ে আঘাত করে প্রাণীটিকে হত্যা করে ফেলল। এরপর কোন হিংস্র প্রাণী আর ছাগলের কাছে আসেনি। অনুরূপ আপনারা (আরবরা)ও। আমরা অপনাদেরকে তুচ্ছ মনে করতাম। কারণ, আপনাদের মত দুর্বল জনগোষ্ঠী পৃথিবীতে আর ছিল না। আপনারা ভূখা,অসহায় ও দুর্বল ছিলেন এবং ভুট্টা ও যব খাওয়া ও খেজুরের বীচি চোষনে অভ্যস্ত ছিলেন। অতঃপর আপনারা ঐ বাঘের ন্যায় আমাদের দেশে আগমন করলেন এবং যা করার তা করলেন। এখন সম্রাট এমন কিছু সৈন্য পাঠিয়েছেন, যাদের তুলনা হয় না এবং বীরত্বে তাদের কোন জুড়ি নেই। বিশেষ করে আমার পাশে যে লোকটি রয়েছেন, তিনি। অতএব বালক যেমন হিংস্র বাঘের উপর হামলা করে হত্যা করেছেন, ইনিও আপনাকে সে রকম হত্যা করার ভয় করুন। ইনি আমার কাছে আবেদন করেছেন, যাতে আমি এসে আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে সতর্ক করি। অতএব, এ বীর আপনার উপর হামলা করার আগে আমাকে বলুন আপনি কী চাচ্ছেন ?

হযরত খালিদের সাহসী উত্তর

হযরত খালিদ তার কথা শুনে বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদেরকে কেবল জাল দিয়ে শিকার করা পাখির মতই মনে

করি। আর তুমি আমাদের দেশকে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার দেশ বলে যে অভিযোগ করেছ, তা ঠিক। তবে আল্লাহ তায়ালা ভুট্টার পরিবর্তে আমাদেরকে গম, ফল-মুল, ঘি ও মধু দান করেছেন। এসব কিছুকে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাঁর নবীর জবানে আমাদেরকে তা দান করার ওয়াদা করেছেন। আর তুমি যে বললে আমরা তোমাদের কাছে কী চাচ্ছি, তার জবাবে বলতে চাই, আমরা তোমাদের কাছে তিন বিষয়ের যে কোন একটি কামনা করি। তা হচ্ছে, (১) ইসলাম ধর্ম গ্রহন করা বা (২) আমাদেরকে জিয়্যা প্রদান করা (৩) নতুবা যুদ্ধ । আর তুমি যে বলেছ এ লোকটি তোমাদের অনেক বড় নেতা ও বীর। ও আমাদের কাছে অনুল্লেখযোগ্য। সে যদি তোমাদের রাজ্যের একটি খুটি হয়, তবে আমি ইসলামের খুটি এবং তার মহান বীর ও রাসূলুল্লাহ সা. এর সাহাবী।

দামেস্কের কাছে রোমানদের লাঞ্ছনাকর পরাজয়

জারজিস হযরত খালিদের কথা শুনে পেছনে হটল এবং তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন কালূস তাকে বলল, ওহে ধ্বংস হও। কী অবস্থা ? প্রথমে তার কাছে সিংহের ন্যায় কথা বলেছিলে আর এখন পিছনে সরে যাচ্ছ কেন? বলল, আমি জানতাম না তিনি এত সাহসী অশ্বারোহী ও হিংস্র বীর। ও-ই তাদের সে নেতা যে গোটা সিরিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করেছে। কালূস বলল তাকে বলে আগামী কাল পর্যন্ত যুদ্ধ মুলতবী রাখা যায় কিনা দেখ। তখন সে হযরত খালিদের কাছে গিয়ে বলল,আমীর সাহেব! আমাদের নেতা তার সৈন্যদের সাথে গিয়ে পরামর্শ করতে চান। হযরত খালিদ তাকে বললেন ধ্বংস হও। তুমি কি আমাকে ধোকা দিতে চাচ্ছ। এ বলে তিনি তাঁর বর্শা জারজিসের দিকে তাক করলেন। জারজিস এ অবস্থা দেখে মুখ বন্ধ করে পালিয়ে যায়। হযরত খালিদ যখন দেখলেন, জারজিস পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি কালূসের উপর হামলা করলেন। কিন্তু কালূস হযরত খালিদের আঘাত থেকে বেঁচে যায়। হযরত খালিদ যখন দেখলেন, কালূস আঘাত থেকে বেঁচে গেছে, তখন তিনি তার চুল ধরে টান দিলেন। এবং তাকে তার ঘোড়ার জিন থেকে নামিয়ে ফেললেন। মুসলমানরা যখন হযরত খালিদের এ অবস্থা দেখলে, তখন সবাই তাকবীর ধ্বনি দিল এবং অশ্বারোহীরা তাঁর দিকে দৌড়ে গেল। যখন তারা কালূসের কাছে গিয়ে পৌছলো, তখন সে তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করতে চাইলো। হযরত

খালিদ বললেন একে বেঁধে ফেল। তখন সে রাগে ফুসে উঠে চিৎকার শুরু করে। অতঃপর মুসলমানরা বসরার শাসক রুমাসকে নিয়ে আসল এবং বলল, এ কী বলতে চায় শুনুন। রুমাস বললেন, সে বলছে আমাকে হত্যা করবেন না। আমি আপনাদের আমীরের কথা মত জিয্য়া দিতে প্রস্তুত। তখন হযরত খালিদ বললেন, তার সাথে এ ব্যাপারে চুক্তি কর। অতঃপর তিনি তার ঘোড়া থেকে নেমে তাদাম্মুরের শাসকের হাদিয়া দেওয়া ঘোড়ায় আরোহন করলেন এবং রোমানদের উপর হামলা করার ঈঙ্গিত করলেন। তখন দিরার বিন আযুর বললেন, আপনি আরাম করুন। রোমানদের উপর হামলা আমাকে করতে দিন। তার জবাবে খালিদ বললেন, আরাম তো জান্নাতে আগামীতে করব। এ বলে তিনি হামলা করতে প্রস্তুত হলেন। তখন কালূস চিৎকার দিয়ে বলল, আপনার দ্বীন ও নবীর দোহাই! আমার কথা শুনুন। তখন খালিদ হামলা না করে ফিরে আসলেন এবং রুমাসকে বললেন, এ কী বলতে চায় শুনুন। কালুস বলল, তাকে জানান যে, সম্রাট আমাকে আপনাদের উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি আপনাদেরকে তার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেই। আমি এসে দেমেস্কের গভর্ণর আযাযীরের সাথে অনেক ঝগড়া-ঝাটি করলাম এবং তার সাথে আমার এমন এমন ঘটনা ঘটেছে। আমি আপনার দ্বীনের সত্যতার দোহাই দিয়ে বলতে চাই যে, সে যখন বের হবে, তখন আপনি তাকে হত্যা করুন। আর যদি সে যুদ্ধ করতে বের না হয়, তাহলে তাকে ডেকে এনে হত্যা করুন। কারণ, সেই হচ্ছে দামেস্কবাসীর আসল নেতা। আপনি তাকে হত্যা করতে পারলে দামেস্ক আপনার হাতে চলে আসবে। তখন হযরত খালিদ রুমাসকে বললেন, বলুন, তাকে ও একেসহ কোন মুশরিককে রেহাই দেবনা।

যুদ্ধে হযরত খালিদের কবিতা আবৃত্তি

এ কথা বলে হযরত খালিদ তাদের উপর হামলা শুরু করলেন এবং এ কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেনঃ

لك الحمد مولانا على كل نعمة وشكر لما أوليت من سابغ النعم
مننت علينا بعد كفر وظلمة وأنقذتنا من حندس الظلم والظلم
وأكرمتنا بالهاشمى محمد وكشفت عنا مانلاقىمن الغم
فتمم اله العرش ماقدترومه وعجل لأهل الشرك بالبؤس والنقم
وألقهم ربي سريعا ببغيهم بحق نبى سيد العرب والعجم

হে আমাদের অভিভাবক সকল নেয়ামতের জন্য আপনার প্রশংসা এবং আপনি আমাদের যে প্রচুর নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কুফর ও অন্ধকারে ডুবে থাকার পর আমাদের উপর করুণা করেছেন এবং আমাদেরকে অন্যায় ও অবিচারের অপকার থেকে রক্ষা করেছেন।

আমাদেরকে হাশেমী বংশের মুহাম্মদ সা. দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং আমরা যে দুঃখের শিকার হতাম, তা দূর করেছেন।

অতএব, হে আরশের মালিক! আপনি যা চাচ্ছেন তা সম্পন্ন করুন এবং মুশরিকদেরকে শাস্তি দ্বারা দ্রুত পাকড়াও করুন।

আরব ও অনারবদের নেতা নবীর ওসিলায় তাদের অন্যায়ের কারণে তাদেরকে শীঘ্রই আযাবে নিক্ষেপ করুন।

বাকযোদ্ধার পলায়ন

জারজিস হযরত খালিদের সম্মুখ থেকে তার লোকদের কাছে পালিয়ে গেল। লোকজন তাকে ভয়ে কম্পমান অবস্থায় দেখতে পায়। তাই তারা তার কাছে জানতে চাইল, আপনার পেছনে কী ? জারজিস বলল, আমার পেছনে মৃত্যু, যার সাথে লড়াই করা সম্ভব নয় এবং সেই বাঘ যার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া দুরূহ। তিনি শত্রুদের সেনাপতি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যেখান থেকে হোক আমাদেরকে খুঁজে বের করবেন। আমি অনেক কষ্টে প্রাণে বেঁচে এসেছি। অতএব,তিনি তার সৈন্যদের নিয়ে আপনাদেরকে সম্পর্ণরূপে নির্মূল করার পূর্বে তার সাথে সন্ধি করুন। তারা বলল, তোমার জন্য তোমার পরাজয়ই যথেষ্ট নয়? এ কথা বলে তারা তাকে হত্যা করতে চাইল।

আরেক রোমান নেতার যুদ্ধে গমন

দামেস্কের অধিবাসীরা জারজিসকে নিয়ে এ কথাগুলো বলার সময় হঠাৎ কালুসের সৈন্যরা আযাযীরের কাছে গিয়ে তাকে বলল, আপনি সম্রাটের কাছে আমাদের নেতা কালূসের চেয়ে অধিক সম্মানিত নন। আমরা ও আপনাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে কথা হয়েছিল যে, আগে কালূস লড়বেন তারপর আপনি যাবেন। অতএব,এখন আপনি খালিদের কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করে কিংবা বন্দী করে আমাদের নেতাকে মুক্ত করে আনুন। আর যদি আপনি তা না করেন তাহলে আমরা মসীহের সত্যতার কসম খেয়ে বলছি, আমরা আপনার সাথে লড়াই করব। তখন আযাযীর নিজের খোড়া

গর্তে নিজেই পতিত হয়েছে টের পেয়ে বলল, তোমরা ধ্বংস হও! তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি এই বেদুঈনের মুকাবেলায় প্রথমে বের হতে ভয় পেয়েছি? আমিতো প্রথমে গিয়ে লড়াই করিনি এজন্য, যাতে তোমাদের নেতার দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যায়। শীঘ্রই উভয় দল দেখতে পাবে কে বড় বীর যোদ্ধা ও কে রণাঙ্গনে অধিক দৃঢ়পদ। অতঃপর সে তার ঘোড়া থেকে নেমে বর্ম পরিধান করল এবং আগের চেয়ে একটি ভাল ঘোড়ায় আরোহন করল। তারপর ইসলামের মহান বীর খালিদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হল।

রোমান নেতার সাথে হযরত খালিদের কথোপকথন

যখন সে হযরত খালিদের নিকটবর্তী হল, তখন বলল, ওহে আরব ভাই! আমার কাছে আস আমি তোমার সাথে কথা বলব। এ লোক আরবী ভাষা বলতে পারত। তার কথা শুনে হযরত খালিদ বললেন, হে আল্লাহর শত্রু, তুমি মাথা নিচু করে আমার কাছে আস। হযরত খালিদ তার উপর হামলা করার ইচ্ছা করলেন। অবস্থা বুঝে সে নত হয়ে বলল, আরব ভাই! আমি তোমার কাছে আসছি। তখন হযরত খালিদ বুঝতে পারলেন, সে ভীত। ফলে তিনি নিজেকে সংবরণ করলেন। সে হযরত খালিদের কাছে এসে বলল, তুমি কেন আমার উপর হামলা করতে চাইলে, তোমার কি মৃত্যুর ভয় নেই? যদি তুমি নিহত হও তাহলে তোমার সাথীরা নেতাহারা হয়ে যাবে।

হযরত খালিদ বললেন, হে আল্লাহর শত্রু তুমিতো আমার দুই সাথীকে দেখেছ। যদি আমি তাদেরকে অনুমতি দিতাম, তাহলে তারা আল্লাহর সাহায্যে তোমার সৈন্যদের পরাজিত করে ছাড়ত। আমার সাথে অনেক পুরুষ রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুকে গনীমত ও বেঁচে যাওয়াকে লোকসান মনে করে।

অতঃপর হযরত খালিদ তাকে বললেন, তুমি কে?

সে বলল, তুমি আমার নাম শোননি? অমি সিরিয়ার বীর, রোমানদের যোদ্ধা ও তুর্কী সৈন্যদের উচিৎ শিক্ষা প্রদানকারী।

হযরত খালিদ বললেন তোমার নাম কী? বলল আমিতো সে ব্যাক্তি, যে মৃত্যুর ফেরেশতার নামে নাম ধারণ করেছে। আমার নাম আযাযীর।

হযরত খালিদ তার কথা শুনে হেসে উঠলেন এবং বললেন, আল্লাহর শত্রু! তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ? তুমি যার নামে নাম ধারণ করেছ তিনি তোমাকে জাহান্নামে পৌছে দেয়ার জন্য খোঁজ করছেন।

আযাযীর বলল, তোমার কয়েদি কালুসের সাথে কী ব্যবহার করেছ?
হযরত খালিদ বললেন, সে শিকল ও বেড়ী দিয়ে বাঁধা।
আযাযীর বলল, তাকে হত্যা করতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছে। অথচ সে রোমানদের একজন বড় বীর।
হযরত খালিদ বললেন, আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করতে চাই। সে জন্য এখন তাকে হত্যা করিনি।
আযাযীর বলল, একহাজার রৌপ্য মুদ্রা, দশ জোড়া রেশমী পোষাক ও পাঁচটি ঘোড়ার বিনিময়ে তুমি কি তাকে হত্যা করে আমার কাছে তার মাথা নিয়ে আসতে পারবে?
ইসলামের বীর হযরত খালিদ বললেন, এটাতো তার জন্য দিচ্ছ, কিন্তু তোমার নিজের মুক্তির জন্য কী দিবে?
এ কথা শুনে আযাযীর খুব রাগান্বিত হল এবং বলল, তুমি আমার কাছে কী চাও ?
হযরত খালিদ বললেন, তুমি লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়ে জিযয়া দাও।
অযাযীর বলল, আমরা তোমাদেরকে যত সম্মান করতে চাচ্ছি তোমরা আমাদেরকে তত অসম্মান করতে চাচ্ছ। অতএব, তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আমি এখনই তোমাকে নিঃসংকোচে হত্যা করব।
হযরত খালিদ কথিত আযাযীরের কথা শুনে তার উপর এমন ভাবে হামলে পড়লেন যেন হঠাৎ বিজলী চমকে উঠল। তিনি তার একটি অস্ত্রও ছিনিয়ে নিলেন। গোটা সিরিয়ায় আযাযীরের বীরত্বের খ্যাতি ছিল।
হযরত খালিদ যখন তার দিকে তাকালেন, সে তখন তার বীরত্ব প্রকাশ করতে চাইল। হযরত খালিদ তার অবস্থা দেখে মৃদু হাসলেন। তখন আযাযীর বলল, আমি চাইলে তোমার উপর হামলা করতে পারি। কিন্তু আমি তোমাকে কিছু করছি না শুধুমাত্র তোমাকে বন্দী করার জন্য। বন্দী করার পর তোমাকে একটি শর্তে ছেড়ে দেয়া হবে, তা হচ্ছে তুমি আমাদের যে এলাকাগুলো দখল করেছ সেগুলো ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।
আযাযীরের এ কথা শুনে হযরত খালিদ বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রু! তোমার তো লোভ বেড়ে গেছে দেখছি। আমাদের ক্ষুদ্র এ দলটি তাদাম্মুর, হাওরান ও বসরা পদানত করেছে। এরা জান্নাতের বিনিময়ে নিজেদের প্রাণকে বিক্রি করে দিয়েছে এবং ক্ষণস্থায়ী জগতের পরিবর্তে চিরস্থায়ী জগতকে বেছে নিয়েছে। শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে, আমাদের কে কাকে পরাজিত করে। অতঃপর হযরত খালিদ তাকে যুদ্ধের কিছু মহড়া

দেখালেন। তা দেখে আযাযীর তার পূর্বের কথাগুলোর জন্য অনুতপ্ত হল এবং বলল, ওহে আরব ভাই! তুমি খেলাধুলা করতে জান না? হযরত খালিদ বললেন, আমার খেলাধুলা হচ্ছে আল্লাহর কথা মেনে শত্রুকে ঘায়েল করা।

অভিশপ্ত আযাযীর এরই মাঝে হযরত খালিদের উপর হামলা করল এবং তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। কিন্তু তরবারীর আঘাতে খালিদের কোন ক্ষতি হয়নি। হযরত খালিদের তৎপরতা ও দৃঢ়তা দেখে আযাযীর দিশেহারা হয়ে গেল এবং বুঝে নিল যে, তার পক্ষে হযরত খালিদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তখন সে পালিয়ে গেল। তার ঘোড়া হযরত খালিদের ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগামী ছিল।

হযরত আমের বিন তুফাইল বলেন, আমি দামেস্কের যুদ্ধের দিন সৈন্যদের মাঝখানে ছিলাম এবং হযরত খালিদ ও আযাযীরের মাঝে যে ঘটনা ঘটে ছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিলাম। আযাযীর যখন পালিয়ে গেল এবং হযরত খালিদের ঘোড়া তার ঘোড়াকে অতিক্রম করতে সক্ষম হল না, তখন তার অন্তরে লোভ জাগলো ও মনে মনে বলল যে বেদুঈন আমাকে ভয় করেছে। অতএব, সে আমার কাছে আসা পর্যন্ত দাঁড়াই এবং সে আসলে তাকে গ্রেফতার করে নেব। হয়তো মসীহ আমাকে তার উপর সাহায্য করবেন অতএব সে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ পর হযরত খালিদ তার নিকট গিয়ে পৌছেন। হযরত খালিদের ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত খালিদ তার নিকট গিয়ে পৌছলে সে চিৎকার দেয় এবং বলল, ওহে আরব! তুমি মনে করো না যে, আমি তোমার ভয়ে পলায়ন করছি। আমি তোমাকে হত্যা করিনি তোমার যুবক সৈন্যদের প্রতি করুণা করে। অতএব, তুমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ কর। আর যদি তুমি মৃত্যু কামনা কর, তাহলে আমি মৃত্যু নিয়ে তোমার কাছে আসছি। আমি হচ্ছি প্রাণ কবজকারী ও মৃত্যুর ফেরেশতা।

তার কথা শুনে হযরত খালিদ তার ঘোড়া থেকে নেমে তরবারী কোশমুক্ত করে তার দিকে শিকারী সিংহের মত দৌড়ে গেলেন। আযাযীর হযরত খালিদকে ঘোড়া থেকে নেমে আসতে দেখে তাঁকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। হযরত খালিদ গিয়ে কৌশলে তার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করেন। সে হযরত খালিদের উপর আঘাত করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। হযরত খালিদের

তরবারীর আঘাতে ঘোড়ার পা কেটে যায়। ফলে আল্লাহর দুশমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মাটিতে পড়ার সাথে সাথে সে উঠে তার দলের দিকে পালিয়েযেতে উদ্যত হয়। কিন্তু হযরত খালিদ দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রু! তুমি যে রূহ কবজকারী ফেরেশতার নামে নাম ধারণ করেছ, তিনি তোমার উপর রাগ করেছেন এবং তোমাকে তালাশ করছেন। এখন তিনি তোমার রূহ কবজ করে তোমাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়ার জন্য এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ কথা বলে তিনি তার উপর আঘাত করলেন এবং তাকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন।

হযরত আবু উবাইদার আগমন

রোমানরা তাদের নেতার সাথে হযরত খালিদ যা করছেন, তা প্রত্যক্ষ করছিল। তাই তারা এসে হযরত খালিদের উপর হামলা করে তাদের নেতাকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল। এমন সময় দেখা গেল মুসলমানদের একটি বাহিনী হযরত আবু উবাদার নেতৃত্বে আগমন করছে তারা বসরা থেকে আসছিল। দামেস্কের সৈন্যরা যখন মুসলিম বাহিনীর আগমন প্রত্যক্ষ করল, তখন তাদের ভীতি ও অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা আর হামলা করার সাহস পেল না।

হযরত আবু উবাইদা-খালিদ কথা বিনিময়

হযরত হিলাল আল কাশআমী বলেন, হযরত আবু উবাইদা এসে মুসলমানদেরকে হযরত খালিদ কোথায় জিজ্ঞেস করেন। তারা বলল, তিনি যুদ্ধের ময়দানে, তিনি রোমদের এক নেতাকে বন্দী করেছেন।

একথা শোনে হযরত আবু উবাইদা ময়দানে গিয়ে হযরত খালিদের কাছে পৌঁছেন। হযরত খালিদের কাছে গেলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে চলতে চাইলেন। হযরত খালিদ তা না করার অনুরোধ জানালেন। কাছে এসে তিনি হযরত খালিদের সঙ্গে মোসাফাহা করলেন। হযরত খালিদকে দিয়ে যখন তিনি বললেন, ওহে আবু সোলাইমান! আবুবকর সিদ্দিক পত্র আপনাকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং আপনাকে আমার উপর আমীর নিযুক্ত করেছেন, তখন আমি খুশি হয়েছি এবং আপনার প্রতি আমার অন্তরে কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়নি। কারণ,আপনার যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে আমি অবহিত। তখন হযরত খালিদ বললেন, আমি আপনার পরামর্শ ছাড়া কোন

কাজ করব না। আল্লাহর কসম! যদি খলিফার নির্দেশ মানা ফরজ না হত, তা হলে আমি খলিফার এ আদেশ মানতাম না। কারণ, আপনি আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর রাসুলুল্লাহ সা. আপনার সম্পর্কে বলেছেন-

أَبُو عُبَيْدَةَ أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ

"আবু উবাইদা এ উম্মতের বিশেষ আমানতদার ব্যক্তি"।

হযরত খালিদের কথায় হযরত আবু উবাইদা সন্তুষ্ট হলেন এবং হযরত খালিদ সওয়ার হওয়ার জন্য ঘোড়া পেশ করলেন। হযরত খালিদ ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং হযরত আবু উবাইদাকে বললেন, আমীর সাহেব! শত্রুরা বিপর্যস্ত হয়েছে এবং তাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়েছে। তারা কালূস ও আযাযীরের গ্রেফতারে মনভাঙ্গা হয়ে পড়েছে। হযরত খালিদ হযরত আবু উবাইদাকে উভয় শত্রু সেনাপতির ঘটনা বলতে বলতে দাইয়িরে এসে পৌঁছলেন। ওখানে উভয়ে থামলেন। তখন মুসলমানরা তাদের সাথে সালাম বিনিময় করল।

মুসলিম বাহিনীর সাথে দামেস্কবাসীর যুদ্ধ

পরের দিন দেখা গেল, দামেস্কবাসী যুদ্ধের জন্য পূর্ণ রূপে প্রস্তুত। রোম সম্রাটের মেয়ে জামাইকে তাদের সেনাপতি করা হল। তারা যখন ময়দানে আসলো, তখন হযরত খালিদ হযরত আবু উবাইদাকে বললেন, শত্রুরা বিপর্যস্ত ও তাদের অন্তর আমাদের ভয়ে ভীত। অতএব, আমাদের সাথে আপনিও তাদের উপর হামলা করুন।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, ঠিক আছে। অতঃপর হযরত খালিদ, আবু উবাইদা ও মুসলমানরা রোমানদের উপর গিয়ে তীব্র গতিতে হামলা শুরু করলেন এবং সবাই তাকবীর ধ্বনি তুললেন। তাদের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হল এবং রোমানদের লাশ পড়তে লাগল। সাহাবীরা সকলেই বীর বিক্রমে জেহাদ করলেন। তাদের আক্রমণে কাফেররা দিশেহারা হয়ে গেল।

শত্রুদের পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতি

হযরত আমের বিন তুফাইল বলেন, আমাদের একজন রোমানদের একশ দশজনকে পরাজিত করেছিল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তারা পালানো আরম্ভ করেছে। আর আমরা দাইয়ির থেকে পূর্ব গেইট পর্যন্ত যাদেরকে পেয়েছি হত্যা করেছি। দামেস্কের লোকজন তাদের সৈন্যদের পরাজয় দেখে নগরীর দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বাইরে তাদের অনেক সৈন্য রয়ে যায়।

হযরত কাইস বিন হুরায়রা বলেন, অতঃপর আমরা তাদের কতককে হত্যা করেছি ও কতককে বন্দী করেছি।

দামেস্ক অবরোধ

হযরত খালিদ যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে হযরত আবু উবাইদাকে বললেন, আমার পরামর্শ হচ্ছে আমি পূর্ব গেটে গিয়ে অবস্থান করব, আর আপনি জাবিয়া গেটে গিয়ে অবস্থান করবেন। হযরত আবু উবায়দা বললেন, এটা সঠিক রায়।

হযরত খালিদ অর্ধেক মুসলমানকে নিয়ে পূর্ব গেটে অবস্থান গ্রহণ করলেন, আর হযরত আবু উবাইদা বাকী অর্ধেক মুসলমানকে নিয়ে জাবিয়া গেটে অবস্থান গ্রহণ করলেন । দামেস্কবাসী যখন এ অবস্থা দেখল, তখন তাদের অন্তরে ভয় ঢুকে গেল।

দুই রোমান সেনাপতিকে হত্যা

অতঃপর হযরত খালিদ দুই রোমান সেনাপতি কালুস ও আযাযীরকে উপস্থিত করলেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে হযরত খালিদ দিরার বিন আযুরকে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

সম্রাটের কাছে দামেস্কবাসীর আবেদন

দেমেস্কবাসী এ অবস্থা দেখে সম্রাটের নিকট একটি পত্র লিখল। তাতে তারা কালূস ও আযাযীরের পরিণতি, তাদেরকে ঘেরাও করে রাখার খবরসহ আরবদের কৃত সকল ব্যাপার তুলে ধরে সাহায্যের আবেদন জানাল। নতুবা তারা দামেস্ক আরবদের হাতে তুলে দিবে বলে হুমকি দেয়। তারা একজন লোককে প্রচুর অর্থ দিয়ে রাতের অন্ধকারে রশির সাহায্যে সীমানা দেয়াল পার করিয়ে রোম সম্রাটের কাছে পাঠায়।

লোকটি সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গিয়ে পৌঁছে। সম্রাটকে সে আন্তাকিয়ায় পেয়ে যায়। সম্রাটের কাছে গিয়ে সে প্রবেশের অনুমতি কামনা করে। সম্রাট তাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন । সে প্রবেশ করে সম্রাটের কাছে পত্রটি হস্তান্তর করে।

রোম সম্রাটের আর্তনাদ

সম্রাট পত্রটি পেয়ে হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং ক্রন্দন করলেন। অতঃপর সেনা কর্মকর্তাদের ডাকলেন এবং বললেন,

"হে রোমান সেনানীরা! আমি তোমাদেরকে আরবদের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলাম এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, এরা আমার সাম্রাজ্য দখল করে নিবে। কিন্তু তোমরা আমার কথা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলে। এ আরবরা দুর্ভিক্ষ ও যব ভুট্টার দেশ থেকে অধিক গাছ ও ফলমূল সম্পন্ন উর্বর দেশে এসেছে। ফলে তারা এ দেশ ও তার উর্বরতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। দৃঢ় সংকল্প ও প্রচন্ড যুদ্ধ ছাড়া তাদেরকে হটানোর আর কোন পথ নেই। যদি লজ্জানুভব না করতাম, তাহলে আমি সিরিয়া ছেড়ে দিয়ে গ্রেট কনস্টিটিনোপল চলে যেতাম, কিন্তু আমি আমার জনগণ ও দেশকে রক্ষা করার জন্য তাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত"।

তারা বলল, আরবদের দৌরাত্ম এত বেড়ে গেছে যে, স্বয়ং আপনি পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। তবে আপনি না গিয়ে এখানে থাকাই ভাল হবে।

রোমান সম্রাটের আবারো ব্যর্থ চেষ্টা

সম্রাট হিরাক্লিয়াস বললেন, তাহলে আমি তাদের মোকাবেলায় লোক পাঠাব। তারা বলল, সম্রাট! হিমসের শাসক ওয়ারদানকে তাদের মোকাবেলায় পাঠান। কারণ, আমাদের মধ্যে তার মত শক্তিবান ও যুদ্ধাভিজ্ঞ লোক আর নেই। পারস্য সম্রাট যখন আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়েছিল, তখন তিনি তাদের মোকাবেলায় বীরত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

তারা একথা বলার পর সম্রাট তাকে রাজ দরবারে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। ওয়ারদান এসে উপস্থিত হলে সম্রাট তাকে বললেন, আমি তোমাকে ডেকে আনার কারণ হচ্ছে, তুমি আমার তীক্ষ্ণ তরবারী ও মজবুত খুঁটি। অতএব, তুমি আর দেরী না করে এ মুহূর্তেই এ বার হাজার সৈন্য নিয়ে বের হয়ে পড়। যখন তুমি বা'লবাকে পৌঁছবে, তখন আজনাদীনের দিকে চলে যাবে। ওখানে গিয়ে বালকা ও জিবালুসসুওয়াদে অবস্থান করবে। সেখানে আরবরা আসবে। অতঃপর তাদের নেতা তথা আমর ইবনুল আসের সাথে থাকা সকল আরবদের হত্যা করবে।

রোমান সেনাপতি ওয়ারদানের দম্ভোক্তি

ওয়ারদান বলল,সম্রাট! আমি আপনার কথা শুনলাম ও মেনে নিলাম। শীঘ্রই আপনার কাছে খবর পৌঁছবে যে আমি আপনার কাছে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও তার সাথীদের মাথা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। আমি তাদের সবাইকে পরাজিত করব। এরপর হিজাযে প্রবেশ করব। হিজাযে প্রবেশ করে কাবা-মক্কা ও মদীনাকে ধ্বংস না করে ফিরব না।

রোমান সম্রাটের ব্যর্থ লোভ প্রদর্শন

সম্রাট তার কথা শুনে বললেন-

"ইঞ্জিলের সত্যতার শপথ! তুমি যদি তা করতে পার, তাহলে তারা যেসব অঞ্চল পদানত করেছে, সে সবের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব তোমাকে দান করব এবং এ ব্যাপারে লিখিত অঙ্গিকার করব যে, তুমি আমার পরে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর তাকে স্বর্ণের একটি ক্রুশ দিলেন। যার চার পাশে রয়েছে চারটি অমূল্য ইয়াকুত পাথর। আর তাকে বললেন, যখন তুমি শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হবে, তখন এটাকে সামনে রাখবে। এটা তোমাকে সাহায্য করবে"।

ওয়ারদান ক্রুশ নিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে মা'মুদিয়ার পানিতে ডুব দেয় এবং তাকে গীর্জায় রক্ষিত সুগন্ধি মেখে দেওয়া হয়। আর পুরোহিতরা তার জন্য কল্যাণের দু'আ করেন।

অতঃপর সে দ্রুত বের হয়ে শহরের বাইরে এসে তাঁবু স্থাপন করে। সৈন্যরা সবাই গিয়ে যখন তাঁবুর কাছে পৌঁছে, তখন সম্রাট ও তার সভাসদ তাদেরকে বিদায় জানাতে সেখানে যান। সম্রাট তাদের সাথে লোহার সেতু পর্যন্ত যাওয়ার পর তাদেরকে বিদায় জানান।

রোমান সম্রাটের গোপন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ

অতঃপর ওয়ারদান হামাতে এসে থামে এবং খুব দ্রুত আজনাদীনে অবস্থানকারী রোম সৈন্যদের কাছে একটি পত্র লিখে। পত্রে তাদেরকে আজনাদীনের সকল পথে অবস্থান গ্রহণ করার জন্য বলা হয়। যাতে আমর ইবনুল আস তাঁর সৈন্যদের নিয়ে হযরত খালিদের কাছে পৌঁছতে না পারেন।

দূত পত্র নিয়ে চলে যাওয়ার পর ওয়ারদান সেনা কর্মকর্তাদের ডেকে বলল, আমি চাই শত্রুদের অজান্তে মারাসের পথ দিয়ে গিয়ে তাদের উপর হামলা কর, যাতে তাদের কেউ প্রাণে রক্ষা না পায়

রাত হলে তারা ওয়াদিউল হায়াতের পথ দিয়ে রওয়ানা হয়।

দামেস্কবাসীর প্রতিরোধ

হযরত শাদ্দাদ বিন আউস বলেন, হযরত খালিদ কালূস ও আযাযীরকে হত্যা করার পর মুসলমানদের দামেস্কে ঢুকে পড়ার নির্দেশ দেন। তখন আমাদের কিছু লোক পাথর ও তীর নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হয়। আমাদেরকে দেখে দামেস্কেবাসী দেওয়ালের উপর থেকে আমাদের দিকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। আমরা তাদেরকে অবরোধ করে রাখলাম। এতে তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় করল। আমরা তাদেরকে বিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখলাম।

অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীর সাথে যুদ্ধ

বিশদিন পর নাবী বিন মুররা খবর নিয়ে আসল, রোম সৈন্যরা আজনাদীনে উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা বিপুল। তখন হযরত খালিদ জাবিয়া নগরীর দিকে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সেখানে অবস্থানরত হযরত আবু উবাইদাকে আজনাদীনে রোমান সৈন্যদের উপস্থিতির খবর দেওয়া এবং তাদের মোকাবেলায় কি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করা। তিনি গিয়ে বললেন–

يا أمين الأمة إنى رأيت أن ترحل من دمشق إلى أجنادين, ونلقى مـــن هناك من الروم, فإذا نصرنا الله عليهم عدنا إلى قتال هؤلاء القوم.

"ওহে আমীনুল উম্মাহ আপনার দামেস্ক থেকে আজনাদীনের দিকে চলে যাওয়া ভাল মনে করছি। আমরা সেখানে গিয়ে রোমানদের মোকাবেলা করব। যখন আল্লাহ আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন, তখন আমরা এদের সাথে লড়াই করার জন্য ফিরে আসব"।

হযরত আবু উবাইদা রা. বললেন, এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। হযরত খালিদ বললেন, কেন? হযরত আবু উবাইদা বললেন,আমরা যখন আজনাদীনের দিকে চলে যাব, তখন দামেস্কের লোকেরা বের হয়ে আমাদের দখলে আনা স্থানগুলো অধিকার করে নেবে।

রোমানদের মোকাবেলায় হযরত দিরারকে প্রেরণ

হযরত আবু উবায়দা একথা বলার পর হযরত খালিদ বললেন, ওহে আমীনুল উম্মাহ! আমি তাহলে এমন একজন লোককে পাঠাব, যিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না। যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি খুব পারদর্শী। তার বাপ ও দাদা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। বললেন, ওহে আবু সুলাইমান! তিনি কে? বললেন, তিনি দিরার বিন আযূর বিন তারিক।

হযরত আবু উবায়দা রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি যথার্থ ব্যাক্তি নির্বাচন করেছেন এবং একজন প্রসিদ্ধ ত্যাগী ব্যক্তির কথা বলেছেন। অতএব, তাই করুন।

এ কথা শুনে হযরত খালিদ গিয়ে দিরার বিন আযুরকে তলব করলেন। তিনি এসে সালাম করলেন। হযরত খালিদ তাকে বললেন-

يا ابن الأزور إنى اردت أن أقدمك على خمسة الاف قد باعوا أنفسهم لله عز وجل واختاروا دار البقاء والاخرة على الأولى, وتسيروا إلى القاء هؤلاء القوم الذين وردوا علينا, فإن رأيت لك فيهم طمعا فقاتلهم, وإن رأيت أنك لا تقدر عليهم فابعث الينا رسولك.

"ওহে আযূরের ছেলে! আমি আপনাকে এমন পাচ হাজার লোকের আমীর বানাতে চাচ্ছি, যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের প্রাণ বিক্রি করে দিয়েছে এবং দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং যে সব লোক আমাদের বিরুদ্ধে অভিযানে এসেছে তাদের দিকে রওয়ানা হতে চাচ্ছে। যদি আপনি তাদেরকে পরাজিত করার সম্ভাবনা দেখেন, তাহলে তাদের সাথে লড়াই করবেন। আর যদি মনে করেন যে, আপনি তাদের মোকাবেলা করার শক্তি রাখেন না, তাহলে আপনার পক্ষ থেকে আমাদের নিকট একজন দূত পাঠাবেন"।

জিহাদ পাগল হযরত দিরারের আনন্দ

এ কথা শুনে হযরত দিরার বললেন-

وافرحتاه, والله يا ابن الوليد ما دخل قلبى مسرة أعظم من هذه, فاتركنى أسير وحدى.

"উহ! কি আনন্দ! আল্লাহর কসম হে ইবনে ওয়ালীদ! আমার অন্তরকে অন্য কোন বস্তু এ প্রস্তাবের চেয়ে অধিক আনন্দ দিতে পারেনি। আপনি অনুমতি দিন, আমি একাই তাদের সাথে লড়াই করার জন্য চলে যাই"।

হযরত খালিদ বললেন, আমি জানি যে আপনি দিরার। তবে আপনি একা গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। আপনার সাথে যে সব মুসলমান যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তাদেরকে সাথে নিয়ে যান।

হযরত দিরার তড়িঘড়ি প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, যাতে সৈন্যরা সবাই আপনার নিকটে এসে উপস্থিত হতে পারে। দিরার বললেন, আমি দেরী করব না। যাকে আল্লাহ জিহাদের জন্য

কবুল করবেন, সে আমার কাছে এসে পৌছবে। অতঃপর দিরার বাহনে সওয়ার হয়ে দ্রুত চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তিনি বাইত লাহয়া নামক স্থানে এসে পৌছেন। এ জায়গায় মূর্তি তৈরী করা হত। তিনি সেখানে এসে থামলেন। কিছুক্ষণ পর তার সাথীরা সবাই এসে পৌছল।

রোমান সৈন্যদের আগমন ও হযরত দিরারের সাহসী উচ্চারণ

সবাই উপস্থিত হওয়ার পর হযরত দিরার সামনের দিকে তাকালেন। দেখলেন, রোম বাহিনী বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় ধেয়ে আসছে। তারা সবাই বর্ম পরিহিত। সূর্যের আলোতে তাদের যুদ্ধাস্ত্র গুলো ঝলমল করছে। সাহাবীরা তাদেরকে দেখে হযরত দিরারকে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা এক বিশাল বাহিনী। তাই এখন আমাদের উচিৎ হবে ফিরে যাওয়া।
তাদের কাপুরুষোচিত কথার উত্তরে হযরত দিরার বললেন-

والله لازلت أضرب بسيفى فى سبيل الله وأتبع من أناب إلـــى الله, ولا يرانى الله مهزوما , ولا أولى الدبر لأن الله تعالي يقول : فَلاَ تُوَلُّوهُـــمُ الأَدْبَارَ وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ.

"আমি আল্লাহর রাস্তায় আমার তরবারী চালাতে থাকব এবং তার অনুসরণ করব যে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আল্লাহ আমাকে পরাজিত হওয়া ও পলায়ন করা থেকে রক্ষা করবেন। কারণ, তিনি বলেছেন, তোমরা পলায়ন করো না। যে সেদিন যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন বা কোন দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া পলায়ন করবে,সে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হল"।

রাফে বিন উমাইরার ভাষণ

দিরারের কথা শেষ হলে রাফে বিন উমাইরা আততাঈ দাঁড়িয়ে বললেন-

ياقوم وما الخيفة من هؤلا العلوج ؟ أما نصركم الله فى مواطن كثـــيرة وواجهنا الجموع الكثيرة و اليسيرة, فاتبعوا سبيل المؤمنين و تضرعوا إلى رب العالمين وقولوا كما قال قوم طالوت عند لقائهم جالوت: ربنـــا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

"ওহে লোকজন! এ বন্য মোটা গাধাদের কেন ভয় করছেন? আল্লাহ কি আপনাদেরকে অনেক রণাঙ্গনে সাহায্য করেন নি ? সাহায্য ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল। আমাদের বাহিনীতো বড় ছোট অনেক দলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে। অতএব, মুমিন পুরুষদের অনুসরণ করুন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করুন। জালুতের সাথে যুদ্ধের সময় তালুতের বাহিনী যে কথা বলেছিল, আপনারা সে কথার পুনরাবৃত্তি করুন। তারা বলেছিল, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ধৈর্য ধরার শক্তি দিন ও দৃঢ়পদ রাখুন। আর আমাদেরকে কাফিরের দলের উপর বিজয় দান করুন"।

হযরত দিরার তাদের একথা শুনলেন এবং জানতে পারলেন যে তারা দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে ক্রয় করে নিয়েছে। তখন তিনি তার লোকজনকে বাইত লাহয়ায় লুকিয়ে যেতে বললেন এবং নিজে পাজামা পরে খোলা গায়ে ও অস্ত্র ছাড়া একটি আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। হাতে ছিল একটি লাঠি। এ অবস্থায় তিনি তার সাথীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন।

যুদ্ধের সূচনা ও হযরত দিরারের বীরত্ব

আমর বিন দারিম বলেন, আমি বাইত লাহয়ার দিন দিরার বিন আযুরের সৈন্যদের একজন ছিলাম। শত্রুরা যখন নিকটবর্তী হল, তখন দিরার তাদের মোকাবেলায় সবার আগে বের হয়ে পড়েন। তাঁর বের হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানরাও সবাই তাকবীর ধ্বনি সহকারে তার অনুসরণ করে। তাকবীর ধ্বনিতে মুশরিকরা ভীত হয়ে পড়ে। তারা গিয়ে দ্রুত শত্রুদের উপর হামলা শুরু করে।

হযরত দিরার সবার আগে থেকে যুদ্ধ করছিলেন। তার যুদ্ধের তীব্রতা দেখে শত্রুরা ভীত বিহবল হয়ে পড়ে। ওয়ারদানও যুদ্ধের প্রথম কাতারে ছিল এবং তার মাথায় তাদের ক্রুশ লাগানো ছিল। হযরত দিরার তাকে দেখে যখন বুঝলেন, সে শত্রুদের সেনাপতি ,তখন তিনি তার দিকে গিয়ে তার উপর বেপরোয়া হামলা চালালেন। হামলায় তার ক্রুশ মাটিতে পড়ে যায়। ক্রুশ মাটিতে পড়ে গেলে তখন সে মনে করল, পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই সে তা তুলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু সুযোগ পেল না। তবে একদল মুসলমান তা তুলে নেওয়ার জন্য বাহন থেকে নেমে গেল। হযরত দিরার তাদেরকে দেখে বললেন, ওহে মুসলমানরা! ক্রুশের মালিক আমি। তোমরা ওটার লোভ করো না। রোমানদের সাথে যুদ্ধ শেষ হলে সেটা আমি তুলে নিব। তোমরা এখন যুদ্ধ চালিয়ে যাও।

ওয়ারদান একথা শুনল। সে আরবী বুঝত। তাই সে পলায়ন করার ইচ্ছা করল। তখন সেনা কর্মকর্তারা বলল, ওহে নেতা! আপনি কি শয়তানের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন?

দিরার ওয়ারদানের অবস্থা দেখে যখন বুঝতে পারলেন, সে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি হুংকার ছেড়ে তার দিকে যেতে লাগলেন এবং তার বর্শা সামনের দিকে লম্বা করে রাখলেন। রোম সৈন্যরা তাকে এ অবস্থায় দেখে চিৎকার দিয়ে বললো, সবাই তাকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলো। তখন তিনি এ পংক্তি আবৃত্তি করছিলেন-

الموت حق أين لى منه المفر وجنة الفردوس خير المستقر

هذا قتالى فاشهدوا يامن حضر وكل هذا فى رضا رب البشر

মৃত্যু তো একটি অনিবার্য সত্য ব্যাপার। তা থেকে আমার পালিয়ে যাওয়ার কোন স্থান নেই। আর জান্নাতুল ফিরদাউসই হচ্ছে সর্বোত্তম আবাসস্থল।

এটা আমার যুদ্ধ। অতএব, হে উপস্থিত লোকজন! তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমার এসব কাজ একমাত্র মানুষের প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

এ পংক্তি আবৃত্তি করতে করতে তিনি রোমানদের মাঝে গিয়ে তাদের উপর হামলা শুরু করেন। তার অনুসরণে মুসলমানরাও রোমদের উপর হামলা করে। রোমানরা তাদেরকে ঘিরে ফেলে। হিমসের শাসক ওয়ারদান হযরত দিরারের উপর বর্শা তাক করে এবং রোম সেনা কর্মকর্তারা তাকে ঘিরে ফেলে। হযরত দিরার চতুর্দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করে চলছেন এবং তিনি যাদের উপর আঘাত করেছেন, তারা প্রায় সকলেই নিহত হচ্ছে। তার আঘাতে শত্রুদের অনেক লোক নিহত হয়। তিনি এসময় কুরআনের এ আয়াত-

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

"আল্লাহ নিশ্চয় তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় শক্তভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে লড়াই করে"-পড়ে পড়ে মুসলমানদেরকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে রোমানরা সকলে মিলে চতুর্দিক থেকে হযরত দিরারের উপর আক্রমণ করা শুরু করে।

সেনাপতি ওয়ারদান এর পুত্র হামদান নিহত

যুদ্ধ প্রচন্ড রূপ নেয়। ওয়ারদানের পুত্র হামদান গিয়ে হযরত দিরারের উপর তীর নিক্ষেপ করে। তীর হযরত দিরারের ডান বাহুতে বিদ্ধ হয়। তিনি ব্যথা অনুভব করা সত্ত্বেও হামদানকে তার বর্শা দ্বারা আঘাত করেন। বর্শা তার বুকে বিদ্ধ হয়ে পিঠের হাড়ে আঘাত হানে। চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা বের করা সম্ভব হলো না।

বন্দী হলেন বীর দিরার

তারা হযরত দিরারের উপর আক্রমণ করে তাকে বন্দী করে ফেলে। সাহাবীরা তার বন্দী হওয়া দেখে তাকে মুক্ত করার জন্য শত্রুদের উপর আরো তীব্রভাবে আঘাত হানতে শুরু করে। কিন্তু তারা তাকে মুক্ত করতে সক্ষম হলো না । ফলে তারা যুদ্ধ না করে চলে যেতে চাইল ।

রাফে' বিন উমাইরার নেতৃত্ব গ্রহণ

তখন রাফে বিন উমাইরা আততাঈ বললেন-

ياأهل القرآن إلى أين تريدون ؟ أما علمتم أن من ولى ظهره لعدوه فقد باء بغضب من الله,وأن الجنة لها أبواب لا تفتح إلا للمجاهدين, الصبر الصبر, الجنة الجنة, يا أهل الكتاب كروا على الكفار عباد الصلبان, و أنا معكم فى أوائلكم, فإن كان صاحبكم أسر أو قتل فإن الله حى لا يموت, وهو يراكم بعينه التى لا تنام.

"ওহে কুরআনবাহকেরা! তোমরা কোথায় যেতে চাচ্ছ ? তোমরা কি জান না, যে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়, সে আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয় ? আর তোমরা কি জান না যে,জান্নাতে এমন কিছু দরজা রয়েছে যা মুজাহিদগন ছাড়া আর কারো জন্য খোলা হবে না ? ধৈর্য এবং ধৈর্য ধারণ কর এবং জান্নাত এবং জান্নাতের কথাই স্মরণ কর। হে কুরআনের অনুসারীরা! ক্রুশের পূজারী কাফিরদের উপর হমলা কর । আমি তোমাদের সাথে প্রথম কাতারে আছি । যদি তোমাদের আমীর গ্রেফতার বা নিহত হয়, তো আল্লাহ তো জীবিত আছেন, তিনি তো কখনো মরবেন না । তিনি তোমাদেরকে তার বিনিদ্র চোখ দিয়ে দেখছেন"।

তার এ জ্বালাময়ী বক্তব্য শুনে মুসলমানরা ফিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকল এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকল ।

হযরত খালিদের আক্রমণ

অন্যদিকে হযরত খালিদের কাছে এখবর পৌঁছে যায় যে, দিরার রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছেন এবং তিনি তাদের অনেক লোককে হত্যা করেছেন । ফলে হযরত খালিদ বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, শত্রুদের সংখ্যা কত ? বলা হল, বার হাজার। হযরত খালিদ বললেন, আমি তো মনে করি এ সংখ্যা তেমন বেশি নয় । তারা আমাদের লোকদেরকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে ।

অতঃপর তিনি তাদের নেতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন । বলা হল, তাদের নেতা হিমসের শাসক ওয়ারদান । দিরার তার ছেলে হামাদানকে হত্যা করেছেন । একথা শুনে হযরত খালেদ বললেন-

لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم

"আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোন শক্তি ও সামর্থ নেই" ।

অতঃপর তিনি হযরত আবু উবাইদার কাছে লোক পাঠিয়ে পরামর্শ চাইলেন।

হযরত আবু উবাইদা জবাবে বললেন, যাকে আপনি ভাল মনে করেন তাকে পূর্ব গেইটে রেখে আপনি তাদের কাছে চলে যান । ইনশাআল্লাহ আপনি তাদেরকে ঘিরে ফেলতে পারবেন।

হযরত খালিদের নিকট এ জবাব পৌঁছার পর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো সেই লোক নই যে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করে।

অতঃপর তিনি হযরত মায়সারা বিন মাসরুক আল আবাসীকে এক হাজার সৈন্য দিয়ে দামেস্কের পূর্ব গেইটে গিয়ে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দিলেন । আর তাকে বললেন, সাবধান! আপনি কোন অবস্থাতেই এ জায়গা থেকে কোথাও যাবেন না। হযরত মায়সারা বললেন, ঠিক আছে ।

অতঃপর হযরত খালিদ তার সাথে বের হওয়া লোকদের বললেন, তীর ,বর্শা ও তরবারী নিয়ে প্রস্তুত থাকুন । যখন শত্রুদের কাছে গিয়ে পৌঁছব, তখন সবাই এক যোগে তাদের উপর আক্রমণ করব, যাতে হযরত দিরার বেঁচে থাকলে তাকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। আল্লাহর কসম! যদি তারা তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ আমরা অবশ্যই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। আর আল্লাহর কাছে কামনা করছি যেন তিনি তার বন্দী হওয়ার কারণে আমাদেরকে বিমূঢ় হওয়া থেকে রক্ষা করেন । অতঃপর হযরত খালিদ সৈন্যদের সম্মুখে গিয়ে এ কবিতা আবৃত্তি করেন-

اليوم يوم فاز فيه من صدق لا أرهب الموت إذا الموت طرق
لأروين الرمح من زوى الحدق لأهتكن البيض هتكا والدرق
عسى أرى غدا مقام من صدق فى جنة الخلد وألقى من سبق

আজ যে সত্যবাদীতা প্রদর্শন করেছে, সে সফলকাম হয়েছে। মৃত্যু যদি আগমন করে তাহলে আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না ।

আমি অবশ্যই শত্রুকে বর্শা দ্বারা সিক্ত করাব ও তাদের শিরস্ত্রাণ ও ঢাল ভেঙ্গে চুরমার করবো।

হয়তো আগামীতে আমি চিরস্থায়ী জান্নাতে সত্যবাদীর আসন গ্রহণ দেখতে পাবো এবং যারা পূর্বে চলে গেছে তাদের সাথে মিলিত হব।

বীরঙ্গনা খাওলা বিনতে আযুর রা.

হযরত খালিদ উপরোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিলেন। এসময় হঠাৎ করে তিনি একজন অশ্বারোহীকে দেখতে পান, যার ঘোড়াটি লম্বা ও তার হাতে রয়েছে একটা লম্বা বর্শা । তার হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একজন সাহসী ও পারদর্শী যোদ্ধা। তার চেহারা ঢাকা ও তার পরনে রয়েছে একটি কাল কাপড় এবং মাথায় রয়েছে সবুজ পাগড়ী, যা পিছনের দিকে ঝুলানো। তাকে সবার আগে দেখা যাচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। হযরত খালিদ তাকে দেখে বললেন, এ অশ্বারোহী কে জানতে পারতাম? সে অবশ্যই একজন বীর অশ্বারোহী। অতঃপর হযরত খালিদ ও মুসলিম সৈন্যরা তার পেছনে চলতে লাগলেন । আর এ অশ্বারোহী সবার আগে মুশরিকদের মোকাবেলায় যুদ্ধে শরীক হন।

হযরত রাফে' বিন উমাইরা আততাঈ ও তার সাথে থাকা মুসলমানরা মুশরিক রোমানদের সাথে ধৈর্য সহকারে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন । হঠাৎ করে তারা দেখতে পেলেন, হযরত খালিদ তার বাহিনী নিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছেন। ইতোপূর্বে তারা তার কাছে সাহায্যের জন্য খবর পাঠিয়েছিলেন। তারা আরো দেখতে পেলেন, একটি লোক সবার আগে এসে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত রোমান সৈন্যদের মাঝে ঢুকে পড়ে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর তাদের উপর কিছুক্ষণ তরবারী চালানোর পর রক্তাক্ত তরবারী নিয়ে মুসলমানদের দিকে চলে আসে । তার আঘাতে অনেক রোমান সৈন্য আহত ও নিহত হয় । তার এই বীরত্ব প্রদর্শন ছিল আত্মঘাতী তৎপরতার মত। অতঃপর রোমান সৈন্যদের মাঝে আবারো বীর

দর্পে ছুটে যায় এবং তাদের উপর বেপরোয়া আঘাত হানতে থাকে। রোমান সৈন্যরা তার এ সাহসিকতা দেখে অস্থির হয়ে পড়ে।

হযরত রাফে' বিন উমাইরা ও তার সাথীরা মনে করলেন, লোকটা হযরত খালিদ এবং তারা বলাবলি করতে আরম্ভ করল যে হযরত খালিদ ছাড়া এ ধরণের আক্রমণ আর কেউ করতে পারে না। এ সময় দেখা গেল, হযরত খালিদ কয়েকজন অশ্বারোহীসহ তাদের সামনে উপস্থিত।

তাকে দেখে হযরত রাফে' বিন উমাইরা বললেন, আপনার আগে যে অশ্বারোহী এলেন তিনি কে? তিনি তার প্রাণ হাতে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করছেন। হযরত খালিদ বললেন, তিনি আমার কাছে আপনাদের চেয়ে বেশি অপরিচিত। তখন হযরত রাফে' বললেন, লোকটা রোম সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে ডুবে আছেন এবং ডানদিক ও বামদিক তরবারী চালাচ্ছেন।

অতঃপর হযরত খালিদ মুসলমানদের বললেন, সবাই শত্রুর উপর হামলা করুন এবং যে আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করছে তাকে সাহায্য করুন। তখন সবাই নিজ নিজ অস্ত্র হাতে নিয়ে একে অপরের সাথে মিলে মিলে দাঁড়াল। হযরত খালিদ ছিলেন তাদের সামনে। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, রোমান সৈন্যদের ভিতর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় একজন অশ্বারোহী বের হয়ে আসছেন। তার পিছনে রোমান অশ্বারোহীরাও আসছে এবং যখনই কোন রোম অশ্বারোহী তার কাছে এসে পৌঁছছে, সাথে সাথে তার উপর হামলা করে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থা দেখে হযরত খালিদ মুসলমানদের নিয়ে রোম সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ওই অশ্বারোহীও তাদের সাথে মিলে শত্রুদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। অতঃপর যুদ্ধ থেমে গেলে মুসলমানরা তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তখন হযরত খালিদ ও মুসলমান সৈন্যরা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তুমি আল্লাহর রাস্তায় প্রান-পণ যুদ্ধ করেছ ও শত্রুদের উপর জয় লাভ করেছ। দয়া করে তোমার মুখোশটা খুল। কিন্তু তিনি তাদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে রোমান সৈন্যদের দিকে চলে যান। তখন চতুর্দিক থেকে রোমান সৈন্যরা চিৎকার দিল। তাদের সাথে সাথে মুসলমানরাও চিৎকার দিয়ে উঠল এবং বলল, ওহে বীর পুরুষ! তোমাকে আমীর সাহেব তোমার পরিচয় জিজ্ঞেস করছেন আর তুমি তার দিকে তাকাচ্ছনা যে! তোমার নাম ও পরিচয় বল যাতে তোমার সম্মান আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি।

অতঃপর যখন তিনি হযরত খালিদ থেকে একটু দুরে চলে গেলেন তখন

হযরত খালিদ নিজেই তার দিকে গিয়ে তাকে বললেন, কী অবস্থা, তুমি তোমার তৎপরতা দ্বারা লোকজনের অন্তর এমনকি আমার অন্তর পর্যন্ত অস্থির করে তুলেছ, বল তুমি কে?

হযরত খালিদ যখন তার পরিচয় জানার জন্য কঠোর হলেন, তখন তিনি তার মুখোশের ভিতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠে বললেন, ওহে আমীর সাহেব! আমি কেবল লজ্জার কারণেই আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি । কারণ, আপনি একজন মহান আমীর। আর আমি হলাম গৃহিনী পর্দানশীল এক নারী। আর আমার এভাবে এসে যুদ্ধ করার কারণ হচ্ছে, আমার হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে পুড়ে যাচ্ছে।

হযরত খালিদ বললেন তুমি কে ? বললেন, আমি মুশরিকদের হতে বন্দী দিরারের বোন খাওলা বিনতে আযূর। আমি আরব মেয়েদের সাথে অবস্থান করছিলাম। এক লোক এসে বলল, দিরার বন্দী হয়েছে । তখন আমি ঘোড়ায় সওয়ায় হলাম এবং যা করার তা করলাম ।

হযরত খালিদ বললেন, আমরা তাদের উপর এক যোগে হামলা করব এবং আল্লাহর নিকট আশা করি তোমার ভাই পর্যন্ত পৌঁছে আমরা তাকে মুক্ত করে আনতে পারব।

হযরত আমের বিন তুফাইল বলেন, যখন খাওলা ও মুসলমানরা সবাই শত্রুদের উপর হামলা করছিল, তখন আমি হযরত খালিদ এর ডান পাশে ছিলাম। খাওলা তার সামনে থেকে হামলা করছিল, রোম সৈন্যরা তার হামলার ভয়ে অস্থির ছিল এবং তারা বলাবলি করছিল, যদি সকল মুসলিম সৈন্য এ অশ্বারোহীর (খাওলা) ন্যায় হত, তাহলে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া আমাদের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভবপর ছিল না।

হযরত খালিদ যখন মুসলমানদের নিয়ে রোমানদের উপর হামলা করেন, তখন রোমানরা আর স্থির থাকতে সক্ষম হলো না।

ওয়ারদান তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা তাদের মোকাবেলায় স্থির থাক। যদি তোমাদেরকে তারা দৃঢ়পদ দেখতে পায় তাহলে তারা পালিয়ে যাবে এবং দামেস্কবাসী বের হয়ে তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করবে।

মুসলমানরা রোমানদের সাথে দৃঢ়পদ থেকে যুদ্ধ করলো এবং হযরত খালিদ কিছু মুসলমানকে নিয়ে তাদের উপর বড় আকারে হামলা করে রোমান সৈন্যদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিলেন। অতঃপর হযরত খালিদ তাদের

সেনাপতি ওয়ারদানের দিকে যেতে চাইলে দেখলেন, বর্মপরা ও অস্ত্র ধারী কিছু লোক তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। তা দেখে হযরত খালিদ মুসলমানদেরকে নিয়ে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালালেন। উভয় দল চাইল শত্রু সেনাপতিকে হত্যা করার জন্য ।

অন্যদিকে হযরত খাওলা তার ভাইয়ের খোঁজে এদিক-ওদিক দৌড়া দৌড়ি করছিলেন। দুপুর হয়ে গেল। কিন্তু খাওলা তার ভাইয়ের কোন খোঁজ পেলেন না। দুপুর হলে উভয় দল যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। যুদ্ধে মুসলমানরা জয়ী হল ও শত্রুদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য হতাহত হল । অত:পর উভয় দল নিজ নিজ তাবুতে গিয়ে অবস্থান করল। মুসলমানদের বীরত্ব দেখে রোমান সৈন্যদের অন্তর কাঁপছিল। তারা পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করল । কিন্তু সেনাপতি ওয়ারদানের ভয়ে পালানো থেকে বিরত থাকে।

দিরারের শোকে পাগল প্রায় বোন খাওলা

মুসলমানরা তাদের তাঁবুতে গিয়ে অবস্থান করার পর তাদের সামনে হযরত খাওলা এসে উপস্থিত হলেন এবং একজন একজন করে সবার কাছে তার ভাইয়ের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কেউ তাকে বলতে সক্ষম হলো না, সে তাকে দেখেছে বা বন্দী হতে দেখেছে অথবা নিহত অবস্থায় দেখেছে। তখন খাওলা তার ভাইয়ের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে জোরে ক্রন্দন করেন এবং বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, আমি জানি না তারা তোমাকে কোন স্থানে নিক্ষেপ করেছে বা কোন বর্শা দিয়ে আঘাত করেছে কিংবা কোন তরবারী দ্বারা হত্যা করেছে? ভাই! তোমার বোন তোমার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আমি যদি তোমাকে দেখতে পেতাম, তাহলে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে আসতাম। আমি জানি না, তোমাকে আর দেখতে পাব কিনা। তুমি তোমার বোনের অন্তরে আগুন জ্বেলে গেছ যা কখনো নিভবে না। জানি না তুমি নবীজি সা. এর সামনে শহীদ হওয়া তোমার পিতার সাথে মিলিত হয়েছ কিনা। অতএব, তোমার সাথে দেখা হওয়া পর্যন্ত আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সালাম রইল।

হযরত খাওলার এসব কথা শুনে মুসলমানরা অঝোরে কাঁদল এবং হযরত খালিদ ও কাঁদলেন। অতঃপর তিনি পুণরায় হামলা করার ইচ্ছা করলেন।

বন্দী রোমান সৈন্যদের জবানবন্দি

তখন দেখা গেল, রোমানদের একটি দল বের হচ্ছে। তাদের দেখে মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। হযরত খালিদ তাদের নিয়ে

রোমানদের দিকে অগ্রসর হলেন । যখন তিনি তাদের নিকটবর্তী হলেন, তখন মুসলমানদের নিয়ে তাদেরকে বর্শা ও তরবারী দ্বারা স্বাগতম জানালেন এবং তাদের দিকে পায়ে হেটে গিয়ে আক্রমণ করতে চাইলেন। তখন তারা নিরাপত্তা চেয়ে চিৎকার দিল।

হযরত খালিদ বললেন, তাদের উপর আর আক্রমণ না করে ধরে নিয়ে আস। তাদেরকে নিয়ে আসা হলে হযরত খালিদ বললেন, তোমাদের পরিচয় কী ?

তারা বলল, আমরা ওয়ারদানের সৈন্য, আমাদের বাড়ী হিমসে। এখন আমাদের নিকট এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সে আপনাদের সাথে যুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবে না। অতএব, আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন এবং অন্যান্য লোকদের মতো আমরা আপনাদের সাথে সন্ধি করতে চাই । প্রতিবছর যে পরিমাণ অর্থ আপনারা চাচ্ছেন সে পরিমাণ অর্থ আপনাদের দিতে আমারা প্রস্তুত রয়েছি। হিমসের সকল লোক আমাদের এ কথার সাথে একমত পোষণ করবে।

হযরত খালিদ বললেন, আমি যখন তোমাদের দেশে পৌঁছাবো, তখন যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ তোমাদের সাথে সন্ধি হবে। এখন তোমাদের সাথে সন্ধি চুক্তি করার সুযোগ নেই। তোমরা আমাদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ধরনের ফয়সালা না আসা পর্যন্ত আমাদের সাথে থাক।

হযরত দিরারের খোঁজে সৈন্য প্রেরণ

হযরত খালিদ তাদেরকে বললেন, আমাদের যে লোক তোমাদের নেতার ছেলেকে হত্যা করেছে, তার ব্যাপারে তোমরা কোন কিছু জান ?

তারা বলল, উনি মনে হয় সে নাঙ্গা শরীরের লোক. যিনি আমাদের সাথে তীব্র যুদ্ধ করেছেন এবং ছেলেকে হত্যা করে আমাদের নেতাকে ব্যথিত করেছেন।

হযরত খালিদ বললেন, তার কথাই জিজ্ঞেস করছি।

তারা বলল, ওয়ারদান তাকে একটি খচ্চরের উপর সওয়ার করিয়ে একশত অশ্বারোহী সহকারে হিমসের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেন হিমসের লোকেরা তাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যায় এবং তার অপরাধের জন্য সম্রাট বিচার করেন।

একথা শোনে হযরত খালিদ খুশী হলেন এবং হযরত রাফে' বিন উমাইরা আততাঈকে ডেকে বললেন, ওহে রাফে! আমার জানা মতে তোমার মত

পথ-ঘাট চিনে এরকম লোক আর নেই। তুমিই আমাদেরকে নিয়ে সামাওয়াত থেকে আসার পথে মরুভূমির পথ অতিক্রম করেছ এবং উটদের কে পিপাষার্ত করে সেগুলোকে পানি পান করিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করেছিলে আর আমাদেরকে 'আরাকা' পার করিয়েছিলে। আমাদের পূর্বে এ উচুঁ মরুভুমি আর কোন বাহিনী অতিক্রম করেনি। তোমার মত কৌশলী আমাদের মাঝে আর কেউ নেই। অতএব, তুমি যাকে পছন্দ কর তাকে নিয়ে যাদের মাধ্যমে তাকে পাঠানো হয়েছে তাদের পদাঙ্ক অনুসরন করে দ্রুত রওয়ানা হয়ে যাও। হতে পারে তাদেরকে তুমি পথে পেয়ে যাবে এবং এটা যদি করতে পার তাহলে তা আমাদের জন্য মহা আনন্দের কারণ হবে।

রাফে বললেন, ঠিক আছে। অতঃপর তিনি একশজন দক্ষ অশ্বারোহী বাছাই করে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

দিরারের খোঁজে রাফে বিন উমাইরার নেতৃত্বে একদল মুসলমান রওয়ানা হওয়ার এ সুসংবাদ খাওলার কাছে পৌঁছলে আনন্দে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়। তিনি দ্রুত অস্ত্র নিয়ে বাহনে সওয়ার হয়ে হযরত খালিদের নিকট চলে আসলেন। এসে তাকে বললেন, আমি মুহাম্মদ সা.- এর দোহাই দিয়ে আপনার কাছে আবেদন করছি, রাফে'র সাথে আমাকেও পাঠানো হোক। তখন হযরত খালিদ রাফে'কে বললেন, তুমি এর বীরত্বের ব্যাপারে অবগত আছ। অতএব, তোমার সাথে তাকেও নাও। রাফে' বললেন ঠিক আছে।

মুক্ত হলেন হযরত দিরার

খাওলা রাফে'র সাথে রওয়ানা হওয়া দলটির পিছনে পৃথক ভাবে চলছিলেন। হযরত রাফে' যখন সুলাইমা নামক স্থানের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন, তখন ওদের গমনের নিদর্শন দেখা যায় কিনা তা পরখ করার জন্য সেদিকে তাকালেন। অতঃপর তার সাথীদেরকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর। ওরা এখনও এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি। অতঃপর তিনি সাথীদেরকে নিয়ে ওয়াদিউল হায়াতে আত্মগোপন করলেন।

তারা আত্মগোপন করতে যাচ্ছে- এমন সময় দেখা গেল, ওদের আগমনের ফলে পথে ধুলো উড়ছে। তখন রাফে তার সাথীদেরকে বললেন, হিম্মতের সাথে সবাই প্রস্তুত থাকুন। তারা হিম্মত নিয়ে শত্রুদের আগমনের অপেক্ষায়

ওঁৎ পেতে রইলো। কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুরা এসে পৌছল। দেখা গেল, হযরত দিরারকে তারা সবাই ঘিরে রেখেছে। এ অবস্থা দেখে হযরত রাফে মুসলমানদের নিয়ে আল্লাহু আকবার বলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দিরারকে মুক্ত করেন। শত্রুদের সবাইকে খতম করে তাদের মাল সামানা তুলে আনা হয়।

হযরত রাফে ও তার সাথীরা যখন দিরারকে নিয়ে চলে আসছিল, তখন পথে দেখতে পায় যে, রোমানরা জীবন নিয়ে পালিয়ে আসছে। তারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাচ্ছেও না।

হযরত খালিদ দিরারের খোঁজে রাফে বিন উমাইরের নেতৃত্বে একশ অশ্বারোহী পাঠানোর খবর শোনে ওয়ারদান খুব চিন্তিত হল। অন্যদিকে রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের হামলার মুখে টিকতে না পেরে পলায়ন শুরু করল। সবার আগে যে পলায়ন করল সে হল ওয়ারদান। মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে তাদের মাল সামানা ও অস্ত্র নিয়ে নেয় এবং তাদেরকে ওয়াদিউল হায়াত পর্যন্ত তাড়িয়ে দেয়। পথিমধ্যে হযরত রাফে বিন উমাইরা ও দিরার বিন আযূরের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো। তারা তাদেরকে সালাম দেয় এবং দিরারকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে ও তাকে অভিনন্দন জানায়। হযরত খালিদ রাফে'র প্রশংসা করেন। অতঃপর সকলকে নিয়ে দামেস্কে ফিরে আসেন। তারা বিজয় অর্জন করায় ওখানে অবস্থানকারী মুসলমানরা আনন্দিত হল ।

রোম সম্রাটের আরেকটি ব্যর্থ চেষ্টা

আজনাদীনে রোম সৈন্যদের পরাজয় ও ওয়ারদানের ছেলে হামদান নিহত হওয়ার খবর রোম সম্রাটের কাছে পৌছলে তিনি সিরিয়ার কর্তৃত্ব তার হাতছাড়া হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। অতঃপর ওয়ারদানের নিকট এ পত্রটি লিখেন-

أما بعد, فإنه قد بلغنى أن جياع الأكباد وعراة الأجساد قد هزموك وقتلوا ولدك رحمه المسيح ورحمك, ولولا أنى أعلم أنك فارس الحرب ومجيد الطعن والضرب لحل عليك سخطى والان مضى ما مضى, وقد بعثت إلى أجنادين تسعين ألفا, وقد أمرتك عليهم, فسر

نحوهم وأنجد أهل دمشق وأنفذ بعضهم ليمنعوا من فى فلسطين مـــن العرب وحل بينهم وبين أصحابهم وانصر دينك وصاحبك.

"পরকথা, আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, ক্ষুধার্ত ও নাঙ্গা শরীরওয়ালারা তোমাকে পরাজিত করেছে এবং তোমার ছেলেকে হত্যা করেছে। মসীহ তাকে ও তোমাকে রহম করুন। আমি যদি তোমাকে বীর ও আক্রমনে দক্ষ বলে না জানতাম, তাহলে তোমার উপর আমি অসন্তুষ্ট হতাম। যা হয়েছে হয়ে গেছে। এখন আমি আজনাদীনে নব্বই হাজার সৈন্য পাঠিয়েছি এবং তোমাকে তাদের সেনাপতি মনেনিত করেছি। অতএব, তুমি তাদেরকে নিয়ে দামেস্কবাসীকে রক্ষা কর এবং তোমার সৈন্যদেরকে ফিলিস্তিনে থাকা আরবদেরকে তাদের লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বাধা দেওয়ার জন্য পাঠাও এবং তোমার দ্বীন ও নেতাকে সাহায্য কর"।

সম্রাট পত্রটা অশ্বারোহীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। ওয়ারদানের নিকট পত্র পৌঁছার পর সে তা পড়ে দেখল। এতে তার অস্থিরতা দুর হল এবং আজনাদীনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করল। আজনাদীনে পৌঁছলে দেখতে পায়, রোম সৈন্যরা বর্ম ও শিরস্ত্রান পরে প্রস্তুত হয়ে অছে। তারা তাকে আসতে দেখে তার দিকে অগ্রসর হয়ে সালাম দেয় এবং তার সন্তানের ব্যাপারে সান্তনা প্রকাশ করে। অতঃপর সে স্থির হয়ে বসার পর তাদের সামনে সম্রাটের বাণী পড়ে শোনায়। তা শোনে তারা আনুগত্যের শপৎ করে।

শত্রুদের আগমের সংবাদ প্রাপ্তি ও পরামর্শ

রওহ বিন তুরাইফ বলেন, আমরা ওয়ারদানকে পরাজিত করে ফিরে আসার পর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে দামেস্কের পূর্ব গেইটে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম, আমাদের মাঝে আব্বাদ বিন সাদ আল হাদরামী এসে উপস্থিত। বলল, আজনাদীন থেকে নব্বই হাজার রোম সৈন্য আপনাদের মোকাবেলা করার জন্য আসছে। এ খবর পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে কাতিবে ওয়াহী হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা বসরা থেকে পাঠিয়েছেন আর রোমানদের মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য বলেছেন। হযরত খালিদ এ খবর পেয়ে হযরত আবু উবাইদার কাছে চলে গেলেন এবং বললেন-

يا أمين الأمة! هذا عباد بن سعد الحضرمى قدبعث به شر حبيل بـــن حسنة يخبر أن طاغية الروم هرقل قد ولىّ وردان على مـــن تجمـــع

بأجنادين من الروم وهم تسعون ألفا, فما ترى من الرأى يا صـــاحب رسول الله!

"ওহে আমীনুল উম্মাহ! আব্বাস বিন সাদকে শুরাহবীল বিন হাসানা এখবর দিয়ে পাঠিয়েছেন যে রোমানদের মহা-তাগুত হিরোক্লিয়াস ওয়ারদানকে আজনাদীনে উপস্থিত রোম সৈন্যদের উপর সেনাপতি বানিয়েছেন। তাদের সংখ্যা নব্বই হাজার। অতএব হে আল্লাহর বাসূলের সাহাবী! এদের মোকাবেলার ব্যাপারে আপনার মতামত কী ?"

তখন হযরত আবু উবাইদা বললেন-

اعلم يا ابا سليمان!أن أصحاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم متفرقون, مثل شرحبيل بن حسنة بأرض بصرى, ومعاذ بـــن جبـــل بحوران, ويزيد بن أبى سفيان بالبلقاء, والنعمان بن مغـــيرة بـــأرض تدمر وأركة, وعمروبن العاص بأرض فلسطين, والصواب أن تكتـــب إليهم ليقصدونا حتى نقصد العدو ومن الله نطلب المعونة والنصر.

"ওহে আবু সুলাইমান ! রাসুলুল্লাহ সা.-এর সাহাবীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যেমন শুরাহবীল বিন হাসানা বসরায়, মুআয বিন জাবাল হাওরানে, ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ান বালাকায়, নু'মান বিন মুগীরা তাদাম্মুর ও আরাকায় ও আমর ইবনুল আস ফিলিস্তিনে। আমার মতে আমাদের এখন করণীয় হচ্ছে, আমাদের দিকে চলে আসার জন্য তাদের নিকট খবর পাঠানো। যাতে আমরা তাদের নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারি। আর আমরা সাহায্য ও বিজয় তো কামনা করব আল্লাহর কাছেই।

তখন হযরত খালিদ আমর ইবনুল আস রা.- এর নিকট এ পত্রটি লিখলেন-

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد, فإن إخوانكم المسلمين قد عولوا على المسير إلى أجنادين, فإن هناك تسعين ألفا من الروم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متـم نوره ولو كره الكافرون- فإذا وصل إليك كتابى هذا فاقدم علينا بمـــن

معك إلى أجنادين تجدنا هناك إن شاء الله تعالى, والسلام عليك ومـــن معك من المسلمين ورحمة الله وبركاته.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরকথা আপনাদের মুসলমান ভাইয়েরা আজনাদীনের দিকে অভিযানে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। কারণ ওখানে আমাদের দিকে আসার জন্য নব্বই হাজার সৈন্য অবস্থান করছে। তারা চাচ্ছে আল্লাহর আলোকে ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে, কিন্তু কাফিররা অপছন্দ করলেও আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণ করবেন। অতএব, আপনার নিকট যখন আমার এ পত্রটা পৌছবে তখনই আপনি আপনার সাথে থাকা মুসলমানদেরকে নিয়ে আজনাদীনের দিকে চলে আসুন । ইন্‌শাআল্লাহ আপনি আমাদেরকে সেখানে দেখতে পাবেন । আপনি ও আপনাদের সাথে থাকা সকল মুসলমানের প্রতি সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"

এছাড়া উপরোল্লেখিত সকল গভর্ণরের প্রতিও সসৈন্য আজনাদীনের দিকে চলে আসার আহবান জানিয়ে পত্র পাঠানো হয় ।

অতঃপর হযরত খালিদ সকল মুসলমানদেরকে মাল-সামানা ও গনীমত নিয়ে আজনাদীনের দিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত আবু উবাইদাকে বললেন, আমার রায় হচ্ছে আপনি আল্লাহর রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে সামনে থাকবেন আর আমি মাল সামানা গনীমত ও নারী-শিশুদের নিয়ে পিছনে থাকবো।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, পিছনে আমি থাকবো আর সৈন্যদের নিয়ে সামনে থাকবেন আপনি। ফলে যখন রোম সৈন্যরা ওয়ারদানের নেতৃত্বে আপনার কাছে এসে পৌছবে, তখন তারা আপনাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখতে পাবে এবং আপনি তাদেরকে নারী ও শিশুদের কাছে পৌছতে বাধা দিবেন। তাহলে তারা আমাদের দিকে আসতে ব্যর্থ হবে। হ্যাঁ, আপনি তাদের হাতে নিহত হলে অন্য কথা। নতুবা আমি যদি সাথে থাকি, তাহলে আমি ও আমার সাথে যারা থাকবে তারা শত্রুদের গনীমত হয়ে পড়ব।

হযরত খালিদ বললেন, ঠিক আছে আমি আপনার কথা মেনে নিলাম। অতঃপর হযরত খালিদ লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

يا أيها الناس! إنكم سائرون إلى جيش عظيم فأيقظوا هممكم, وإن الله وعدكم النصر وقرأ عليهم قوله تعالى : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين

"ওহে লোকজন! আপনারা এক বিশাল বাহিনীর দিকে যাচ্ছেন। অতএব, আপনারা আপনাদের দৃঢ় সংকল্প ও সদিচ্ছাকে জাগ্রত রাখুন। আর মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনাদেরকে সাহায্যর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল কত বড় দলের উপর বিজয় লাভ করে। আর আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে"।

অতঃপর হযরত খালিদ সৈন্যদের নিয়ে আগে চললেন। আর হযরত আবু উবাইদা এক হাজার লোককে নিয়ে পরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রয়ে গেলেন। কিন্তু যখন হযরত খালিদ মুসলমানদের নিয়ে দামেস্ক ছেড়ে চলে গেলেন, তখন দামেস্কের লোকেরা তরবারী নিয়ে বের হয়ে পড়ল। তারা মনে করেছিল আজনাদীনের বিশাল বাহিনীর হাতে মুসলমানরা পরাজিত হবে। তাদের জ্ঞানী লোকজন বলল, যদি তারা বা'লবাকের দিকে রওয়ানা হয়, তাহলে তারা হিমস জয় করতে যাচ্ছে। আর যদি তারা মারজেবাহেতের পথে রওয়ানা হয়, তাহলে সন্দেহ নেই যে, তারা পদানত করা অঞ্চলগুলো ফেলে হিজাযের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

দামেস্কবাসীর ষড়যন্ত্র

দামেস্কে পল নামে একজন সেনাপতি ছিল। সে রোমানদের কাছে অনেক বড় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল। সম্রাটের কাছে গেলে সম্রাট তাকে আপ্যায়ন করাতেন। এ মালউন এত প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হল, একটি গাছে সে তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি তার বাহুর জোরে গাছে পুরোপুরি ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর সে গাছটিতে লিখে দেয় যে, কেউ যদি তার সমকক্ষতার দাবী করে তার উচিত আমার মত তীর নিক্ষেপ করা এবং তা স্বহস্তে গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া। ফলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে মুসলমানরা দামেস্কে আসার পর থেকে সে একবারও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে মাঠে আসেনি।

দামেস্কের লোকেরা যখন তার কাছে এসে সমবেত হল তখন সে বলল, তোমদের সমস্যা কী? তখন তারা বলল, আপনি যদি সম্রাট, মসীহ ও

খৃস্টবাদের অনুসারীদের কাছে অমরত্ব লাভ করতে চান, তাহলে মুসলমানদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করুন। তাদের যারা এখানে এখনও রয়ে গেছে, তাদেরকে গিয়ে উচিত শিক্ষা দিন । আপনি যদি তাদের সাথে যুদ্ধে পেরে উঠতে পারবেন বলে মনে করেন, তাহলে আমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করব ।

কথিত বীর পলের দম্ভোক্তি

তখন পল বলল, আমি আরবদের সাথে যুদ্ধে তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসার কারণ হচ্ছে, তোমাদের দুর্বল মানসিকতা । তারা বলল, মসীহ ও ইঞ্জিলের সত্যতার শপৎ, আপনি আমাদের নেতৃত্ব দিলে আমরা আপনার সাথে অবশ্যই দৃঢ়পদ থাকব। আমাদের কেউ আপনাকে ফেলে চলে যাবে না। যে পালিয়ে চলে আসবে, আমরা তাকে শাস্তি স্বরুপ হত্যা করার জন্য আপনাকে স্বাধীনতা দিলাম। এ ব্যাপারে আমাদের কেউ আপনার কাছে প্রতিবাদ করবে না ।

পল যখন তাদের আন্তরিকতা অনুভব করল তখন ঘরে গিয়ে রণ-সাজে সজ্জিত হল। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল, আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন ? বলল, আমি আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। দামেস্কবাসী আমাকে তাদের সেনাপতি মনোনিত করেছে।

একথা শুনে তার স্ত্রী বলল, যুদ্ধে যাবার প্রয়োজন নেই, ঘরে বসে থাকুন । কারণ, আমি আপনার ব্যাপারে একটি স্বপ্ন দেখছি।

পল বলল, কী দেখলে তুমি?

বলল, আমি আপনাকে তীর নিয়ে কিছু পাখী শিকার করতে দেখলাম । পাখী গুলো একটার উপর একটা পড়ে আছে। পরে সে গুলো উড়তে শুরু করলো। উড়ন্ত পাখীগুলো লোকদের ঘাড়ে আঘাত হানতে শুরু করলো। অতঃপর দেখলাম, আপনারা সবাই পালিয়ে চলে আসছেন। আরো দেখলাম পাখীগুলো যাকে আঘাত করছে, সে সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ছে। অতঃপর আমি জাগ্রত হয়ে আপনার জন্য ভীত ও অশ্রুসিক্ত হলাম।

পল বলল, আমাকেও কি আঘাতে লুটিয়ে পড়তে দেখেছ।

বলল হ্যাঁ, একজন বড় অশ্বারোহীর আঘাতে আপনি লুটিয়ে পড়েছেন। এ কথা শুনে পল তার মুখে চড় মেরে দিল এবং বলল, মসীহ তোমাকে ভাল সংবাদ দেননি। তোমার অন্তরেও আরবদের ভীতি ঢুকেছে। ফলে ঘুমেও তুমি তাদের নিয়ে বাজে স্বপ্ন দেখছ। তাদের আমীরকে তোমার খাদেম

বানাতে হবে এবং তার সহচরদেরকে ছাগলের ও শুকরের রাখাল বানাতে হবে।

তখন এ অভিশপ্তের স্ত্রী তাকে বলল, আপনার যা মন চায় করুন। আমি আপনার কল্যাণ কামনা করে দেখেছি।

মুসলমানদের সন্ধানে দামেস্কবাসী

কিন্তু অভিশপ্ত পল তার স্ত্রীর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তার কাছ থেকে বের হয়ে আসল এবং স্বীয় বাহনে আরোহন করল। দামেস্কের সব লোকও তার সাথে বের হল। দেখা গেল, তাদের সংখ্যা ছয় হাজার এবং সবাই অশ্বারোহী। আর তাদের সাহায্যে নজদা ও হিময়া থেকে এসেছে দশ হাজার পদাতিক বাহিনী। সবাই মুসলমানদের সন্ধানে বের হল।

আজনাদীনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া মুসলমানরা এখনো দামেস্কের সন্নিকটে। হযরত খালিদ পরামর্শ মত সৈন্যদের নিয়ে সামনে ছিলেন। আর হযরত আবু উবাইদা মাল পত্র, গনীমত ও নারী শিশুদের নিয়ে পিছনে ছিলেন। এমন সময় একজন লোক পিছনের দিকে তাকাল। দেখা গেল ধুলো উড়ছে।

হযরত আবু উবাইদাকে এ খবর পৌঁছানো হলে তিনি বললেন, শত্রুরা আমাদের টার্গেট করেছে। তার একথা বলতে না বলতে দেখা গেল, স্রোতের মত অশ্বারোহী ধেয়ে আসছে। তাদের সামনে রয়েছে পল। সে যখন হযরত আবু উবাইদাকে দেখল, তখন কিছু অশ্বারোহী নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসল। আর তার ভাই বুট্রোস মাল-পত্র ও নারী শিশুদের দিকে গিয়ে তাদের কয়েকজনকে আটক করল। এরপর সে তাদেরকে নিয়ে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হল। কিছু দুর গিয়ে সে তার ভাইয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য বসে যায়।

হযরত আবু উবাইদার উপলব্ধি

হযরত আবু উবাইদা রোমানদের এ আকস্মিক অভিযান দেখে বললেন, খালিদের কথাই ঠিক ছিল। তিনি পিছনে থাকতে চাইলেন, কিন্তু আমি থাকতে দিলাম না। এখন এই পল খৃষ্টবাদের ঝান্ডা ও মাথায় ক্রুশ বেঁধে এসে আমাদের টার্গেট করেছে।

দুরাবস্থার কবলে মুসলিম বাহিনী

এ সময় মহিলারা আক্ষেপ ও শিশুরা চিৎকার করছিল। পল সৈন্য নিয়ে কাছে আসলে হযরত আবু উবাইদার সাথে থাকা এক হাজার মুসলমান সৈন্য তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। অভিশপ্ত পল হযরত আবু উবাইদাকে হত্যা করতে চাইল। উভয় দল তীব্র যুদ্ধ করছিল। এর ফলে আকাশ বাতাস ধুলোয় ধুসরিত হয়ে গেল। সাহূরার ভূমিতে এ যুদ্ধ চলছিল খুব উৎসাহের মধ্য দিয়ে। হযরত আবু উবাইদা যুদ্ধের এ মহা বিপদে বড় ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছিলেন।

সুহাইল বিন সাবাহ বলেন, আমি একটি ইয়ামেনী ঘোড়ার উপর বসে ছিলাম। আমি ঘোড়াটির লাগাম ছেড়ে দিলাম এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করলাম। তখন ঘোড়াটি ঝড়ো হাওয়ার ন্যায় দৌড়াতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়াটি হযরত খালিদের বাহিনীর নিকট গিয়ে পৌঁছল। তখন আমি ডাক দিয়ে বললাম, ওহে আমীর সাহেব! মাল-সামান ও নারী-শিশুর উপর বিপদ নেমে এসেছে।

হযরত খালিদ বললেন, ওহে ইবনে সাবাহ ! তোমার পিছনে কারা এসেছে? আমি বললাম,শত্রুরা এসে হযরত আবু উবাইদা ও নারী শিশুদের একাংশকে নিয়ে গেছে। আর হযরত আবু উবাইদা এমন বিপদে (যুদ্ধে) পড়েছেন যা সামাল দেওয়ার শক্তি তার নেই।

হযরত খালিদ সুহাইল বিন সাবাহের কাছে এ দুঃসংবাদ শোনে বললেন-

إنا لله وإنا إليه راجعون, قد قلت لأبى عبيدة دعنى أكون على الساقة, فما طاوعنى ليقضى الله أمرا كان مفعولا –

"ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব)। আমি আবু উবাইদাকে বলেছিলাম, আমাকে পিছনে থাকতে দেয়ার জন্য। কিন্তু তিনি আমাকে এটা করতে দেননি-যাতে আল্লাহ তার সিদ্ধান্তকৃত একটি বিষয় সম্পন্ন করেন"।

অতঃপর রাফে বিন উমাইরাকে এক হাজার সৈন্য দিয়ে বললেন, তুমি সামনে থেকে এদের নিয়ে দ্রুত চলে যাও। আর হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকরকে দুহাজার সৈন্য দিয়ে বললেন, দ্রুত শত্রুদের দিকে চলে যাও। বাকী সৈন্যদের নিয়ে হযরত খালিদ তার পিছনে চললেন।

হযরত আবু উবাইদা তার সাথে থাকা লোকদের নিয়ে অভিশপ্ত প'লের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। এমন সময় মুসলিম বাহিনীসমূহ তার কাছে গিয়ে

পৌঁছে এবং আল্লাহর শত্রুর উপর চতুর্দিক থেকে ঝাপিয়ে পড়ে । তখন ক্রুস সমূহ মুখ থুবড়ে পড়ে এবং রোমানরা তাদের পরাজয় অত্যাসন্ন বলে মনে করে।

পলের দিরার ভীতি

এ সময় হযরত দিরার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পলের দিকে দৌড়ে যান। অভিশপ্ত পল দিরারকে তার দিকে আসতে দেখে ভয়ে তার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয় । তাই সে হযরত আবু উবাইদাকে হাক দিয়ে বলল, ওহে আরবী! তোমার দ্বীনের দোহাই, দ্রুত এ শয়তানকে আমার কাছ থেকে দুরে সরে যেতে বল ।

পল ইতোপূর্বে দিরার সম্পর্কে শুনেছিল। দামেস্কের বাউন্ডারীর উপর থেকে তাকে সে কালূস ও আযাযীরের সৈন্যদেরকে বীর বিক্রমে খতম করতে দেখেছিল । আর বাইতেলাহ্য়ায় ওয়ারদানের সৈন্যদের কীভাবে নাকানি চুবানি খাইয়েছিলেন সে সম্পর্কেও শুনেছিল। তাই তাকে সে তার দিকে আসতে দেখে চিনে ফেলল।

হযরত আবু উবাইদাকে সে যে বলল, 'এ শয়তানকে আমার দিকে আসতে নিষেধ কর'- কথাটি হযরত দিরার শুনেছিলেন। তাই তিনি তাকে বললেন, আমি যদি তোমার খোঁজে ত্রুটি করি, তাহলেই আমি শয়তান।

অতঃপর তিনি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার উপর আঘাত করলেন। ফলে সে তার ঘোড়া ফেলে তার সৈন্যদের দিকে পালিয়ে যায়। হযরত দিরার তাকে ধাওয়া করে বললেন, শয়তান তো তোমাকে খুঁজছে। তুমি তার কাছ থেকে পালিয়ে কোথায় যাচ্ছ? অত:পর হযরত দিরার তাকে নাগালে পেয়ে তরবারী দ্বারা তার গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলেন। তখন পল বলল, ওহে বেদুঈন! আমাকে মেরো না। কারণ, আমি বেঁচে থাকলে তোমাদের নারী-শিশু ও মাল-সামানা রক্ষা পাবে। হযরত দিরার একথা শোনে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকলেন এবং তাকে বন্দী করে নিয়ে আসলেন। এছাড়া মুসলমানরা রোমানদের বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করে।

রিফাআ বিন কাইস বলেন, আমি সাহূরার ওই যুদ্ধে ছিলাম এবং আমি হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকরের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা চতুর্দিক থেকে ঘুরে ঘুরে শত্রুদের উপর তরবারী চালালাম। শত্রুরা ছয়টি ব্রিগেডে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ব্রিগেডে এক হাজার করে সৈন্য ছিল ।

শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি

রিফাআ বিন কাইস বলেন, আমরা দামেস্ক বিজয়ের দিন খুব সাহসিকতার সাথে শত্রুদের উপর আক্রমন করেছিলাম । আগত শত্রুদের একশ'র বেশী প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি ।

বীর দিরারের অস্থিরতা

অন্য দিকে যখন দিরার-এর কাছে এ খবর পৌঁছলো যে, তার বোন খাওলা বন্দী মহিলাদের মধ্যে রয়েছে। তখন তিনি একে মারাত্মক ব্যাপার হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং সাথে সাথে হযরত খালিদের কাছে এ বিষয়টা অবহিত করলেন। হযরত খালিদ তাকে বললেন, তুমি অধৈর্য হয়ো না। আমরা তাদের অনেক লোককে বন্দী করেছি। আর তুমি তো তাদের নেতা পলকে বন্দী করেছ। শীঘ্রই আমাদের বন্দী নারী ও শিশুদের সনাক্ত করা হবে। আর তাদের খোঁজে তো আমাদের দামেস্কে প্রবেশ ছাড়া উপায় নেই।

অতঃপর হযরত খালিদ নারী ও শিশুদের ব্যাপারে কোন কিছু হয় কিনা তা দেখার জন্য তাকে লোকদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এর পর তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে বন্দী নারী শিশুদের খোঁজে চলে যান। আর বাকী সকল সৈন্যদেরকে হযরত আবু উবাইদার সাথে দিলেন। যাতে ওয়ারদান তার সৈন্যদের নিয়ে এদিকে এলে তার আর কোন ভয় না থাকে।

ইতোপূর্বে তিনি রাফে বিন উমাইয়া, মায়সারা বিন মাসরুক আল আবাসী ও দিরার বিন আযূরকে পাঠিয়ে দেন।

বুট্রোসের পছন্দ

হাবীব বিন মুসআব বলেন, পলের ভাই বুট্রোস নারী ও শিশুদের নিয়ে দামেস্কের পথে একটি জায়গায় তার ভাইয়ের অবস্থা জানার জন্য যাত্রা বিরতি করেছিল। অতঃপর তার কাছে বন্দী মহিলা ও শিশুদের নিয়ে আসা হল। দিরারের বোন খাওলা বিনতে আযূর ছাড়া আর কোন মহিলাকে তার পছন্দ হলো না। সে তার সৈন্যদের বলল এ মহিলাটা আমার ও আমি তার। এর প্রতি আর কেউ লোভ করবে না। তারা বলল, ঠিক আছে, সে আপনার ও আপনি তার।

অতঃপর যার দৃষ্টি যেটার প্রতি পড়ল সে তা নিয়ে নিল । এভাবে তারা সব গনীমত বন্টন শেষ করে নিল এবং পল ও সৈন্যদের কী অবস্থা দাঁড়ায় তা দেখার অপেক্ষায় রইল।

বীরঙ্গনা খাওলার জ্বালাময়ী বক্তব্য

এ মহিলাগুলোর মাঝে হিময়ার ও তুব্বা গোত্রের কিছু মহিলা ছিল। তারা শত্রুদের কথামত ঘোড়ায় চড়ে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। তখন হযরত খাওলা বিনতে আযূর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন-

ওহে হিময়ার ও তুব্বার গোত্রের মহিলারা! তোমরা কি রোমানদের লালসার শিকার ও তোমাদের ছেলেরা মুশরিকদের গোলাম হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ? তোমদের সে সাহসিকতা ও ভূমিকা কোথায়, যার উল্লেখ করে আমরা আরবদের মাঝে প্রাণ ফিরিয়ে আনতাম ? তোমাদের মাঝেতো সেসব এখন দেখছি না। তোমাদের উপর আপতিত এ বিপদ ও তোমরা রোম কুকুরদের মনোরঞ্জন করার চেয়ে মৃত্যুই আমি তোমাদের জন্য শ্রেয় মনে করি ।

তার এ জ্বালাময়ী বক্তব্য শোনে আফরা বিনতে গিফার আল হিময়ারী বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! তুমি সত্য বলেছ হে বিনতে আযুর! তুমি যে সাহসিকতা ও বুদ্ধির কথা বলেছ, আমরা তা ভুলিনি। আমাদের অনেক কৃতিত্ব ও বহু বড় বড় ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহর কসম! আমরা ঘোড়ায় আরোহন করে রাত্রে ঐ দিকে যাওয়ার প্রস্তুত হয়েছি বটে, তবে ঐ সময়ে তরবারী দ্বারা ভাল কাজ নেওয়া যায়। আমরা চাচ্ছি শত্রুদের অজান্তে তাদের উপর হামলা করতে। কারণ, আমরাতো এখন মালিকের হাতের ছাগলের ন্যায়।

মহিলাদের দু:সাহসী আক্রমণ

তখন হযরত খাওলা বললেন, ওহে তাবাবিআ ও আমালিকা বংশের মেয়েরা! তোমরা তাঁবুর খুটি ও কাঠগুলো হাতে নাও। আমরা এসব নিকৃষ্ট লোকদের উপর আক্রমণ করব। হয়তো আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করবেন নতুবা আমরা (শহীদ হয়ে) আরবদের লজ্জা নিবারণ করব।

তখন আফরা বিনতে গিফার বলল, আমি যা বলেছিলাম তার চেয়ে তোমার প্রস্তাবটি আমার কাছে অধিক প্রিয়।

অতঃপর প্রত্যেকেই একটি করে তাঁবুর খুটি ও কাঠ হাতে নিল এবং সবাই এক সাথে একটা আওয়াজ তুলল। হযরত খাওলা তার কাঁধে একটা বড় খুটি নিল আর তার পিছনে আফরা, উম্মে আবান বিনতে আতবা, সালমা বিনতে যিরা, লুবনা বিনতে হাযেম, মাখরুআ বিনতে আমলূক ও সালমা বিনতে লুমান সহ অন্যান্য মহিলারা চলতে লাগল।

হযরত খাওলা তাদেরকে বললেন, তোমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা একটি চলন্ত বৃত্তের মত থাক। যদি বিচ্ছিন্ন হও, তাহলে শত্রুরা আমাদেরকে শেষ করে ফেলবে।

অতঃপর হযরত খাওলা সবার আগে গিয়ে শত্রুদের উপর হামলা করলেন। সর্বপ্রথম তাদের একজন লোকের উপর আঘাত করলেন। আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এ অবস্থা দেখে রোমানরা এদিক সেদিকে তাকিয়ে বলল, ব্যাপার কি ? দেখল তাদের সামনে কিছু মহিলা। তাদের হাতে রয়েছে খুঁটি। তখন একজন সেনাকর্মকর্তা চিৎকার দিয়ে বলল, তোমরা ধ্বংস হবে। তোমরা এটা কী করছ ? তখন হযরত আফরা বললেন, এ আমাদের অপারেশন। ওহে কাফিররা ! এ খুটিগুলো দ্বারা আমরা তোমাদের প্রাণ কেড়ে নেব। তোমাদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য।

এ অবস্থায় বুট্টোস বলল, মহিলাদের কাছ থেকে তোমরা সরে যাও। তাদের উপর কেউ তরবারী চালাবে না এবং তাদের কাউকে হত্যা করবে না। তাদেরকে বন্দী করে নাও। আমার পছন্দ করা মহিলাটির সাথে কেউ অন্যায় আচরণ করবে না। তখন সবাই মহিলাদের কাছ থেকে সরে আসল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে রাখল। তারা তাদের কাছ থেকে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সক্ষম হলো না। এ মহিলাদের নিকট কেউ যেতে চাইলে সাথে সাথে তারা তার ঘোড়ার পায়ে আঘাত করত। আঘাতের ফলে যখন লোকটি লুটিয়ে পড়ত তখন তারা খুটি নিয়ে তার কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করত এবং তার অস্ত্র নিয়ে নিত। এভাবে তারা রোমানদের ত্রিশজন অশ্বারোহীকে হত্যা করল। বুট্টোস এ অবস্থা দেখে প্রচন্ড রেগে গেল এবং সৈন্যদের নিয়ে তাদের দিকে পদব্রজে চলল। মহিলারা ওদেরকে কাছে আসতে দেখে একে ওপরকে উৎসাহ দিয়ে বলল, সম্মানিত অবস্থায় মরো, লাঞ্ছিত হয়ে মরো না।

বুট্টোস মাথা তুলে মহিলাদের কর্মকান্ডের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। আর হযরত খাওলাকে সিংহের ন্যায় ঘুরতে দেখল। তিনি বলছেন-

نحن بنات تبع وحمير وضربنا فى القوم ليس ينكر

لأننا فى الحرب نار تسعر اليوم تسقون العذاب الأكبر

আমরা হচ্ছি তুব্বা ও হিময়ার বীরঙ্গনা।
শত্রুদের উপর আঘাত হানা আমাদের জন্য কঠিন না ।
কারণ আমরা যুদ্ধে জ্বলন্ত আগুন ।
আজকে তোমাদের করতে হবে মহাশাস্তি আস্বাদন।

হযরত খাওলার বুট্রেসের লোভনীয় প্রস্তাব ঘৃণ্যভরে প্রত্যাখ্যান

বুট্রোস যখন হযরত খাওলার একথা শুনল এবং তার রূপ ও সৌন্দর্য্য দেখল, তখন বলল, ওহে আরবী রমনী! তুমি তোমার কাজ থেকে বিরত হও। কারণ, আমি তোমাকে তোমার পছন্দনীয় সব কিছু দিয়ে সম্মানিত করব। তুমি চাওনা আমি তোমার স্বামী হই ? আমাকে খ্রীষ্টানরা অনেক ভক্তি করে। আমার রয়েছে অনেক ভূমি, অনেক সম্পদ ও অনেক পশু। আর সম্রাট হিরোক্লিয়াসের নিকটও আমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আমার সবকিছু তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। তুমি কি দামেস্কেবাসীর নেত্রী হতে চাও না ? অনুরোধ করছি, তুমি নিজেকে ধ্বংস করো না।

তার কথার উত্তরে হযরত খাওলা বললেন, অভিশপ্তের ছেলে অভিশপ্ত। আমি সুযোগ পেলে তোমার গর্দান উড়িয়ে ছাড়ব। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আমার উটের রাখাল হিসেবে পছন্দ করবো না। অতএব, আমি তোমাকে কীভাবে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করব ?

মহিলাদের বীরত্ব

হযরত খাওলার এ কথা শুনে বুট্রোস তার সৈন্যদেরকে তাদের সাথে লড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল এবং বলল, সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে মহিলারা তোমাদের উপর বিজয় অর্জন করবে- এর চেয়ে বড় লজ্জাকর ব্যাপার তোমাদের জন্য আর কি হতে পারে । তোমরা সম্রাটের ক্রোধকে ভয় কর। তার কথা শোনে সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে মহিলাদের উপর তীব্রভাবে আক্রমণ করতে শুরু করে। মহিলারা অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাদের হামলা প্রতিরোধ করছিল।

এ অবস্থায় হঠাৎ দেখা গেল, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলমানদের নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। দূর থেকে তিনি ধুলো বালি ও তরবারীর ঝলকানী দেখে সাথীদের বললেন, রোমানদের অবস্থা কে জেনে আসতে পারবে ?

হযরত রাফে বিন উমাইরা আততাঈ বললেন, তাদের অবস্থা জেনে আসার জন্য আমি প্রস্তুত।

হযরত খালিদের অনুমতিক্রমে তিনি ঘোড়া নিয়ে তাদের দিকে ছুটলেন। গিয়ে তিনি মহিলাদের কাছাকাছি পৌছলে দেখতে পান যে, তারা মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। তখন তিনি দ্রুত চলে এসে হযরত খালিদকে যা দেখেছেন, তা বললেন।

হযরত খালিদ বললেন, ওদের যুদ্ধ নিয়ে আমি বিস্ময় বোধ করি না। কারণ, তারা আমালিকা ও তাবাবিআ বংশের মহিলা। তুব্বা ও তাদের মাঝে সময়ের ব্যবধান মাত্র এক শতাব্দী। তুব্বা বিন বকর বিন হাসান রাসূলুল্লাহ সা.- এর জন্ম লাভের পূর্বে তার আলোচনা ও আগমনের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। বলেছেন-

شهدت بأحمد أنه رسول من الله بارئ كل النسم
وأمته سميت فى الزبور بأمة أحمد خير الأمم
فلوا مد عمرى إلى عصره لكنت وزيرا له وابن عم

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আহমাদ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল।

তার উম্মতকে যবূরে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আমার বয়স যদি তার যুগ পযর্ন্ত দীর্ঘ হয়, তা হলে আমি তাঁর কার্যনির্বাহী ও চাচাতো ভাই হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলব।

হযরত খালিদ রাফে'কে বললেন, তুমি বিস্মিত হয়ো না। মনে রাখবে, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তা তাদের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ ও সাহসী ভূমিকা বলে বিবেচিত হবে। তারা কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী আরব মহিলাদের একটি শুন্যতা পূরণ করেছে এবং তাদের অসঙ্গত লজ্জাবোধ দূর করেছে।

তার কথা শোনে আনন্দে লোকজনের চেহারা উজ্জল হয়ে উঠল। আর হযরত দিরার রাফে'র মুখ থেকে মহিলাদের যুদ্ধের খবর শুনার সাথে সাথে লাফ দিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য দৌড়ে যান। তাকে যেতে দেখে হযরত খালিদ বললেন-

مهلا ياضرار ولا تعجل فإنه من تأنّى نال ماتمنى

"দিরার একটু অপেক্ষা কর। তাড়াহুড়ো করো না। কারণ, যে ধীরতা অবলম্বন করছে, সে তার প্রত্যাশা প্রাপ্ত হয়েছে"।

দিরার বললেন-

أيها الأمير لا صبر لى عن نصرة بنت أبى وأمى

"আমীর সাহেব! আমার বোনদের সাহায্যের ব্যাপারে আমি ধীরতা অবলম্বন করতে পারি না"।

হযরত খালিদ বললেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় নিকটবর্তী।

অতঃপর তিনি সাথীদের নিয়ে দামেস্কের পথের ঐ জায়গাটির দিকে চলতে লাগলেন। যাত্রা পূর্বে সংক্ষিপ্ত ওসীয়তে তিনি বললেন-

"হে লোকজন ! শত্রুদের কাছে পৌঁছে চতুর্দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলবে। এতে হয়তো আমাদের নারীদের মুক্ত করা যাবে"।

তারা বলল ঠিক আছে । এরপর হযরত খালিদ সবার সামনে চলে গেলেন। ঐদিকে মহিলাদের সাথে রোমানদের প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। এমন সময় হঠাৎ তারা দেখতে পেল যে, ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে মুসলমানরা তাদের দিকে দলে দলে এগিয়ে আসছে। তখন হযরত খাওলা চিৎকার দিয়ে বললেন-

"ওহে তাবাবিআ বংশের নারীরা! কা'বার মালিকের কসম! তোমাদের জন্য সাহায্য চলে এসেছে"।

মুসলিম বাহিনীকে দেখে বুট্রোসের হৃদকম্পন

মুসলিম বাহিনীকে দেখে বুট্রোসের হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়ে যায়। আর রোমান সৈন্যরা একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করে। তখন বুট্রোস ডাক দিয়ে বলল, ওহে মহিলারা! আমাদের অন্তরে তোমাদের প্রতি দয়া ও সহানুভুতি চলে এসেছে। কারণ, তোমাদের ন্যায় আমাদের মা-বোন-কন্যা রয়েছে। আমি তোমাদেরকে এখন ক্ষমা করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমাদের কোন কামনা নেই। তোমাদের পুরুষেরা আসলে এ কথা তাদের জানিয়ে দেবে।

খাওলার সাথে বুট্রোসের বাক্য বিনিময়

অতঃপর সে পালানোর প্রস্তুতি নিল। এ সময় তার দৃষ্টি একদল অশ্বারোহীর উপর পড়ল। তারা সৈন্যদের ভিতর থেকে বের হয়েছে। তাদের একজন তার অস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃতি করে রাখা ও আরেক জন নাঙ্গা শরীরে। তারা তাদের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেয়। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল উভয়ে শিকারী সিংহ। তারা হলেন হযরত খালিদ ও হযরত দিরার। হযরত খাওলা তার ভাইকে দেখে বললেন, ভাই! তুমি সামনে অগ্রসর হও। তখন বুট্রোস তাকে ডাক দিয়ে বলল, তুমি তোমার ভাইয়ের দিকে চলে

যাও। আমি তোমাকে তাকে দান করে দিলাম। এ বলে সে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন হযরত খাওলা তাকে বিদ্রুপ করে বললেন, এটাতো ভদ্রলোকের কাজ নয়। তুমি আমাকে ভালবাসা ও কাছে পাওয়ার কথা বলেছ। অতঃপর পালিয়ে দুরে চলে যাচ্ছ!

একথা বলে তিনি তার কাছে ছুটে যাচ্ছিলেন।

বুট্টোস তার কথা শুনে বলল, তোমার প্রতি আমার যে আসক্তি ছিল, তা দূর হয়ে গেছে।

হযরত খাওলা বললেন, আমাকে যে ভাবেই হোক তোমাকে পেতে হবে। অতঃপর তিনি তার দিকে দৌড়ে গেলেন। সাথে সাথে দিরারও তার দিকে দৌড়ে আসেন।

বুট্টোস বলল, আমার কাছ থেকে তোমার বোনকে নিয়ে যাও। সে তোমার কাছে বরকতপূর্ণ হবে এবং তাকে আমি তোমাকে হাদিয়া দিলাম।

হযরত দিরার বললেন, আমি তোমার হাদিয়া কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করলাম। তবে আমি তোমাকে দান করার মতো বর্শার ফলা ব্যতীত আর কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। অতএব, আমার কাছ থেকে তা সাদরে গ্রহণ কর। অতঃপর তার উপর চড়াও হলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন.

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

"যখন তোমাদের কেউ কোন শুভেচ্ছা প্রাপ্ত হবে, তখন যে শুভেচ্ছা জানিয়েছে তাকে তার চেয়ে আরো ভালভাবে শুভেচ্ছা জানাবে"।

অতঃপর তিনি তার উপর আঘাত করলেন।

অন্য দিকে হযরত খাওলা এসে বুট্টোসের ঘোড়ার পায়ে আঘাত করেন। তখন ঘোড়া তাকেসহ মাটিতে বসে পড়ে। ফলে আল্লাহর দুশমন মাটিতে পড়ে যায়। সে পড়ার আগেই দিরার গিয়ে তার কোমরে আঘাত করে বসেন। ফলে বর্শা তার কোমর কুঁড়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে সে মাটিতে লুঠিয়ে পড়ল।

এ অবস্থা দেখে হযরত খালিদ বললেন, ওহে দিরার! তোমাকে আল্লাহ সম্মনিত করুন। তুমি এমন আঘাত কর, যা ব্যর্থ হয় না।

শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতি

অতঃপর সকল মুসলমান মিলে শত্রুদের উপর বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর দেখা গেল, রোমদের তিন হাজার সৈন্য খতম।

হামেদ বিন আমের আল ইয়ারবুঈ বলেন, আমি সেদিন দিরারকে ত্রিশজন শত্রু খতম করতে দেখেছি। আর খাওলাকে পাঁচজন ও আফরা বিনতে গিফারকে চারজন শত্রু হত্যা করতে দেখেছি।

মুসলমানদের হামলার মুখে টিকতে না পেরে বাকী রোমান সৈন্যরা পালিয়ে যায়। আর মুসলমানরা তাদেরকে দামেস্ক পযর্ন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায়। দেমেস্কের কেউ আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার সাহস করল না। মুসলমানরা ফিরে এসে গনীমত, ঘোড়া, হাতিয়ার ও মাল দ্রব্য কুড়িয়ে নিল।

বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন

অতঃপর হযরত খালিদ লোকজনকে বললেন, আপনারা আবু উবাইদার দিকে চলে যান। যাতে ওয়ারদান রোম সৈন্যদের নিয়ে তার মোকাবেলার সাহস না করে। তখন কিছু সৈন্য হযরত দিরারের নেতৃত্বে হযরত আবু উবাইদার দিকে চলে গেলেন। তিনি বুট্রোস এর মাথা তার বর্শার ফলার মাথায় করে নিয়ে গেলেন।

অতঃপর হযরত খালিদসহ সকল মুসলমান মারজ আলসাফারে গিয়ে হযরত আবু উবাইদার সাথে মিলিত হলেন। মুসলমানরা হযরত আবু উবাইদার কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি তাকবীর ধ্বনি দেন। সাথে সাথে হযরত খালিদ ও অন্যান্য মুসলমানরাও তাকবীর ধ্বনি দেন। অতঃপর মুসলমানরা পরস্পর সালাম বিনিময় করল।

হযরত আবু উবাইদা ও তার সাথে থাকা মুসলমানরা বন্দী মহিলাদের দেখে খুশী হলেন। হযরত খালিদ খাওলা, আফরা ও অন্যান্য মুসলিম মহিলারা রোমানদের সাথে সাহসিকতার সাথেযে লড়াই করেছে, সে ব্যাপারে হযরত আবু উবাইদাকে অবহিত করলেন। ফলে তিনি সিরিয়া বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন।

এরপর হযরত খালিদ পলকে ডেকে বললেন, ইসলাম গ্রহণ কর। নতুবা তোমাকে তোমার ভাইয়ের পরিণাম ভোগ করতে হবে। দেখ এটা তার মাথা। হযরত খালিদ একথা বললে দিরার বুট্রোসের মাথাটি পলের সামনে নিক্ষেপ করেন। তখন পল কেঁদে উঠল এবং বলল সে দুনিয়াতে না থাকলে আমার আর বেচেঁ থাকার কোন অর্থ হতে পারে না । অতএব আমাকেও তার সাথে মিলিত কর ।

তখন হযরত খালিদের নির্দেশে মুসাইয়াব বিন ইয়াহইয়া গিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন। অতঃপর মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হতে থাকে।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ইসলামের বীর সেনাদের আগমন

অন্যদিকে কাতিবে ওয়াহী হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা, ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ান, আমর ইবনুল আস, মুআয বিন জাবাল ও নু'মান বিন মুগীরার নেতৃত্বে ইসলামের বীর সেনানীরা পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে তাদের ভাইদের সাহায্যে আজানদীনের দিকে চলে আসেন ।

রাসূলুল্লাহ সা.- এর আযাদকৃত গোলাম সাফীনা বলেন, আমি হযরত মুআযের সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। দেখলাম, অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত মুসলমানরা যেদিন আজনাদীনে গিয়ে পৌছে, সে একই দিনে আমরাও আজনাদীনে এসে পৌছি। সময়টা হিজরী ২০ সনের সফর মাস ছিল।

মুসলমানরা পরস্পরে সাক্ষাত ও সালাম বিনিময় শুরু করে । আর আমরা রোমান সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাদের সৈন্য সংখ্যা অগণিত। আমরা তাদের কাছে পৌছলে তারা রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যায়। তারা যুদ্ধের জন্য কাতারবদ্ধ হতে থাকে। তারা তাদের কাতারকে বিস্তৃত করল। প্রত্যেক কাতারে ছিল এক হাজার সৈন্য।

রোমান সৈন্যদের আধিক্য

যাহহাক বিন উরওয়া বলেন, আমরা ইরাকে কিসরার সৈন্যদের দেখেছি। কিন্তু তাদেরকে আমরা রোম সৈন্যদের চেয়ে অধিক ও তাদের চেয়ে বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত দেখিনি। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ না করে মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করলাম। পরের দিন রোমান সৈন্যরা আমাদের দিকে আসার জন্য প্রস্তুত হল। তখন আমরাও রণসজ্জায় সজ্জিত হলাম।

হযরত খালিদের ওসীয়ত

হযরত খালিদ লোকজনকে কাতারবদ্ধ করছিলেন এবং বলছিলেন-

اعلموا إنكم لستم ترون للروم جيشا مثل هذا اليوم, فإن هزمهم الله على أيديكم لا يقوم لهم بعدها قائمة أبدا, فاصدقوا فى الجهاد وعليكم بنصر دينكم وإياكم أن تولوا الادبار فيعقبكم ذلك دخول النار, وأقرنوا المواكب ومكنوا المضارب ولا تحملوا حتى امركم بالحملة وأيقظوا همكم.

"জেনে রাখুন, আপনারা আর কোন সময় আজকের মতো রোমান সৈন্য দেখেননি। যদি আল্লাহ তাদেরকে আপনাদের হতে পরাজিত করেন,

তাহলে জেনে রাখবেন এরপর তারা আর কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। অতএব, জিহাদে সত্যবাদিতার প্রমান পেশ করুন এবং নিজেদের দ্বীনের সাহায্য করুন। আর ভুলেও পালানোর চেষ্টা করবেন না। কারণ, এর ফলে জাহান্নামে প্রবেশ অবধারিত। শত্রুসেনাদের উপর তীব্র ভাবে দ্বিগুণ শক্তিতে আক্রমণ করুন। আর আমি যতক্ষণ বলবো না, ততক্ষণ কেউ হামলা করবেন না। নিজেদের হিম্মতকে জাগ্রত রাখুন"।

ওয়ারদানের ভাষণ

ওয়ারদান যখন মুহাম্মদ সা.- এর সাহাবীগণকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হতে দেখল, তখন গভর্ণর ও সেনাকর্মকর্তাদের একত্রিত করে বললো, ওহে রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা! জেনে রেখো, সম্রাট তোমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী। যদি তোমরা পরাজিত হও, তাহলে তোমরা আর কখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আরবরা তোমাদের দেশের অধিকর্তা হয়ে বসবে এবং তোমাদের নারী শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। অতএব তোমাদের জন্য ধৈর্য ধারণের বিকল্প নেই। আর তোমরা সবাই এক যোগে হামলা করব। জেনে রেখো, তাদের একজনের মোকাবেলায় তোমরা তিনজন। আর তোমরা কোন ভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ো না। ক্রুশের কাছে সাহায্য চাইবে ক্রুশ তোমাদেরকে সাহায্য করবে।

শত্রুদের ভয় দেখাতে বীর দিরার

হযরত খালিদ তার ওসীয়ত শেষে বললেন, ওহে মুসলমানেরা, কে আছে যে আমাদের পক্ষ থেকে গিয়ে শত্রুদের সতর্ক ও ভয় দেখিয়ে আসবে। তখন দিরার বিন আযূর বললেন, আমি আছি আমীর সাহেব!

হযরত খালিদ বললেন, হ্যাঁ তুমি এ কাজের জন্য যোগ্য বটে। তবে দিরার! তুমি যখন শত্রুদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে, তখন তাদের সাথে এমন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না, যাতে তোমার একাকী পরাজিত হওয়ার আশংকা থাকে। অতএব সাবধান থাকবে। আর আল্লাহ তোমাকে এরকম করার নির্দেশও দেননি, তিনি বলছেন-

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"তোমরা নিজেদের ধ্বংসের মুখে পতিত করো না"।

অতঃপর হযরত দিরার তার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে রোম সৈন্যদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাদের আসবাব পত্র, তাঁবু, শিরস্ত্রান, খাট ও পাখির ডানার মত ঝান্ডা দেখতে পেলেন।

এ সময় ওয়ারদান মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকাচ্ছিল। ফলে হঠাৎ তার দৃষ্টি দিরারের প্রতি পড়ল। তখন সে সেনাকর্মকর্তাদের ডেকে বলল, আমি এদিকে আগত একজন অশ্বারোহী দেখতে পেলাম। সে যে শত্রুদের পক্ষ থেকে আমাদের অবস্থার খোঁজ নেওয়ার জন্য এসেছে, সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। অতএব, তোমাদের কারা গিয়ে একে ধরে আনতে পারবে ?

ওয়ারদানের কথা শুনে ত্রিশজন অশ্বারোহী হযরত দিরারকে ধরে আনার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। হযরত দিরার তাদেরকে পিছনে ফেলে চলে আসলেন। ফলে অশ্বারোহীরা তাকে পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে তার পিছনে চলল। কিন্তু হযরত দিরারের উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে তাদের বাহিনী থেকে দুরে নিয়ে আসা। তাদেরকে যখন দুরে নিয়ে আসলেন তখন তিনি তার ঘোড়ার মুখ তাদের দিকে করালেন এবং তাদের প্রতি বর্শা তাক করলেন। সর্ব প্রথম তিনি একজনের উপর হামলা করে তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিলেন। অতঃপর আরেকজনের উপর হামলা করে তাকে সাথে সাথে মেরে ফেললেন। এসময় তিনি ছাগলের পালের মাঝে সিংহের ন্যায় দৌড়াচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তারা ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে পড়ল। অতঃপর পালানো শুরু করল। হযরত দিরার তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। তখনো তিনি একের পর এক অশ্বারোহীকে মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছিলেন। যখন তারা তাদের বাহিনীর কাছে পৌছে গেল, তখন হযরত দিরার সামনে আর অগ্রসর না হয়ে তাদের জিনিস পত্র ও ঘোড়া গুলো নিয়ে মুসলমানদের কাছে চলে আসলেন এবং যা ঘটেছে তা হযরত খালিদের নিকট খুলে বললেন।

তখন হযরত খালিদ বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি নিজেকে বিপদে না ফেলতে ও তাদের উপর হামলা না করতে ? দিরার বললেন, তারা আমাকে খুঁজতে এসেছে। তখন আমার এ ভয় লেগেছে যে,আমি যুদ্ধ থেকে পালানোর আল্লাহর নিষেধ অমান্য করছি। তাই আমি তাদের সাথে অন্তর খুলে লড়াই করেছি। আল্লাহ আমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কসম! যদি আপনার তিরস্কারের ভয় না থাকত, তাহলে আমি তাদের সকলের উপর হামলা করতাম। মনে রাখবেন রোমানরা সবাই আমাদের গনীমত।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

অতঃপর হযরত খালিদ যুদ্ধের জন্য সৈন্যদেরকে বিন্যস্ত করা শুরু করলেন। মাঝখানে রাখলেন হযরত মুআয বিন জবলকে, ডান দিকে রাখলেন হযরত আবুদর রাহমান বিন আবু বকরকে, বাম দিকে রাখলেন হযরত সাঈদ বিন আমেরকে, বাম পাশের আরেকটি গ্রুপের নেতৃত্বে রাখলেন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাকে। আর নারী, শিশু ও জিনিস পত্রের সাথে চার হাজার সৈন্যকে পিছনে রেখে তাদের নেতৃত্বে রাখলেন হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ানকে।

অতঃপর হযরত খালিদ মহিলাদের দিকে গেলেন। এ মহিলারা ছিলেন খাওলা বিনতে আযুর, আফরা বিনতে গিফার হিময়ারী, উম্মে আবান বিনতে আতরা, মাযরুআ বিনতে আমলুক, সালমা বিনতে যিরা' এবং অন্যান্য বীর ও সাহসী মহিলারা। ঐদিন উম্মে আবান বিনতে আতরার সাথে আবান বিন সাঈদ ইবনুল আসের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই তার হাতে মেহেদী ও মাথায় আতরের সুগন্ধি মাখানো ছিল।

মহিলাদের প্রতি হযরত খালিদের নসীহত

অতঃপর হযরত খালিদ তাদেরকে বললেন-

يا بنات العمالقة وبقية التبابعة قد فعلتن فعلا أرضيتن بـــه الله تعـــالى والمسلمين, وقد بقى لكن الذكر الجميل, وهذه أبواب الجنة قد فتحـــت لكن, وأبواب النار قد أغلقت عنكن وفتحت لأعدائكن, واعلمن أنى أثق بكن, فقاتلن عن أنفسكن, وان رأيتن أحدا من المسلمين قد ولى هاربـــا فدونكن إياه بالأعمدة وارمين بولده وقلن لهن أين تولى عـــن أهلـــك ومالك وولدك وحريمك فإنكن ترضين بذلك الله تعالي

"হে আমলেকা বংশের মেয়ে ও তাবাবিআ বংশের অবশিষ্ট নারীরা ! তোমরা এমন এক কাজ করেছ, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহ ও মুসলমানদের সন্তুষ্ট করেছ এবং এর ফলে তোমাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। জান্নাতের দরজা সমূহ তোমাদের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। জাহান্নামের দরজা সমূহ তোমাদের জন্য বন্ধ করা হয়েছে এবং তোমাদের শত্রুদের জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে। মনে রাখবে, আমি তোমাদের প্রতি আস্থাবান। যদি রোমানদের কোন দল তোমাদের উপর হামলা করে বসে, তাহলে তাদের সাথে

তোমরা আত্মরক্ষার্থে লড়াই করবে। আর যদি দেখ মুসলমানদের কেউ পালিয়ে যাচ্ছে তাহলে তোমরা তাকে তাবুর খুটি দ্বারা আঘাত করবে এবং তার সন্তানকে তার পেছনে পাঠিয়ে বলবে তুমি তোমার পরিবার ও জিনিস পত্র ফেলে কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ। আর এ কাজ দ্বারা তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবে"।

তখন আফরা বিনতে গিফার বললেন-

أيها الامير ! والله لا يفرحنا إلا أن نموت أمامك, فلنضربن وجوه الروم ولنقاتلن إلى أن لا تبقى لنا تطرف, والله ما نبالى إذا رمينا الروم كله.

"আমীর সাহেব শত্রুদের সাথে লড়াই করে আপনার সামনে মরে যাওয়াতেই আমাদের আনন্দ। অতএব, আমরা রোমানদের উপর আঘাত হানব এবং আমাদের প্রতি চোখে তুলে তাকাবে, এমন কেউ বাকী থাকা পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। আল্লাহর কসম! রোমানদের সবার সাথে লড়াই করাতে ও আমাদের কোন ভয় নেই"।

অতঃপর হযরত খলিদ সৈন্যদের কাতারের দিকে এসে ঘোড়া নিয়ে তাদের মাঝে ঘোরাঘুরি ও লোকজনকে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন।

ইসলামের সৈন্যদের প্রতি হযরত খালিদের নসীহত

এসময় তিনি দীপ্ত কন্ঠে বললেন-

يامعشر المسلمين! انصروا الله ينصركم, وقاتلوا فى سبيل الله واحتسبوا نفوسكم فى سبيل الله ولا تحملوا حتىآمركم بالحملة, ولتكن السهام إذا خرجت من أكباد القسي كأنها من قوس واحدةفإذا تلاصقت السهام رشقا كالجراد لم يخل أن يكون منها سهم صائب ((واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)) واعلموا أنكم لم تلقوا بعد هذا عدوا مثله, وإن هذه الفئة جملتهم وأبطالهم وملوكهم, فجردوا السيوف وأوتروا القسى وفوقوا السهام.

"ওহে মুসলমানগণ, আপনারা আল্লাহকে সাহায্য করুন। তিনি আপনাদেরকে সাহায্য করবেন। আর নিজেদেরকে আল্লাহর পথে সওয়াব প্রাপ্ত মনে করুন। আর আমি নির্দেশ না দেওয়ার পূর্বে শত্রুদের উপর

হামলা করা থেকে বিরত থাকুন। আর ধনুক থেকে আপনাদের সবার তীরগুলো সব এক সাথে বের হওয়া উচিত। তীরগুলো যখন পঙ্গপালের মত এক সাথে বের হয়ে গিয়ে পড়বে তখন একটিও ব্যর্থ হবে না। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর । ধৈর্যের ব্যাপারে একে অপরকে উৎসাহিত কর এবং শত্রুদের জন্য ওৎ পেতে থাক। আর জেনে রাখবে, তোমরা আজকের ন্যায় আর কোন সময় এত বিশাল শত্রু বাহিনীর মখোমুখি হবে না। এখানে শত্রু বাহিনীর সৈন্য, বীর ও গভর্ণররা উপস্থিত হয়েছে। অতএব তাদের জন্য তরবারী কোশ মুক্ত কর এবং ধনুক হাতে নিয়ে তাদের প্রতি তীর তাক কর।

শুরু হল যুদ্ধ

অতঃপর হযরত খালিদ হযরত আমর ইবনুল আস, আবদুল্লাহ বিন উমর, কাইস বিন হুবাইরা, রাফে বিন উমাইরা, যুলকিলা আল হিময়ারী, রবীআ বিন আমের ও তাদের সমমানের সাহাবীদের নিয়ে সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড়ালেন।

ওয়ারদান যখন মুসলিম সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসতে দেখল, তখন সে তার সৈন্যদেরকে নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। মুসলমানরা তাদেরকে হযরত খালিদের নির্দেশ মত তীব্র আঘাত শুরু করে। রোম সৈন্যদের আধিক্যের কারণে চতুর্দিকে মানুষ থৈ থৈ করছিল। শত্রুরা তাদের পতাকা-ক্রুশ নিয়ে যুদ্ধ করছিল আর মুসলমানরা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও নবী সা.- এর প্রতি দরুদ পড়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করছিল।

রোমানদের লোভনীয় প্রস্তাব

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল রোম সৈন্যদের ভিতর থেকে একজন বৃদ্ধ বের হয়ে আসছে। তার মাথায় ছিল একটি কাল টুপি। মুসলমানদের কাছে এসে তিনি আরবী ভাষায় ডাক দিয়ে বললেন, আপনাদের নেতা কে ? তিনি এসে আমার সাথে কথা বলুন। তিনি আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপদ।

তখন হযরত খালিদ তার দিকে এগিয়ে গেলেন। হযরত খালিদকে দেখে তিনি বললেন, আপনি কি আরবদের আমীর ?

হযরত খালিদ বললেন, তারাতো এরকম মনে করে যে, যতক্ষণ আমি আল্লাহর আনুগত্য করব ও তার রাসূলের সুন্নাতের উপর অটল থাকব

ততক্ষণ আমি তাদের আমীর। তবে যদি আমি এর ব্যতিক্রম করি তখন তাদের উপর আমার অধিকার থাকবে না ।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন, এ নীতির কারণেই তো আপনারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করেছেন। এ বৃদ্ধ রোমীয় খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু ছিলেন। বললেন, আপনি এমন একটি দেশের হৃদপিন্ডে চলে এসেছেন, যাতে প্রবেশ করতে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন সম্রাট বা গভর্ণর সাহস করেননি। পারসিকরা এ দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, তাবাবিআরা এসে নিজেদের ধবংস করেছে বটে; কিন্তু তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। হ্যাঁ, আপনি আমাদের উপর বিজয় অর্জন করেছেন বটে; কিন্তু এ বিজয় আপনাদের জন্য স্থায়ী হবে না। আমাদের সেনাপতি আমাকে এ বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, তিনি আপনাদের প্রত্যেককে একটি করে দীনার, এক জোড়া করে কাপড় ও একটি করে পাগড়ী দিবেন। আর আপনাকে একশত দীনার, একশজোড়া কাপড় ও একশতটি পাগড়ী দিবেন। বিনিময়ে আপনারা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। মনে রাখবেন আমাদের সৈন্য সংখ্যা অগণিত। আরো মনে রাখবেন, এ বিশাল সেনাবাহিনী পূর্বে যে সব সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করেছেন, তাদের ন্যায় অদক্ষ নয়। সম্রাট এ বাহিনীতে সৈন্যদের মধ্যকার বীর ও লড়াকুদের বাছাই করে পাঠিয়েছেন।

ইসলামের সেনাপতির সাহসী উত্তর

ধর্মগুরুর এসব কথা শোনে হযরত খালিদ বললেন, আপনাদের প্রতি আমদের দাবী তিনটি। এ তিনটির যে কোন একটি আপনাদের বরণ করে নিতে হবে। প্রথমতঃ আমাদের দ্বীন গ্রহণ করা ,দ্বিতীয়তঃ জিয়্যা প্রদান করা, তৃতীয়তঃ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। আর আপনি যে বললেন, আপনাদের সৈন্য অগণিত, তাতে আমরা ভয় পাই না। কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে তার নবী মুহাম্মদ সা. ও কুরআনের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমাদেরকে অব্যশই বিজয় দান করবেন। আর আপনি যে বললেন, আপনাদের নেতা আমাদের প্রত্যেককে একটি করে দীনার, একটি করে পাগড়ী ও একজোড়া কাপড় দিবেন, তার উত্তরে বলতে চাই, শীঘ্রই আল্লাহ আমাদেরকে আপনাদের দেশ জয় করার তাওফীক দিবেন এবং এর ফলে আমরা আপনাদের কাপড়, পাগড়ী ও দীনারসহ সব কিছুর অধিকর্তা হব।

হযরত খালিদের এ কথা শোনে ধর্মগুরু বললেন, আমি আমাদের নেতার কাছে গিয়ে আপনাকে উত্তর জানাবো। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে তার কথার উত্তরে হযরত খালিদ যা বললেন, তা ওয়ারদানকে জানালেন।

ওয়ারদানের কাল্পনিক বিজয়

তখন ওয়ারদান বলল, সে কি মনে করেছে যে, আমাদের পূর্বে তারা যে সব বাহিনীর মোকাবেলা করেছে, আমরা তাদের মত ? আমরা যদি এদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ত্রুটি করি, তাহলে আমাদের প্রতি তাদের লালসা আরো বেড়ে যাবে। এখন আর চিন্তা নেই। সম্রাট বড় বড় বীর সেনাদের তাদের মোকাবেলা করার জন্য পাঠিয়েছেন । এখন তাদেরকে লুটিয়ে দিতে আমাদের প্রয়োজন একটি চক্কর। অতঃপর সে বর্শা ও তীরধারী সৈন্যদের সামনে রেখে যুদ্ধ শুরু করল।

হযরত মুআযের জ্বালাময়ী ভাষণ

এ সময় হযরত মুআজ বিন জাবাল চিৎকার দিয়ে বললেন-

يا معشر الناس إن الجنة قد زخرفت لكم والنار قد فتحت لأعدائكم والملائكة عليكم قد أقبلت والحور العين قد تزينت للقائكم فأبشروا بالجنة السرمدية ((إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ)) بارك الله فيكم الحملة.

"ওহে লোকজন! জান্নাত আপনাদের জন্য সজ্জিত করা হয়েছে। জাহান্নাম আপনাদের শত্রুদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফেরেশতারা আপনাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট রমণীরা আপনাদের সাক্ষাতের জন্য সজ্জিত হয়ে আছে। অতএব, চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। আপনাদের হামলায় আল্লাহ বরকত নাজিল করুন"

হযরত খালিদ বললেন, মুআয! আপনি থামুন, লোকজনকে আমি ওসীয়ত করি। এ বলে হযরত খালিদ কাতারগুলো ঠিক করতে লাগলেন এবং বললেন

اعلموا أن هؤلاء أضعافكم فقاتلوهم إنها ساعة نرزق فيها النصر,

وإياكم أن تولوا الأدبار فيراكم الله منهزمنين, از حفوا على بركة الله.

"জেনে রাখুন! শত্রুরা আমাদের দ্বিগুন। অতএব, তাদের সাথে যুদ্ধ আসর পযর্ন্ত দীর্ঘায়িত করুন। কারণ, আসরের সময়ই আমাদের বিজয় লাভ হবে। সাবধান কেউ পালিয়ে যাবেন না, আল্লাহ আপনাদেরকে পালিয়ে যাবার জন্য শাস্তি দেবেন । আল্লাহর নামে যুদ্ধ শুরু করুন"।

যুদ্ধের সূচনা ও হযরত দিরারের সাহসিকতা

অতঃপর রোম সৈন্যরা মুসলমানদের দিকে এগিয়ে এসে তীরের আঘাতে কিছু লোককে হত্যা করল, কিছু লোককে আহত করল। হযরত খালিদ লোকজনকে হামলা করা থেকে বিরত রাখলেন। তখন দিরার বিন আযূর বললেন, আমরা কেন অপেক্ষা করব? আল্লাহ তাআলার ওয়াদা যে সত্য, তাতো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে। শত্রুরা এখন নিশ্চিত হবে যে, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে হামলা করার অনুমতি দিন।

হযরত খালিদ বললেন, তা হলে তুমি গিয়ে হামলা কর। তখন হযরত দিরার একথা বলে শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন যে, আমার কাছে যুদ্ধের চেয়ে অধিক প্রিয় বিষয় আর কিছুই নেই।

হযরত দিরারের গায়ে তখন পলের ভাই বুট্রোসের কাছ থেকে পাওয়া বর্মটি শোভা পাচ্ছিল। হযরত দিরারের গায়ে বুট্রোস থেকে পাওয়া দুটি চামড়ার জুব্বাও ছিল। অতঃপর তিনি ঘোড়া চালিয়ে শত্রুদের কাছে পৌঁছে গেলেন। তার লেবাস দেখে শত্রুরা তাকে চিনতে পারছিল না। তিনি শত্রুদের কাতারে প্রবেশ করে তাদের উপর বর্শা দ্বারা আঘাত হানছিলেন। শত্রুরা তার প্রতি তীর বৃষ্টি বর্ষণ করছিল। কিন্তু তিনি এতে মোটেও আহত হচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ শত্রুদের উপর অবিরাম হামলা চালিয়ে তিনি তাদের অনেক লোককে হত্যা করলেন ।

আনান বিন আউফ বলেন, আমি দিরারের হত্যা করা লোকদের সংখ্যা গণনা করছিলাম। তার হত্যা করা পদাতিক ও অশ্বারোহীদের সংখ্যা ত্রিশ। অতঃপর হযরত দিরার মাথা থেকে শিরস্ত্রান ও চেহারা থেকে মুখোশ খুলে ফেললেন এবং বললেন-

أنا الموت الأصفر, أنا ضرار بن الأزور, أنا قاتل همدان بـــن وردان, أنا البلاء المسلط عليكم و على من اشرك بالرحمن.

"আমি হলুদ মৃত্যু। আমি দিরার বিন আযূর। তোমাদের নেতা

ওয়ারদানের ছেলে হামদানের হত্যাকারী। আমি তোমাদের ও আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকারীদের উপর আপতিত বিপদ"।

রোম সৈন্যরা তার কথা শোনে তাকে চিনে ফেলল এবং পিছনে সরে গেল। তখন হযরত দিরার তাদের ধাওয়া করলেন। তখন রোম সৈন্যরা তাকে ঘিরে ধরল।

হযরত দিরারকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা

ওয়ারদান এ অবস্থা দেখে বলল, কে এই বেদুঈন ? তারা বলল, এ সেই লোক, যে সব সময় খোলা শরীরে যুদ্ধ করছে। ওয়ারদান এ কথা শোনে বলল, এই তো আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। আমি একজন লোক চাই, যে আমার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে। কেউ যদি তাকে মেরে আমার ছেলের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার, তাহলে আমি তাকে সে যা চাইবে তা দ্বারা পুরষ্কৃত করবো। তখন তাবরিআর গভর্নর বলল, আমি আপনার ছেলে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করছি।

অতঃপর সে তার ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে হযরত দিরারের উপর হামলা করলো। অনেকক্ষণ ধরে তার সাথে হযরত দিরারের যুদ্ধ চলল। অতঃপর হযরত দিরার আল্লাহর শত্রুর উপর খুব জোরে একটি আঘাত করলেন। যার ফলে তার পেট ফেটে গেল এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তখন ওয়ারদান বলল, একে তো ধরে আনা গেল না। এর সাথে তো যুদ্ধ করে কোন মানুষ পেরে উঠবে না। অতঃপর সে ঘোড়া থেকে নেমে পোষাক পরিবর্তন করলো এবং বর্ম পরিধান করলো। আর মাথায় একটি তাজ রেখে একটি ভাল আরবী ঘোড়ায় চড়ে হযরত দিরারের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন আম্মানের গভর্ণর ইস্তফান তার দিকে এগিয়ে গেল এবং তার বাহনের সামনে দাড়িয়ে বলল জনাব! আমি যদি এ ঘৃণ্য লোকটিকে হত্যা করি বা গ্রেফতার করে নিয়ে আসি, তা হলে আপনি কি আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিবেন?

ওয়ারদান বলল, হ্যাঁ দিব। আমার মেয়ে তোমার জন্যই এবং এ ব্যাপারে আমি সিরিয়ার উপস্থিত সকল গভর্ণরকে সাক্ষী রাখছি। ইস্তফান এ কথা শুনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত দৌড়ে গিয়ে হযরত দিরারের উপর হামলা করল এবং বলল, তুমি ধ্বংস হতে। তোমার উপর এমন বিপদ এসেছে যার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার নেই।

হযরত দিরার কথাগুলো বুঝতে পারছিলেন না। তবে তিনি ঢালটি ছিনিয়ে নিলে ওই সময় ইস্তফান একটি স্বর্ণের ক্রুশ বের করল এবং ওটাকে চুম্বন করল এবং মাথায় উঠানামা করল। তখন হযরত দিরার বুঝতে পারলেন যে, সে ওই ক্রুশ দ্বারা তার উপর বিজয় কামনা করছে। হযরত দিরার বললেন, তুমি যদি ওটা দ্বারা আমার উপর বিজয় কামনা কর, তা হলে আমি নিকর্টবর্তী ও সাড়াদানকারী আল্লাহর কাছে তোমার উপর বিজয় কামনা করছি।

অতঃপর তিনি ইস্তফানের উপর হামলা করলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে উভয়ের যুদ্ধ চলল। লোকজন তাদের যুদ্ধ দেখে হৈচৈ শুরু করে দিল। তখন হযরত খালিদ ডাক দিয়ে বললেন, ওহে আযূর পুত্র! এটা কোন ধরণের অলসতা ও উদাসীনতা! জান্নাত তো তোমার জন্য উম্মুক্ত করা হয়েছে, আর তোমার শত্রুদের জন্য জাহান্নাম উম্মুক্ত করা হয়েছে। তোমার অলসতা থেকে বেচে থাকা উচিত। কারণ, তোমাকে আল্লাহ সাহায্য করবেন।

বীর দিরার কর্তৃক ইস্তফানের ছেলে হত্যা

তখন হযরত দিরার আরো অধিক উৎসাহের সাথে যুদ্ধ করা শুরু করে দিলেন। রোমানরাও তাদের নেতাকে উৎসাহিত করল। উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছিল। সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পেল ও ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেল। ফলে ইস্ত ফান হযরত দিরারকে ঘোড়া থেকে নেমে যুদ্ধ করার কথা বলল। হযরত দিরার ঘোড়ার ক্লান্তি দেখে ঘোড়া থেকে নেমেই যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলেন। তখন দেখা গেল, রোমান সৈন্যরা যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসছে । একজন লোক তাদের দিকে আসছে এবং সে একটি ঘোড়া হাতে ধরে নিয়ে আসছে। সে ঘোড়ার উপর ছিল ইস্তফানের ছেলে। হযরত দিরার তাকে দেখে চিৎকার দিলেন এবং বললেন, আমার সাথে কিছুক্ষণ যুদ্ধ কর। এ বলে হযরত দিরার তার ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে ইস্তফানের ছেলের দিকে গিয়ে তাকে এমন এক আঘাত দ্বারা স্বাগতম জানালেন, যার ফলে সে লুটিয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পর মৃত্যুবরণ করে। তখন হযরত দিরার নিজের ঘোড়াটিকে মুসলমানদের দিকে হাকিয়ে নিহতের ঘোড়ায় আরোহণ করলেন। মুসলমানরা তার ঘোড়াটিকে গ্রহণ করলেন।

দিরারের সাহায্যে হযরত খালিদ ও তার সাথীরা

অতঃপর তিনি ইস্তফানের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইস্তফান যখন দেখল, দিরার তার ছেলেকে হত্যা করে তার দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন সে নিশ্চিত হয়ে গেল যে, সে যদি পালায় তাহলে তিনি (দিরার) তাকে ধাওয়া করে হত্যা করবেন। আর যদি না পালায় তা হলেও হত্যা করবে। হযরত দিরার আল্লাহর দুশমন ইস্তফানের কাছে গিয়ে তার উপর হামলা করলেন। তখন তিনি দেখলেন, রোম সৈন্যদের মাঝ থেকে একটা লোক বের হয়ে আসছে। তার নাম ছিল গারদুস।

ওয়ারদান ইস্তফানের ছেলের হত্যাকান্ড দেখে বুঝতে পারল যে, ইস্তফানও মৃত্যুর নিকটবর্তী। তখন সৈন্যদের বলল, ওহে লোকজন! এ শয়তান আমার কলিজার টুকরা খেয়ে ফেলেছে। আমি যদি তাকে ধ্বংস না করি, তাহলে আমি নিজেকেই ধ্বংস করবো। অতএব, আমাকে তাকে মারার জন্য বের হতেই হবে।

এ বলে সে দশজন বাছাই করা সৈন্য নিয়ে যখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত রণক্ষেত্রে এগিয়ে আসল, তখন ইস্তফান আনন্দে দিরারের প্রতি হুংকার ছাড়ল।

অন্যদিকে হযরত খালিদ ঝলমলে তাজ পরিহিত ওয়ারদানের নেতৃত্বে দিরারের দিকে শত্রুদের আগমন দেখে বললেন, প্রধান সেনাপতি ছাড়া কারো মাথায় তাজ থাকে না। সন্দেহ নেই যে, শত্রুদের প্রধান সেনাপতি আমাদের সাথীর দিকে এগিয়ে আসছে। অতএব এমন কে কে আছেন যারা আমাদের পক্ষ থেকে দিরারের সাহায্যে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত? আর বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে শুধু দিরারের সাহায্যে দশজন যাবে, যাতে আমাদের সংখ্যা শত্রুদের সংখ্যা থেকে বেশী না হয়। এ বলে হযরত খালিদ দশজনকে সাথে নিয়ে হযরত দিরারের সাহায্যে এগিয়ে গেলেন। দিরারের কাছে হযরত খালিদ তার সাথীদের নিয়ে পৌঁছার আগেই শত্রুরা এসে পৌঁছে। শত্রুদের দেখে হযরত দিরার পাথর এর চেয়ে শক্ত হৃদয় নিয়ে লড়তে লাগলেন। এ দেখে হযরত খালিদ দূর থেকে ডাক দিয়ে বললেন-

أبشر يا ضرار, فقد أسعدك الجبار ولا تجزع من الكفار.

"ওহে দিরার! সুসংবাদ গ্রহণ কর! পরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাকে ভাগ্যবান বানিয়েছেন। তুমি কাফিরদের ব্যাপারে দুর্বল হয়ো না"।

তখন দিরার বললেন, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী।

হযরত খালিদ তার সাথীদের নিয়ে শত্রুদের কাছে এসে পৌছলে প্রত্যেকেই একজন করে শত্রুদের মোকাবেলায় ব্যস্ত হয়ে যায়। হযরত খালিদ ওয়ারদানকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আর হযরত দিরার তো আগে থেকেই ইস্ত ফানের সাথে লড়াই করে আসছিলেন।

বীর দিরারের রোম নেতা ইস্তফানকে হত্যা

ইস্তিফান হযরত খালিদ ও তার সাথীদের দেখে ভয়ে কম্পমান হয়ে যায় এবং পালানোর উদ্দেশ্যে ডানদিকে ও বামদিকে তাকাতে থাকে। তার পালানোর ইচ্ছে টের পেয়ে হযরত দিরার তার উপর জোরে বর্শা দ্বারা আঘাত করলেন। তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে পালাচ্ছিল। হযরত দিরারও ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে তাকে ধাওয়া করতে লাগলেন। কিছুদুর যেতে না যেতেই দিরার তাকে জড়িয়ে ধরে কৌশলে মাটিতে ফেলে দিলেন। আল্লাহর এ দুশমন ছিল বিরাট শক্ত পাথরের ন্যায়। হযরত দিরার ছিলেন হালকা-পাতলা, কিন্তু আল্লাহ তাকে দান করেছেন ঈমানী শক্তি। অনেক দস্তাদস্তির পর হযরত দিরার হাত দ্বারা তার পেটে আঘাত করলেন এবং তাকে মাটিতে চেপে ধরলেন। তখন আল্লাহর দুশমন চিৎকার দিয়ে ওয়ারদানের নিকট রোমীয় ভাষায় সাহায্য চেয়ে বলল, জনাব! আমাকে আমার এ দুরাবস্থা থেকে রক্ষা করুন। আমি তো ধ্বংস হলাম। তখন ওয়ারদান তার দিকে চেয়ে বলল, তুমি ধ্বংস হও, এ নৃশংস ও হিংস্র প্রাণীদের কবল থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে।

হযরত খালিদ ওযারদানের একথা শোনে তার দুর্বলতা টের পেয়ে আরো তীব্রভাবে তার উপর হামলা করলেন। এ সময় হযরত দিরার ইস্তফানের বক্ষে চেপে বসে তাকে উটের ন্যায় যবেহ করে দিলেন। তখন সবাই নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে চলেছিল। হযরত দিরার আল্লাহর দুশমনের রক্তাক্ত মাথাটি নিয়ে ঘোড়ায় গিয়ে বসলেন।

যুদ্ধের সূচনা ও সাঈদ বিন যাইদের ভাষণ

এ সময় রোমান সৈন্যরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে আসতে শুরু করে। শত্রুদের আগমন দেখে সাঈদ বিন যাইদ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন-

يامعشر الناس! اذكروا الوقوف بين يدى الله الملك الجبار, وإياكم أن تولوا الأدبار فتستوجبوا دخول النار, يا أهل القرآن ياحملة القرآن اصبروا.

"ওহে লোকজন! পরাক্রমশালী সম্রাট আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করুন। অতএব, কেউ পালিয়ে যাবেন না। যার ফলে জাহান্নামে প্রবেশ অনিবার্য। ওহে ঈমানদার ও কুরআনের বাহকগণ ধৈর্য ধারণ করুন"।

হযরত সাঈদ বিন যাইদের এ কথায় লোকজনের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেল। অতঃপর উভয় দল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ আছরের সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

শত্রুদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি

এ যুদ্ধে তিন হাজার রোমান সৈন্য ও দশজন গভর্ণর নিহত হয়। নিহত গভর্ণররা হলো, আমীরার গভর্ণর রুমান, নওয়ার গভর্ণর ডোমার, বা'লাবাকের গভর্ণর কাওকাব ও গাযার গভর্ণর লাবী বিন হেনা প্রমুখ।

ওয়ারদানের ভাষণ ও যুদ্ধের পুনঃপ্রস্তুতি

যুদ্ধ শেষে উভয় দল নিজ নিজ তাঁবুতে চলে গেল। মুসলমানদের কঠোর ধৈর্য ও লড়াই দেখে ওয়ারদান ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাই সে সেনাকর্মকর্তাদের ডেকে বলল-

يا أهل دين النصرانية! ما تقولون فى هؤلاء العرب؟ فإنى أراهم غالبين علينا وقد رأيت أسيافهم قاطعة وخيولهم صابرة وسواعدكم جليدة, وإن القوم أطوع منكم لربكم وما خذلتم إلا بالظلم والجور والغدر, وما مرادى منكم إلا أن تتوبوا إلى ربكم, فإن فعلتم ذلك رجوت لكم النصر من عدوكم, وإن لم تفعلوا ذلك فأذنوا بحرب من المسيح وبهلاك أنفسكم, فإن الله عاقبكم أشد عقوبة إذسلّط عليكم أقواما لا نفكر بهم ولا نعدهم , لأن أكثرهم جياع وعبيد وعراة ومساكين. أخرجهم إلينا قحط الحجاز وجوعه وشدة الضرر والبلاء, والآن قد أكلوا من خبز بلادنا وفواكه أرضنا وأكلوا العسل والتين والعنب, وأعظم ذلك سبى نسائكم وأموالكم-

"ওহে খৃষ্টবাদের অনুসারীরা! এ আরবদের সম্পর্কেতোমাদের কী ধারণা ? আমি তো তাদেরকে বার বার আমাদের উপর বিজয়ী হতে দেখেছি। আমি তাদের তরবারী গুলোকে আমাদের উপর আঘাত হানতে ও তাদের ঘোড়া গুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে সহনশীল দেখেছি। আর তোমাদের বাহুগুলোকে দেখছি দুর্বল। আর দেখছি তোমাদের চেয়ে শত্রুরা প্রভুর অধিক অনুগত। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি সাহায্য না আসার কারণ হচ্ছে, তোমাদের অন্যায়, অবিচার ও বিশ্বাসঘাতকতা। তোমাদেরকে এখন আমি যে কথা বলতে চাই, তা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে তওবা কর। যদি তোমরা এটা কর, তাহলে আমি শত্রুদের উপর তোমাদের বিজয়ে আশাবাদী। আর যদি তোমরা তওবা না কর, তা হলে মসীহের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা ও তোমাদের ধ্বংস হওয়ার দুঃসংবাদ গ্রহন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু লোক দ্বারা কঠোর শাস্তি দিয়েছেন, যাদের ব্যপারে আমাদের কোন দুর্ভাবনা ছিলনা। তাদেরকে আমরা উল্লেখযোগ্য মানুষের মধ্যে গণনা করতাম না। কারণ, তাদের অধিকাংশই ক্ষুধার্ত, ক্রীতদাস, নিঃস্ব ও মিসকীন। হিজাযের দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা ও বালা-মুসিবতের কঠোরতা তাদেরকে আমাদের দেশে নিয়ে এসেছে। এখন তারা আমাদের দেশের রুটি, ফল, মধু, ডুমুর ও আঙ্গুর খাচ্ছে। সবচেয়ে যেটি বেশী দুঃখজনক বিষয়,তা হচ্ছে, তারা আমাদের নারীদের বন্দী করে নিচ্ছে এবং আমাদের ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে"।

ওয়ারদানের এ ভাষণ শুনে সৈন্যরা কাঁদল এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করল এবং বলল, আরবরা আমাদের উপর আর বিজয় লাভ করতে পারবে না। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে তাদের সাথে বর্শা দ্বারা যুদ্ধ করা।

হযরত খালেদকে গুপ্ত ভাবে হত্যার চেষ্টা

সৈন্যদের পক্ষ থেকে এ কথা শুনে ওয়ারদান সেনা কর্মকর্তাদের ডাক দিয়ে বলল, আপনাদের কী মতামত ?

তখন তাদের একজন বলল ওহে ওয়ারদান! মনে রাখবেন আপনি এমন একদল লোকের সাথে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছেন, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি আপনার নেই। আমি তাদের একজন লোককে আমাদের অনেক সৈন্যদের মাঝে এসে নির্ভীক চিত্তে হামলা করতে দেখেছি। তারা আমাদের সৈন্যদের মাঝে এসে কাউকে হত্যা না করে ফিরে যায় না। তাদের নবী

তাদেরকে বলেছেন, তোমাদের যারা নিহত হবে তারা জান্নাতে যাবে আর রোমানদের যারা নিহত হবে, তারা জাহান্নামে যাবে। তাদের নিকট বাঁচা ও মরা উভয়ই মর্যাদার। তাদের নেতাকে কৌশলে হত্যা করা ব্যতীত তাদের উপর আমাদের বিজয় লাভ করার কোন পথ আমি দেখছি না।

ওয়ারদান বলল, কোন্ কৌশল অবলম্বন করে আমরা তকে হত্যা করতে পারি ?

সেনা কর্মকর্তাটি বলল, আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিচ্ছি, সে মতে যদি আপনি কাজ করেন, তাহলে তাদের নেতাকে আপনি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ছাড়া হত্যা করতে পারবেন। পরামর্শটা হচ্ছে, আপনি তার সাথে যুদ্ধ করতে যাওয়ার আগে দশজন চতুর ও বীর অশ্বারোহীকে রণাঙ্গনের কাছাকাছি একটি জায়গায় লুকিয়ে রাখবেন। এরপর আপনি রণাঙ্গনে গিয়ে তার সাথে আলোচনায় লিপ্ত হবেন, অতঃপর তার উপর হামলা করবেন এবং লুকিয়ে রাখা দশজনকে ডাক দিবেন। তারা এসে তাকে টুকরো টুকরো করবে। অতঃপর আপনি নিরাপদে আমাদের দিকে ফিরে আসবেন। দেখবেন, তখন আরবরা বিভক্ত হয়ে পড়বে।

ওয়ারদান একথা শুনে খুব খুশী হল। বলল, তুমি সঠিক ও সুন্দর পরামর্শ দিয়েছ। তবে একাজটা রাত্রেই করতে হবে এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই যে কোন ভাবে আমাদের একাজ সেরে ফেলতে হবে।

ষড়যন্ত্রের শুরুতেই বিরোধ

অতঃপর ওয়ারদান দাউদ নামের একজন আরব খ্রীষ্টানকে ডেকে বলল, আমি জানি, তুমি স্পষ্ঠভাষী। আমি চাচ্ছি, তুমি আমাদের পক্ষ থেকে আরবদের কাছে গিয়ে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব দেবে এবং বলবে, আমি* একাকী তাদের কাছে যাওয়ার পূর্বে তারা যেন কেউ আমাদের দিকে না আসে। এতে করে হয়তো আমরা আরবদের সথে সন্ধী করতে সক্ষম হব। তখন দাউদ বলল, এটা কী বলছেন ? আপনি কি সম্রাটের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ অমান্য করে আরবদের সাথে সন্ধি করতে যাচ্ছেন? এরকম করলে সম্রাট আপনাকে কাপুরুষ বলে অভিহিত করবেন। আর এ ব্যাপারে আরবদের কাছে গিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার ও আরবদের মাঝে সন্ধি করার ক্ষেত্রে যদি আমার মধ্যস্থতার খবর সম্রাট শুনেন, তাহলে তিনি আমাকে হত্যা করবেন।

---

* আমি: অর্থাৎ ওয়ারদান

তখন ওয়ারদান বলল, আরে নির্বোধ! এটা আরবদের আমীরকে হত্যা করার একটা কৌশল মাত্র । যেন আরবরা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের সাথে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে। এর সাথে সাথে ওয়ারদান পূর্বোক্ত সেনা কর্মকতার্র পেশ করা কৌশলটা দাউদের সামনে পরিপূর্ণ রূপে তুলে ধরল। তখন দাউদ বলল, এ রকম কাজ প্রায়সই ব্যর্থ হয়। অতএব, আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সরাসরি যুদ্ধে অবর্তীণ হোন । তখন ওয়ারদান ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তুমি ধ্বংস হবে। তুমি আমার নির্দেশের বিরোধীতা করছো! তুমি আমার সাথে তর্ক বন্ধ কর। তখন দাউদ বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার নির্দেশ মেনে নিলাম।

দাউদ মনে মনে বলল, ওয়ারদান তার ছেলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। অতঃপর সে মুসলমানদের কাছে গিয়ে জোর গলায় বলল-

يامعشر العرب حسبكم من القتل وسفك الدماء, فإن الله تعالى يسـألكم عن سفكها, وأريد أن يخرج إلى أمير العرب حتى أخاطبه بما أرسلت به

"ওহে আরব সম্প্রদায়! আপনাদের আর মারামারি ও রক্তপাত করা উচিত হবে না। কারণ, আল্লাহ আপনাদেরকে এ রক্তপাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। আমি এখন রোম সেনাপতির পাঠানো বার্তা নিয়ে আরবদের আমীরের সাথে আলোচনা করতে চাই"।

তার কথা শেষ হতে না হতেই হযরত খালিদ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তার দিকে দৌড়ে আসলেন। দাউদ হযরত খালিদকে দেখে বলল, ওহে আরব থামুন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এবং আমি যোদ্ধাও নই। আমি কেবল একজন দূত।

হযরত খালিদ তার কথা শোনে তার নিকটবর্তী হলেন এবং বললেন, তুমি সত্য করে বল, কী উদ্দেশ্যে এসেছ। যে সত্য বলেছে সে নিরাপদ আছে। আর যে মিথ্যা বলেছে সে ধ্বংস হয়েছে।

সে বলল, আমি সত্য করে বলছি, আমাদের আমীর ওয়ারদান রক্তপাতকে ঘৃণা করেন, তিনি আপনাদের বীরত্ব দেখেছেন। তিনি আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান না। তিনি অর্থের বিনিময়ে আপনাদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে চান। আর তা হবে ওয়ারদান ও আপনার মাঝে একটি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে। এতে আমাদের বড় বড় লোকেরা সাক্ষী থাকবে যে, আপনি

ও আপনার লোকেরা যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে চুক্তি করতে আগ্রহী। যদি এ শর্ত মেনে নেন, তাহলে আপনি ভোরে একাকী মাঠের দিকে আসবেন আর আমাদের আমীর ওয়ারদানও সেখানে আসবেন, হতে পারে আপনারা আমাদের ও আপনাদের রক্তপাত বন্ধের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন।

হযরত খালিদের উত্তর

তার কথা শোনে হযরত খালিদ বললেন, এ কথা দ্বারা যদি তোমাদের আমীর আমাদের সাথে প্রতারণা করতে চায় তাহলে জেনে রাখ আমরা প্রতারণায় দক্ষ এবং আমাদের ন্যায় কেউ প্রতিপক্ষকে প্রতারিত করায় কৌশলী নয়। সে যদি সত্যি আমাদের সাথে প্রতারণা করতে চায় তা হলে বুঝতে হবে, তার মৃত্যু ও তোমাদের ধ্বংস অতি নিকটবর্তী। আর যদি সে সত্যি রক্তপাত বন্ধে আগ্রহী হয়, তাহলে আমরা তার সাথে সন্ধি করতে পারি। তবে তা তখনই হবে, যখন সে তার সকল লোকদের পক্ষ থেকে আমাদের জিযয়া প্রদান করবে । আর তুমি যে অর্থের কথা বলছ, তা আমরা তখনই গ্রহণ করতে পারি যখন তা আমাদের দাবী অনুযায়ী জিয়্যা হিসেবে প্রদান করবে। শীঘ্রই আমরা তোমাদের ধন সম্পদ ও দেশের অধিকর্তা হতে যাচ্ছি।

হযরত খালিদের একথা শোনে দাউদ বলল, ঠিক আছে, আপনার কথা মতই চুক্তি হবে। এখন আমি চলে যাচ্ছি। আমি গিয়ে আমাদের আমীরকে আপনার কথা জানাব। এ বলে সে খুব ভীত হয়ে চলে গেল।

ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিল দূত

যাওয়ার পথে সে মনে মনে বলল, আল্লাহর কসম! আরবদের আমীর সত্য বলেছেন। আমাদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ওয়ারদানই নিহত হবে। অতএব, আমার উচিত হবে, আরব নেতার কাছে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা চাওয়া। এ বলে সে কিছু দুর যাওয়ার পর হযরত খালিদের কাছে আবার ফিরে আসে। এসে বলল, আমীর সাহেব! আমার মনে একটা কথা লুকানো আছে। এখন আমি তা আপনার কাছে প্রকাশ করতে চাই। কারণ, আমি জানি এ দেশ আপনাদেরই। কথাটি হচ্ছে, আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারদান একটি ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে। অতঃপর সে ওয়ারদানের ষড়যন্ত্রের বিবরণ হযরত খালিদের কাছে বিস্তারিত প্রকাশ করে। অতঃপর সে বলল, খুব সতর্ক থাকুন। আমি আমার ও আমার পরিবারের জন্য আপনাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি।

হযরত খালিদ বললেন, তুমি যদি বিশ্বাস ঘাতকতা না কর, তাহলে তুমি ও তোমার পরিবার আমাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পাবে। সে বলল, আমার বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা থাকলে ওয়ারদানের ষড়যন্ত্রের কথা আপনার কাছে বলতাম না। হযরত খালিদ বললেন, তাদের লোকেরা কোথায় লুকিয়ে থাকবে? দাউদ বলল, তাদের সেনা ক্যাম্পের ডান দিকে একটি মাটি ঘেরা স্থানে।

অতঃপর সে হযরত খালিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওয়ারদানের কাছে চলে গেল। গিয়ে ওয়ারদানকে হযরত খালিদের চুক্তির জন্য প্রস্তুত থাকতে বললো। এ কথা শোনে ওয়ারদান খুশী হল এবং বলল, আশা করছি ক্রুশ আমাদের বিজয়ী করবে। অত:পর দশজন বীর সৈন্যকে পদব্রজে চলে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে লুকিয়ে থাকার নির্দেশ দিলো এবং তাদের দ্বারা যে পরিকল্পনাা বাস্তবায়ন করার কথা ছিল, সে ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করল।

হযরত খালিদের আনন্দ

অন্যদিকে হযরত খালিদ সহাস্য বদনে আমীনুল উম্মাহ হযরত আবু উবাইদার নিকট এলেন। হযরত খালিদকে আনন্দিত অবস্থায় দেখে তিনি বললেন, ওহে আবু সুলাইমান! আপনার হাসি শুভ হোক। কী খবর ?

হযরত খালিদ রোম সেনাপ্রধানের ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি তাকে খুলে বললেন।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, আপনি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন?

হযরত খালিদ বললেন, আমি একাই তাদের মোকাবেলায় যেতে ইচ্ছা করছি।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, ওহে আবু সুলাইমান! আপিনি সত্যি মহান যোদ্ধা। তবে আল্লাহ আপনাকে নিজেকে ধ্বংসের মুখে পতিত করার নির্দেশ দেননি। আল্লাহ বলেছেন-

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ

"তোমরা যথা সম্ভব আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য তীর ও যুদ্ধের ঘোড়া সমূহ প্রস্তুত করে রাখ"।

ওয়ারদান আপনাকে মারার জন্য দশজনকে প্রস্তুত করে রেখেছে। অতএব, আপনিও তাদের হত্যা করার জন্য দশজনকে গোপনে প্রস্তুত রাখুন। যখন অভিশপ্ত ওই দশজনকে ডাক দিবে, তখন আপনি আমাদের দশজনকে ডাক দিবেন।

অতঃপর তিনি হযরত রাফে বিন উমাইরা, মুআয বিন জবল, দিরার বিন আযূর, সাঈদ বিন যাইদ, কাইস বিন হুবাইরা, মায়সারা বিন মাসরুক ও আদী বিন হাতিমসহ দশজন বীর সাহাবীর নাম উল্লেখ করলেন।

হযরত খালিদের পাল্টা প্রস্তুতি

হযরত খালিদ তাদেরকে ডেকে রোমানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবহিত করলেন এবং বললেন, আপনারা সেনাক্যাম্পের বাম দিকের মাটি ঘেরা স্থানে গিয়ে লুকিয়ে থাকবেন। কেউ যেন টের না পায়। অতঃপর আমি যখন ডাক দিব, তখন সবাই দৌড়ে এসে প্রত্যেকে শত্রুদের একেকজনকে টার্গেট করে নিবেন। আল্লাহর দুশমন ওয়ারদানকে আমার হাতে ছেড়ে দেবেন । ইন্‌শাআল্লাহ আমি তার জন্য যথেষ্ট ।

হযরত দিরারের সূক্ষ্ম কৌশল

তখন হযরত দিরার বললেন, আমীর সাহেব! আমায় ভয় হচ্ছে, আপনাকে হত্যার জন্য হয়তো আরো শত্রু লুকিয়ে থাকবে। আমরা তাদের অন্য কোন ষড়যন্ত্র থেকেও আপনাকে নিরাপদ মনে করছি না। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আমরা এখনই শত্রুদের গোপন আস্তানায় চলে যাব। গিয়ে যদি তাদেরকে ঘুমন্ত পাই, তাহলে তাদেরকে হত্যা করবো এবং আমরাই তাদের স্থানে লুকিয়ে থাকবো। অতঃপর ভোরে যখন আপনি আল্লাহর দুশমনের সাথে একাকী মিলিত হবেন, তখন আমরা কোন কথাবার্তা ছাড়াই আপনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হব। একথা শোনে হযরত খালিদ বললেন, ইবনে আযূর! তুমি যা বললে, তা যদি করতে সক্ষম হও, তা হলে করতে পার। আর এরা যাদেরকে বাছাই করেছি, তাদেরকে সঙ্গে নাও। আমি তোমাকে তাদের আমীর বানালাম। আল্লাহ তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন- এ কামনাই করছি। অতঃপর হযরত দিরার তার সাথীদের নিয়ে হাতে অস্ত্র ধারণ করে পদব্রজে বের হলেন। তারা যখন বের হয়েছিলেন, তখন রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়েছে।

হযরত দিরারের সফল অপরেশন

শত্রুদের কাছাকাছি পৌঁছার পর হযরত দিরার তার সাথীদেরকে বললেন, আপনারা দাড়াঁন, আমি শত্রুদের অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে আসি । তিনি তাদের নিকটবর্তী হলে তাদের নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলেন। দিনভর যুদ্ধ করে ক্লান্ত থাকায় তারা ঘুমে বিভোর ছিল। তখন হযরত দিরার মনে মনে বললেন, যদি আমি তাদের কাউকে হত্যা করি, তাহলে বাকীরা

সাথে সাথে জেগে যাবে। তাই তিনি সাথীদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনারা যাদের চাচ্ছেন তাদেরকে আল্লাহ নিয়ে এসেছেন। এখন সর্ব প্রকার ভয় ঝেড়ে ফেলুন এবং তরবারী কোশমুক্ত করুন। শত্রুদের কাছে গিয়ে তাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা সে ভাবে হত্যা করুন। অতঃপর সবাই হযরত দিরারের সাথে শত্রুদের কাছে চলে আসেন। দেখলেন, ঘুমন্ত শত্রুদের মাথার পাশেই অস্ত্র। তারদের প্রত্যেকে ওদের একজন একজনকে জবাই করল ।

যবাই করার পর তারা তাদের অস্ত্র ও রসদ নিয়ে নিলেন। তারা বাকী রাত না ঘুমিয়ে শত্রুদের উপর আল্লাহর কাছে বিজয় কামনা করার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেন। ফজরের নামাযের সময় না হওয়া পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ জায়নামাযে বসে আল্লাহর নিকট বিজয়ের জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন।

ফজরের সময় হলে সবাই নামায আদায় করলেন। নামায শেষে প্রত্যেকে যার যার হত্যাকৃত শত্রুসেনার পোশাক পরে নিলেন এবং ওয়ারদানের লুকিয়ে রাখা লোকদের খবর জানার জন্য লোক পাঠানোর আশংকায় লাশ লুকিয়ে ফেললেন ।

ফজরের নামাযের সময় হলে হযরত খালিদ লোকজনকে নিয়ে নামায আদায় করলেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। এ সময় হঠাৎ দেখা গেল রোম সৈন্যদের দিক থেকে একজন লোক এসে বলল, ওহে আরবের লোকজন! আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার রক্তপাত বন্ধের ব্যাপারে আমাদের ও তোমাদের আমীরের মধ্যে চুক্তি পত্র হওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমাদের আমীর তোমাদের আমীরের অপেক্ষায় রয়েছেন।

তার কথা শোনে হযরত খালিদ বের হয়ে দেখলেন, লোকটি মূল্যবান কণ্ঠহার পরিহিত এবং তার মাথায় তাজ শোভিত। তাকে দেখে হযরত খালিদ বললেন, ইনশাআল্লাহ এগুলো মুসলমানদের গনীমত। আল্লাহর দুশমন ওয়ারদান হযরত খালিদকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে গেল। তখন হযরত খালিদও ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন।

নিজের খোড়া গর্তে পতিত হল ওয়ারদান

অত:পর উভয়ে বসলেন। ওয়ারদান তার তরবারী রানের উপর রাখলে হযরত খালিদ বললেন, তুমি কী বলতে চাও বল এবং সত্যকে আঁকড়ে ধর। আর মনে রাখবে, তুমি এখন এমন একজন লোকের সামনে বসা, যে কৌশল বলতে কিছুই জানে না।

ওয়ারদান বলল, বল খালিদ! তোমরা আমাদের কাছে কী চাও ? আমাদের

ও তোমাদের মাঝে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা দুর হওয়ার এখনই সময়। যদি তুমি আমাদের কাছে কিছু চাও, তাহলে তা দান করতে আমরা কৃপণতা করব না। কারণ আমাদের জানা মতে তোমাদের ন্যায় দুর্বল কোন সম্প্রদায় পৃথিবীতে আর নেই। আমরা শুনেছি, তোমরা তোমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছ। তাই আমাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে তোমরা দেশে চলে যাও।

তার কথা শুনে হযরত খালিদ বললেন, ওহে রোমীয় কুকুর! আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের দানের মুখাপেক্ষী করেননি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তোমাদের ধন-সম্পদ নারী ও শিশুদের ভাগাভাগি করে নেয়া বৈধ করেছেন। তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে তোমাদেরকে হয়তো জিয্য়া (নিরাপত্তা পণ) দিতে হবে। নতুবা তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ অনিবার্য। আর আল্লাহর কসম করে বলতে চাই যে, আমাদের কাছে সন্ধির চেয়ে যুদ্ধ অধিক প্রিয়। আর তুমি যে বললে, তোমাদের নিকট আমাদের চেয়ে দুর্বল আর কোন জাতি নেই। তার উত্তরে বলতে চাই, তোমরা আমাদের কাছে নিকৃষ্ট জীব কুকুরের চেয়ে মূল্যবান নও। আল্লাহর রহমতে আমাদের একজন তোমাদের এক হাজার জনের মোকাবেলা করার সাহস রাখে। তুমি বুঝতেই পারছ, আমার কথা গুলো কোন সন্ধিকামী লোকের কথা নয়। এখন যদি তুমি আমার সাথে একাকী মোকাবেলা করতে চাও, তাহলে করতে পার।

নিজের খোড়া ষড়যন্ত্রের গর্তেই হারিয়ে গলে ওয়ারদান

ওয়ারদান হযরত খালিদের এ নির্ভিক বক্তব্য শোনে তরবারী কোশমুক্ত না করে বসার জায়গা থেকে উঠে একটু সরে দাঁড়াল এবং হযরত খালিদকে জড়িয়ে ধরল। এ সময় সে তার লুকিয়ে থাকা লোকদের ডাক দিয়ে বলল, তোমরা দ্রুত এগিয়ে আস । ক্রুশ আমাকে আরবদের আমীরকে ধরে রাখার শক্তি দিয়েছে। তার এ কথা শেষ না হতেই হযরত দিরার বিন আযূরের নেতৃত্বে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা তীর বেগে দৌড়ে এলেন।

ওয়ারদান তাদেরকে আসতে দেখে প্রথমে মনে করছিল তার লুকিয়ে রাখা বীর সৈন্যরা আসছে। যখন তারা একেবারে নিকটবর্তী হলেন এবং সে তাদের সবার আগে হযরত দিরারকে নাঙ্গা শরীরে দেখতে পেল, তখন হযরত খালিদকে বলল, তোমার কাছে আমি তোমার মা'বূদের সত্যতার

দোহাই দিয়ে কামনা করছি, এ শয়তানের হাতে আমাকে ছেড়ে দিবে না, আমাকে তুমি নিজেই হত্যা কর।

হযরত খালিদ বললেন, আমি নয়, সেই তোমাকে হত্যা করবে। তখন হযরত দিরার তরবারী ঘুরিয়ে বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর রাসূলের সাহাবীদের বিরুদ্ধে পাকানোতোমার ষড়যন্ত্র ও ধোকাবাজি কোথায়?

হযরত খালিদ বললেন, দিরার আমি হত্যার আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। অতঃপর অন্যান্য সাহাবীরা তরবারী নিয়ে তার কাছে ধোকাবাজ কোথায় জিজ্ঞেস করলো। তখন সে দিশেহারা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল এবং আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলল, আল আমান, আল আমান।

হযরত খালিদ বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রু! আমরা কেবল ভাল লোকদেরকেই নিরাপত্তা দিয়ে থাকি। তুমি যেহেতু আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছ, সেহেতু তোমার কোন নিরাপত্তা নেই।

হযরত খালিদের একথা শোনার সাথে সাথে হযরত দিরার গিয়ে তার ঘাড়ে তরবারী শানালেন। অতঃপর তার মাথা থেকে তাজ ছিনিয়ে নিলেন এবং বললেন, যে গিয়ে তার কাছ থেকে যেটা ছিনিয়ে নিতে পারবে সেটা তার। তখন বাকী সাহাবীরা এসে তাকে টুকরো টুকরো করলেন।

আবার যুদ্ধ শুরু

অতঃপর হযরত খালিদ তাদেরকে বললেন, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এখনই রোমানদের উপর হামলা করা। কারণ, তারা আরো সেনা আগমনের অপেক্ষায় আছে। তখন তাবূতে অবস্থানকারী সাহাবীদের খবর দেওয়া হল। তারা আসার পূর্বে খালিদের নেতৃত্বে ওয়ারদানের মাথা নিয়ে সাহাবীরা রোমান সৈন্যদের কাছে চলে যায়। তাদের নিকটবর্তী হয়ে হযরত খালিদ বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রুরা! এটা তোমাদের নেতা ওয়ারদানের মাথা। আমি আল্লাহর রাসূলের সাহাবী খালিদ বিন ওয়ালীদ বলছি। অতঃপর মাথাটি তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং হযরত খালিদের নেতৃত্বে সকল সাহাবী রোমানদের উপর হামলা করে। এ হামলায় হযরত আবু উবাইদাও ছিলেন। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন-

"ওহে কুরআনের বাহকেরা! ওহে দ্বীনের রক্ষকেরা! ওহে মুসলমানদের সাহায্যকারীরা! আল্লাহর শত্রুদের উপর হামলা কর"।

পালাতে লাগে রোম সৈন্য

ওয়ারদানের মাথা দেখে রোমান সৈন্যরা পালানোর প্রস্তুতি শুরু করে সাহাবীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করে হত্যা করে তাদের জিনিসপত্র তুলে নেন।

আমর বিন তুফাইল আদদাওসী বলেন, আমরা হযরত আবু উবাইদার সাথে ছিলাম। আমরা রোমান সৈন্যদের ধাওয়া করতে করতে গাযার প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত চলে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম, আমাদের দিকে কিছু অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। দূর থেকে দেখে আমরা মনে করলাম, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাদেরকে ওযারদানের সাহায্যে পঠিয়েছেন। কিন্তু যখন তারা আমাদের কাছে চলে আসল, তখন দেখলাম, তারা হযরত আবু বকরের পাঠানো সেনা। তখন আমরা তাদেরকে সাথে নিয়ে রোমান সৈন্যদের যাকে পেলাম, হত্যা করলাম এবং জিনিষ পত্র ছিনিয়ে নিলাম।

রোমানদের ক্ষয়ক্ষতি

আজনাদীনের এ রণাঙ্গনে নব্বই হাজার রোম সৈন্য যুদ্ধ করতে এসেছিল। সে দিনের যুদ্ধে তাদের পঞ্চাশ হাজার নিহত হয়, আর বাকীরা কেউ দেমেস্কে কেউ কাইসারিয়ার দিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

নজির বিহীন গনীমত লাভ

সেদিনের যুদ্ধে মসুলমানরা যে পরিমাণ গনীমত লাভ করেছে, পূর্বের কোন যুদ্ধে এত গনীমত আর লাভ করেনি। সেদিন তারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের অনেক ক্রুশ লাভ করেছিল।

হযরত খালিদ ওয়ারদানের মুকুট ও সকল গনীমত একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, ইনশাআল্লাহ, যেদিন আমরা দামেস্ক পদানত করব, সেদিন এ গনীমত বন্টন করা হবে।

আজনাদীনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৩ হিজরীর জমাদিউল আউয়ালের ষষ্ঠ দিবসে। এর তেইশ দিন পর খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রা. ইন্তিকাল করেন।

বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে খলীফার নিকট পত্র প্রেরণ

যুদ্ধ শেষে হযরত খালিদ আবু বকর রা.-এর কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠি খানা নিম্নরুপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من خالدبن الوليد المخزومى إلى خليفة رسول الله, سلام عليك.
أما بعد. فإنى أحمد الله الذى لا إلــه إلا هــو, وأصلــى علــى نبيــه محمد,وأزيد حمدا وشكرا على المسلمين و دمــارا علــى المتكــبرين المشركين وانصداع بيعتهم,وإنا لقينا جموعهم باجنادين, وقــد رفعــوا صلبانهم وتقاسموا بدينهم أن لا يضروا ولا ينهزموا, فخرجنــا إليــهم واستعنا بالله عز وجل متوكلين على الله خالقنا, فرزقنــا الله الصــبر والنصر وكتب الله على أعدائنا القهر فقاتلناهم فى كل واد وسبســب, وجملة من أحصيناهم ممن قتل من المشركين خمسون ألفا وقتل مــن المسلمين فى اليوم الأول والثانى أربعمائة وخمسون رجــلا, ونحــن راجعون إلى دمشق فادع لنا بالنصر والسلام عليــك وعلــى جميــع المسلمين ورحمة الله وبركاته.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালিদ বিন ওয়ালিদ মাখযূমীর পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসুলের খলীফার প্রতি।

আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পর কথা, আমি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই এবং তার নবী মুহাম্মদের জন্য রহমত কামনা করছি। মুসলমানদের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং অহংকারী মুশরিকদের ধ্বংস ও তাদের বিচ্ছিন্নতা কামনা করছি।

আজনাদীনে আমরা তাদের বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করেছি। তারা তাদের ক্রুশ উত্তোলন করেছিল এবং তাদের ধর্মের নামে পরস্পরে কসম করেছিল যে, তারা পালাবে না ও পরাজিত হবে না। কিন্তু আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করে যুদ্ধ শুরু করি। ফলে তিনি আমাদেরকে ধৈর্য ও বিজয় দান করলেন এবং আমাদের শত্রুদের ভাগ্যে পরাজয় লিখে দিলেন। আমরা তাদেরকে উপত্যকা ও দুর্গম এলাকায় ধাওয়া করে হত্যা করেছি। আমরা মুশরিক রোমানদের পঞ্চাশ হাজার লাশ গণনা করেছি । আর যুদ্ধের দু'দিনে

আমাদের সাকুল্যে চারশত পঞ্চাশজন শাহাদাত বরণ করেছেন । আমরা এখন ইন্‌শাআল্লাহ দামেস্কে ফিরে যাচ্ছি। অতএব আপনি আমাদের বিজয়ের জন্য দুআ করুন। আপনার এবং সকল মুসলমানের প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক" ।

পত্রটি হযরত আবদুর রহমান বিন হুমাইদের মাধ্যমে মদীনায় পাঠিয়ে দিয়ে হযরত খালিদ মুসলমানদেরকে নিয়ে দামেস্কে রওয়ানা হন।

পত্র পেয়ে হযরত আবু বকরের প্রতিক্রিয়া

হযরত আবু বকর রা. প্রতিদিন ফজরের নামযের পর কিছুক্ষণ হাঁটতেন। একদিন তিনি ফজরের নামাযের পর হাঁটছিলেন। হঠাৎ দেখেন আবদুর রহমান বিন হুমাইদ মদীনার দিকে আসছেন। তাকে দেখে হযরত আবু বকর রা. এর সাথে থাকা লোকজন তার দিকে দৌড়ে গিয়ে বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? তিনি বললেন, সিরিয়া থেকে এসেছি। আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। একথা শোনে হযরত আবু বকর রা. আল্লাহর শোকরিয়া জানাতে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আবদুর রহমান বিন হুমাইদ হযরত আবু বকরের কাছে গিয়ে বললেন, ওহে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! আপনি মাথা তুলুন, মুসলমানদের দ্বারা আল্লাহ আপনার চক্ষুকে শীতল করেছেন।

হযরত আবূ বকর রা. মাথা তুলে পত্রটি কেউ না শোনে মত পড়লেন। পরে সবাইকে পড়ে শোনালেন।

বিজয়ের সংবাদ শোনার জন্য লোকজনের ভীড়

এ খবর মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে চতুর্দিক থেকে লোকজন তা নিজের কানে শোনার জন্য খলীফার নিকট চলে আসে। তিনি বিজয়ের পত্রটি তাদের সবাইকে পড়ে শোনান। মক্কা, হিজায ও ইয়ামানসহ প্রতিটি মুসলিম জনপদে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। ফলে লোকজন সিরিয়ায় জিহাদ করতে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে খলিফার নিকট আসতে থাকে।

সিরিয়া বিজয়ের জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য মক্কার নও মুসলিমদের আগমন ও হযরত উমরের সন্দেহ

মক্কা থেকে হযরত আবু সুফ্‌য়ান ও গাইদাক বিন ওয়ায়েলের নেতৃত্বে লোকজন যুদ্ধ সরঞ্জামসহ মদীনায় চলে আসল। এসে তারা যখন সিরিয়ায় জিহাদ করতে যাওয়ার জন্য হযরত আবু বকরের কাছে অনুমতি কামনা করল, তখন হযরত উমর রা. বললেন-

لا تأذن للقوم فإن في قلوبهم حقائد وضغائن, والحمد لله الـــذى كـــان كلمته هى العليا وكلمتهم هى السفلى وهـــم علـــى كفرهـــم وأرادو أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره, ونحن مـــع ذلـــك نقول : ليس مع الله غالب , فلما أن أعز الله ديننا ونصـــر شـــريعتنا أسلموا خوفا من السيف , فلما سمعوا أن جند الله قد نصـــروا علـــى الروم أتونا لنبعث بهم إلى الأعـــداء ليقاســموا الســابقين الأوليـــن, والصواب أن لا نقر بهم.

"এদেরকে সিরিয়ায় যাবার অনুমতি দিবেন না। কারণ, তাদের অন্তরে এখনো ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ রয়ে গেছে। সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর, যার কথা উন্নত আর তাদের কথা হচ্ছে পতিত। তারা এখনো তাদের কুফরীতে রয়ে গেছে। তারা আল্লাহর আলোকে (ইসলাম) ফুঁৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন তার আলো পূর্ণ হোক। তাই আমরা বলছি আল্লাহকে পরাজিত করার মত কেউ নেই। যখন আল্লাহ আমাদের দ্বীন ও শরীয়তকে বিজয় দান করেছেন, তখন তারা তরবারীর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর যখন শুনেছে যে, আল্লাহর সৈনিকরা রোমানদের উপর বিজয় অর্জন করেছে, তখন তারা আমাদের কাছে শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে যাবার অনুমতি তলব করতে এসেছে। যাতে তারা আগে ইসলাম গ্রহণকারীদের সাথে গনীমত ভাগাভাগি করতে পারে। আমার মতে তাদেরকে স্বীকৃতি না দেয়াই ভাল হবে"।

হযরত আবু বকর রা. বললেন, আমি আপনার কোন কথার বিরোধীতা করতে পারি না।

মক্কার নওমুসলিমদের পবিত্রতা প্রকাশ

হযরত উমর রা. এর এসব কথাবার্তা মক্কার নেতা হযরত আবু সুফ্য়ান ও অন্যান্যের কাছে পৌছে যায়। তখন তারা লোকজনকে নিয়ে মসজিদে নববীতে হযরত আবু কবর রা.-এর কাছে চলে আসেন। তারা এসে দেখলেন, হযরত আবু বকরের বাম পাশে হযরত উমর ও ডানপাশে হযরত আলী বসা। তারা সবাই লোকজনকে নিয়ে মুসলমানদের বিজয়ের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তারা এসে হযরত আবু বকরের সামনে বসলেন এবং সর্বপ্রথম কে কথা শুরু করবে সে ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। অতঃপর হযরত আবু সুফ্য়ান বিন হারব বললেন-

يا عمر كنت لنا مبغضا فى الجاهلية, فلما هدانا الله تعالى إلىالإسلام هدمنا ما كان لك فى قلوبنا, لأن الإيمان يهدم الشرك, وأنت بعد اليوم تبغضنا فما هذه العداوة يا ابن الخطاب قديما وحديثا؟ أما آن لك أن تغسل ما بقلبك من الحقد والتنافر, وإنا لنعلم أنك أفضل منا وأسبق فى الإيمان والجهاد ونحن عارفون بمرتبتكم غير منكرين.

ওহে উমর! আপনি জাহিলিয়াত যুগেও আমাদেরকে ঘৃণা করতেন। আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে ইসলামের দিকে হেদায়েত দান করলেন, তখন আমাদের অন্তরে আপনার প্রতি যে ক্ষোভ ছিল, তা ঝেড়ে ফেলেছি। কারণ, ঈমান শিরককে ধ্বংস করে। কিন্তু দেখছি, আপনি আমাদেরকে এখনো ঘৃণা করছেন। বলুন, হে খাত্তাবপুত্র! আপনার অন্তরে কি এখনো সে ঘৃণা রয়ে গেছে? আপনার অন্তরকে এ শত্রুতা ও ঘৃণা থেকে পরিচ্ছন্ন করার কি এখনো সময় হয়নি? আমরা জানি যে, আপনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ঈমান ও জিহাদের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আমরা আপনার মর্যাদাকে স্বীকার করি, অস্বীকার করি এমনতো নয়"!

এ কথায় হযরত উমর রা. লজ্জিত হলেন এবং এর কোন প্রতি উত্তর দিলেন না ।

হযরত আবু সুফ্য়ান বললেন, আমি আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি নিজেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছি।

হযরত আবু সুফ্য়ানের অনুসরণে মক্কার অন্যান্য মুসলমান নেতারাও একথা বললেন। তাদের কথা শোনে হযরত আবু বকর রা. বললেন-

اللهمم, بلغهم أفضل مايأملون, واجزهم بأحسن مايعملون وارزقهم النصر على عدوهم ولا تمكن عدوهم فيهم

"হে আল্লাহ! এদেরকে তাদের কাঙ্খিত বিষয়ের চেয়ে আরো উপরে পৌঁছে দিন এবং তাদেরকে তাদের কর্মের চেয়েও ভাল ফল দান করুন। তাদেরকে তাদের শত্রুর উপর বিজয় দান করুন। শত্রুদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন না ।

আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের জিহাদে যাবার প্রস্তুতি

মক্কাবাসীরা জিহাদের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমনের সামান্য ক'দিন পর সিরিয়ার জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আমর বিন মা'দীকারাবের নেতৃত্বে ইয়ামান থেকে একদল লোক আসে। তাদের আগমনের কয়েকদিন পর হযরত মালিক বিন আসতার আল নাখঈর নেতৃত্বে একই উদ্দেশ্যে আরো

একদল লোক আগমন করে। হযরত মালিক এসে হযরত আলীর ঘরে উঠলেন। হযরত মালিক হযরত আলীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তার সাথে তিনি রাসূলুল্লাহর সা. এর যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।

হযরত খালিদের প্রতি হযরত আবু বকরের পত্র

সিরিয়া বিজয়ের জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে মদীনায় আগত লোকদের সংখ্যা নয় হাজারে পূর্ণ হল। সিরিয়ার জিহাদে তাদের অংশ গ্রহণের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর হযরত আবু বকর রা. হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের নিকট একটি পত্র লিখেন। পত্রটি নিম্ন রুপ:

بسم الله الرحمن الرحيم

من أبى بكر خليفة رسول الله إلى خالد بن وليـــد ومـــن معـــه مـــن المسلمين.

أما بعد, فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو, وأصلى على نبيه محمـــد, وأوصيكم وآمركم بتقوى الله فى السر والعلانية, وفرحت بما أفـــاء الله على المسلمين بالنصر وهلاك الكافرين, وأخبرك أن تنزل إلى دمشـــق إلى أن يأذن الله بفتحها على يدك, فإذا تم لك ذلك فسر إلـــى حمـــص وأنطاكية, والسلام عليك ومن معك من المسلمين ورحمة الله وبركاتـــه, وقد تقدم إليك أبطال اليمن وأبطال مكة ويكفيك ابن معديكرب الزبيدى ومالك بن الأشتر وانزل على المدينة العظمى أنطاكية فإن بها الملـــك هرقل فإن صالحك فصالحه وإن حاربك فحاربه ولا تدخـــل الـــدروب وأقول هذا وإن الأجل قد قرب ((كل نفس ذائقة الموت)).

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"আল্লাহর রাসূলের খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে খালিদ বিন ওয়ালীদ ও তার সঙ্গী মুসলমানদের প্রতি।

পর কথা, আমি সে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আর তার নবী মুহাম্মদের জন্য রহমত কামনা করছি।

আমি তোমাদেরকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করে চলার ওসীয়ত ও নির্দেশ দিচ্ছি। মুসলমানদেরকে বিজয় দান ও কাফিরদের

ধ্বংস করে আল্লাহ আমাদের উপর যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য আমি আনন্দিত। আল্লাহর হুকুমে আপনার হাতে দামেস্কের পতন না হওয়া পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিচ্ছি। যখন আপনার হাতে দামেস্কের পতন ঘটবে, তখন হিমস ও আন্তাকিয়ার দিকে যাত্রা করবেন। আপনি ও আপনার সহযোদ্ধা সকল মুসলমানের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

ইয়ামান ও মক্কার বীরগণ আপনার দিকে রওয়ানা হয়েছে। আর আপনার জন্য আসওয়াদ বিন মা'দিকারাব ও আমের বিন আলআশতারই যথেষ্ট। মহাশহর আন্তাকিয়ার দিকে অবশ্যই রওয়ানা হবেন। কারণ, সেখানে সম্রাট হিরোক্লিয়াস থাকেন। তিনি যদি আপনার সাথে সন্ধি করতে চান, তাহলে সন্ধি করবেন। আর যদি যুদ্ধ করেন, তাহলে আপনিও যুদ্ধ করবেন। দারুবের দিকে এখন যাবেন না। এ টুকুই আপনাকে বলছি। হয়ত আমার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল"।

পত্রটিতে মোহর মেরে হযরত আবদুর রহমানকে দিয়ে বললেন, তুমিই সিরিয়া থেকে পত্র নিয়ে এসেছ, অতএব তুমিই তার উত্তর নিয়ে যাও। হযরত আবদুর রহমান পত্র নিয়ে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত খালিদের দামেস্কে পৌছার সংবাদ পেয়ে রোমানদের অবস্থা

বিন উমাইরা বলেন, হযরত খালিদ হযরত আবু বকরের নিকট পত্র পাঠিয়ে দামেস্কের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। এর পূর্বেই দামেস্কের লোকেরা আজনাদীনে তাদের নেতা নিহত ও সৈন্যদের পরাজয়ের ঘটনার খবর পায়। তাই তারা মুসলমানদের ভয়ে দামেস্কের বিভিন্ন দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং নগরীর সীমানা দেয়ালের উপর ক্রুশ ও ঝান্ডা তুলে রাখে। হযরত খালিদের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীকে পঙ্গপালের মতো ধেয়ে আসতে দেখে তারা ভাবল, আর বুঝি রক্ষা নেই।

হযরত খালিদের পরামর্শ

হযরত খালিদ ইসলামের সৈন্যদের নিয়ে দামেস্ক নগরীর এক কিলোমিটার দুরবর্তী 'দাইয়িরেখালিদ'-এ তাঁবু ফেললেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মুসলিম গভর্ণরদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। তিনি হযরত আবু উবাইদাকে বললেন, আপনি জানেন, আমরা এখান থেকে চলে যাবার সময়

এরা আমাদের সাথে কী রকম আচরণ করেছিল। তারা আমাদের পিছন থেকে এসে আমাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করেছিল। অতএব, আপনি এখন আপনার সাথে থাকা সৈন্যদের নিয়ে জাবিয়া গেইটে গিয়ে অবস্থান করুন। ভুলেও তাদেরকে নিরাপত্তা দিবেন না। তাহলে তারা আপনার সাথে প্রতারণা করবে। আর আপনি গেইট থেকে একটু দূরে থাকবেন। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকুন। তাদের লোকজন বেশি দেখে মন ভাঙ্গা হবেন না। নিজের স্থান থেকে হটবেন না। সব সময় ঐ কাফিরদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন ।

হযরত আবু উবাইদার দুনিয়াবিমুখতা

হাজ্জাজ আল আনসারী বলেন, আমার দাদা হযরত আবু উবাইদার সাথে দামেস্কের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা! হযরত আবু উবাইদার জন্য সেদিন কোন কুব্বা স করা হয়নি যা আজনাদীন ও বসরায় রোমদের কাছ থেকে গনীমত স্বরূপ অধিকার করা হয়েছিল। তাদের কাছে তো এ রকম হাজারো কুব্বা ছিল। । তখন আমার দাদা রিফাআ বিন আসেম বললেন, বৎস! তিনি বিনয়বশত এ কুব্বা ব্যবহার করেননি। তিনি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যের প্রতি ঝুকে পড়েননি। যাতে রোমানদের বিশ্বাস জন্মে মুসলমানরা শুধু দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভের জন্য যুদ্ধ করেনি। তারা যুদ্ধ করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য।

দামেস্কের বিভিন্ন গেইটে ইসলামের সৈন্যদের অবস্থান গ্রহণ

হযরত আবু উবাইদা জাবিয়ার গেইটের কাছে গিয়ে তার সাথীদেরকে দামেস্কের লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন ।

হযরত আবু উবাইদা চলে যাবার পর হযরত খালিদ হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ানকে ডেকে বললেন, আপনি আপনার সাথীদের নিয়ে দামেস্কের ছোট গেইটে গিয়ে অবস্থান করুন। যদি শত্রুদের মোকাবেলায় সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাকে খবর দিবেন ।

তিনি চলে যাবার পর হযরত খালিদ কাতিবে ওহী হযরত শুরাহবীল বিন হাসনাকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনি আপনার সাথীদের নিয়ে টমা গেইটে গিয়ে অবস্থান করুন।

অতঃপর হযরত ইবনুল আসকে ডেকে বললেন, আপনি ফারাদীস গেইটে গিয়ে অবস্থান করুন।

তারপর হযরত খালিদ হযরত কাইস বিন হুবাইরাকে ডেকে বললেন, আপনি ফারাজ গেইটে গিয়ে অবস্থান করুন।

তাদেরকে এভাবে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়ার পর হযরত খালিদ বাকী সৈন্যদের নিয়ে দামেস্কের পূর্ব গেইটে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে তিনি হযরত দিরারকে দু'হাজার সৈন্য দিয়ে দামেস্ক নগরীর চতুর্পার্শ্বে টহল দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলেন, যদি শত্রুদের কাছে থেকে কোন বিপদের আশংকা কর, বা তাদের কোন গুপ্তচর দেখতে পাও তাহলে আমাদেরকে সাথে সাথে খবর দিবে।

এ সময় হযরত আবদুর রহমান বিন হুমাইদ মদীনা থেকে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রা.- এর পত্র নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি হযরত খালিদের নিকট পত্র হস্তান্তর করার পর হযরত খালিদ পত্রটি তার সঙ্গি মুসলমানদেরকে পড়ে শোনান। হযরত খালিদসহ মুসলমানরা সবাই হযরত আমর বিন মা'দীকারাব ও হযরত আবু সুফয়ানের আগমনের খবর শোনে আনন্দিত হলেন। অতঃপর হযরত খালিদ পত্রটি প্রত্যেক গেইটে অবস্থানরত মুসলমানদের পড়ে শোনানোর জন্য পাঠান। তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়।

মুসলমানরা সবাই সারারাত দেমেস্ক পাহারা দিয়ে রাখল। হযরত দিরার তার সাথীদের নিয়ে চতুর্দিকে টহল দিচ্ছিলেন। শত্রুদের আকস্মিক হামলার আশংকায় তিনি এক জায়গায় বসে থাকেননি।

পুণরায় দামেস্ক অবরোধ ও রোমানদের পারস্পরিক পরামর্শ

দামেস্ককে যখন মুসলমানরা চতুর্দিক থেকে নিচ্ছিদ্র অবরোধ করে রাখে তখন রোমানরা তাদের মুরুব্বীদের নিয়ে পরামর্শে বসে। তাদের কেউ কেউ বলল, এখন আরবদের সাথে সন্ধি ও তাদের সকল দাবী পূরণ না করা ছাড়া আমাদের রক্ষা নেই।

একজন নেতা বলল, আমাদের এখন উচিত সম্রাটের মেয়ে জামাই টমাকে খুঁজে বের করে তার সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা।

তখন কিছু লোক টমার কাছে গেল। টমাকে কিছু লোক সশস্ত্র পাহারা দিয়ে রেখেছিল। পাহারাদাররা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কাকে খুঁজছ ? তারা বলল, আমরা আরবদের ব্যাপারে কী করা যায় সে ব্যপারে পরামর্শ করার জন্য সম্রাটের মেয়ে জামাই টমাকে খুজঁতে এসেছি । পাহারাদার তাদেরকে টমার কাছে নিয়ে গেল। তারা তার সামনে গিয়ে মাথা নত করল। টমা

বলল, তোমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছো ? বলল, জনাব আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতো আপনি দেখছেন। এখন আরবরা এসে আমাদেরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ করার শক্তি নেই। অতএব, হয়তো আমরা আরবদের দাবী মেনে নিয়ে সন্ধি করি নতুবা সম্রাটের কাছে লোক পাঠিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। আমরা তো মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পতিত হয়েছি।

সম্রাটের মেয়ে জামাই টমার দম্ভোক্তি

টমা তাদের একথা শুনে মৃদু হাসল এবং বলল, তোমরা ধ্বংস হও। আরবরা কি সত্যিই তোমাদের উপর ঝাঁপিড়ে পড়েছে? সম্রাটের মাথার কসম! আরবদের আমি যোদ্ধা মনে করি না। তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন ভীতি নেই। গেইট খুলে দিলেও তারা ভিতরে প্রবেশ করার সাহস করবে না। টমার একথা শুনে তারা বলল,জনাব! তাদের বড় ছোট সবাই দশ থেকে একশজনের মোকাবেলা করার সাহস রাখে। আর তাদের আমীর হচ্ছে একজন অজেয় বীর। আপনি যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করতেই চান, তাহলে আমাদেরও যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই।

টমা বলল, তোমরা তো সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশী। আর আমাদের নগরীতো একটি মজবুত দুর্গ। আমাদের রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র। তারা তো দুর্বল ও ভুখা-নাঙ্গা।

তারা বলল, জনাব তাদের কাছে আমাদের অনেক অস্ত্র-শস্ত্র রয়েছে, যেগুলো ফিলিস্তিন, বসরা ও আজনাদীনের যুদ্ধ ও কিছুদিন পূর্বে নগরীর অদূরে কালূস ও আযাযীরের সাথে যুদ্ধ করে তারা অর্জন করেছে। আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছে যে, তাদের যারা আমাদের সাথে যুদ্ধে নিহত হবে তারা জান্নাতে যাবে। তাই তারা নির্ভয়ে খালি গায়ে চলাফেরা করে।

তাদের একথা শুনে টমা হেসে দিল এবং বলল, এজন্যই নাকি আরবরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এত আগ্রহী ? সত্যি যদি তোমরা প্রাণ খুলে যুদ্ধ কর, তাহলে তাদেরকে তোমরা নির্মূল করতে পারবে।

টমার প্রতি রোমানদের হুমকি

তারা বলল, যেভাবেই হোক আপনি সিদ্ধান্ত নিন। যদি আপনি তাদেরকে বাধা না দেন, তাহলে আমরা গেইট খুলে দিতে বাধ্য হব এবং তাদের সাথে সন্ধি করব।

টমা তাদের একথা শুনে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করল এবং তারা যা বলেছে তা

ঘটাতে পারে বলে আশংকা করল। বলল, আমিই তোমাদের কাছ থেকে এ আরবদের হটিয়ে দিব এবং তাদের আমীরকে হত্যা করবো। তোমরা শুধু আমার সাথে যুদ্ধ করবে।

তারা বলল, আমরা আপনার নেতৃত্বে আমৃত্যু যুদ্ধ করতে প্রস্তুত রয়েছি।

টমা বলল, তাহলে কাল সকালেই তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। তারা টমার সিদ্ধান্তে খুশী হয়ে ফিরে গেল।

ইসলামের সৈন্যদের দামেস্কের চতুর্দিকে টহল দান

রাতে যখন দেমেস্কের লোকজন তাদের দুর্গে ঘুমাচ্ছিল, তখন আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার ও নবী সা.- এর উপর দরুদ পড়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে দামেস্ক নগরী পাহারা ও টহল দিচ্ছেলেন। সকাল হলে সবাই জামাতের সহিত নামাজ আদায় করলেন। নামায শেষে হযরত খালিদ হযরত আবু উবাইদা ও তার সাথীদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

রিফাআ বিন কাইস আমাকে (ইমাম ওয়াকেদীকে) বলেন যে, আমার পিতা দামেস্ক বিজয়ের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। আমি আমার পিতা কাইসকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা দামেস্ক অবরোধ করে রাখার সময় যে যুদ্ধ করেছিলেন তা কি পদব্রজে নাকি ঘোড়ায় চড়ে ? তিনি বললেন, সে সময় দিরার বিন আযূরের দু'হাজার সাথী ছাড়া আমাদের কেউ অশ্বারোহী ছিল না । দিরার তার সাথীদের নিয়ে দামেস্কের চতুর্দিকে সর্বক্ষণ পাহারাদারিতে লিপ্ত ছিলেন এবং প্রধান প্রধান পটক গুলোর কাছে অবস্থানরত মুজাহিদদেরকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিতেন এবং বলতেন–

صبرا صبرا لاعداء الله

"আল্লাহর শত্রুদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরুন"।

টমার যুদ্ধ প্রস্তুতি

হযরত আবু উবাইদা একদিকে তার সাথীদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, অন্যদিকে টমা তার নামে নামকৃত টমা গেইটের কাছে আসল। টমা বড় আবেদ ও সাধু প্রকৃতির ছিল। মুশরিক রোমানদের মাঝে তার চেয়ে বড় কোন আবেদ ও যাহেদ ছিল না। তারা তাকে খুব সম্মান করত। সে তার প্রাসাদ থেকে বের হয়। তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল মহা ক্রুশ। সে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়াল। তার চতুস্পার্শ্বে বড় বড় সেনাকর্মকর্তারা দাঁড়ায়। কিছু লোক ইঞ্জিল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।।

টমার প্রার্থনা

অতঃপর টমা ইঞ্জিলের পাতায় হাত রেখে বলল-

اللهم إن كنا على الحق فانصرنا ولا تسلمنا لأعدائنا واخذل الظالم منا فإنك به عليم, اللهم إنا نتقرب إليك بالصليب ومن صلب على دينه, وأظهر الآيات الربانية والأفعال اللاهوتية, انصرنا على هؤلاء الظالمين.

"হে আল্লাহ! আমরা যদি সত্যের উপর থাকি, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমাদেরকে শত্রুদের হাতে তুলে দেবেন না, আমাদের মধ্যে যে অন্যায়কারী তাকে সাহায্য করবেন না। নিশ্চয় আপনি তার ব্যাপারে অবগত। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে ক্রুশ এবং যে তার ধর্মে অটল তার উসিলায় আপনার নৈকট্য কামনা করছি। আপনি অলৌকিক ও ঐশী নিদর্শন দেখান। আমাদেরকে এ যালিমদের উপর সাহায্য করুন"।

লোকজন টমার এ দুআ শোনে আত্মবিশ্বাসী হল।

হযরত কাইস কাতিবে ওহী শুরাহবিল বিন হাসানার নেতৃত্বে টমা গেইটে যুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, টমাসহ রোমানদের কথাবার্তা আমাদেরকে আরবীতে ব্যখ্যা করে দিতেন বসরার ইসলাম গ্রহণকারী শাসক রুমাস।

হযরত শুরাহবীলের নির্ভীক উত্তর

হযরত শুরাহবীল বিন হাসানার নিকট টমার এসব কথাবার্তা কেমন যেন লাগল, তাই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন-

يا لعين لقد كذبت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب أحياه متى شاء ورفعه متى شاء.

" ওহে অভিশপ্ত! তুমি মিথ্যা বলেছ আল্লাহর নিকট ঈসার তুলনা আদমের ন্যায়, তাকে তিনি মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। তাকে তিনি যতদিন ইচ্ছা জীবিত রাখেন এবং যখন ইচ্ছা তখন তুলে নিলেন।"

টমার সাথে যুদ্ধ শুরু

অতঃপর রুমাস টমার দিকে তীর নিক্ষেপ করেন। তখন টমা তীব্র যুদ্ধ শুরু করে দেয়। সে পাথর ছুড়ে মুসলমানদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিল এবং তীরের আঘাতে কিছু মুসলমানদের আহত করল। আহতদের অন্যতম ছিলেন আবান বিন সাঈদ ইবনুল আস। বিষাক্ত তীরের আঘাতে তিনি ছটফট

করছিলেন। সাথীরা তাকে ধরাধরি করে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। তারা তার পাগড়িটি খুলে ফেলতে চাইল। তিনি বললেন, পাগড়ী খুলবেন না । পাগড়ী খুললে আমার প্রাণ বের হয়ে যাবে। আমি যা চেয়েছি আল্লাহ আমাকে তা দান করেছেন। কিন্তু সাথীরা তার কথার প্রতি কর্ণপাত না করে তার পাগড়ী খুলে ফেলে।

হযরত আবান বিন সাঈদের শাহাদাত

পাগড়ী খুলে ফেললে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বললেন-

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল। এটা সে বস্তু, যার ওয়াদা আল্লাহ দিয়েছেন। রাসূলগণ সত্য বলেছেন । একথা শেষ করতেই তার রূহ প্রভুর নিকট চলে যায়"।

হযরত আবানের স্ত্রীর অবস্থা

হযরত আবান এর স্ত্রী ছিলেন তার চাচাত বোন। কিছু দিন পূর্বে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আজনাদীনে বিবাহের সময় লাগানো তার হাতের মেহেদী ও মাথায় লাগানো আতরের সুগন্ধি এখনো রয়ে গেছে। তিনি সাহসী ও বীর পরিবারের বীরঙ্গনা ছিলেন। যখন তিনি তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, তখনি স্বামীর লাশের পাশে চলে আসলেন। তিনি হা-হুতাশ করেননি,বরং ধৈর্য ধারণ করলেন। এসময় তার মুখ থেকে শুধু এ কথাটিই বের হয়েছে-

هنئت بما أعطيت ومضيت إلى جوار ربك الذى جمع بيننا ثم فرَّق, ولأجهدن حتى ألحق بك فإنى لمتشوقة إليك, حرام أن يمسنى بعدك أحد وإنى قد حبست نفسىفى سبيل الله عسى أن ألحق بك وأرجو أن يكون ذلك عاجلا-

"আপনাকে যা দান করা হয়েছে,তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট এবং আপনি আপনার সে প্রভুর নিকট চলে গেছেন, যিনি দু'জনের মাঝে মিলন ঘটিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আমাদের দু'জনের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটালেন। আমি আপনার কাছে গিয়ে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করে যাব। আমি

আপনার প্রতি খুব আসক্ত। আপনার পর কারো পক্ষে আমাকে স্পর্শ করা জায়েজ হবে না। আমি নিজেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছি। হতে পারে আমি আপনার সাথে শীঘ্রই মিলিত হব"।

হযরত আবানের স্ত্রীর বীরত্ব

অতঃপর হযরত খালিদ হযরত আবানের জানাযা নামায পড়ান। তাকে দাফন করার পর তার স্ত্রী আর দেরী না করে তার অস্ত্র হাতে নেন এবং হযরত খালিদকে না জানিয়ে যুদ্ধরত মুজাহিদদের মাঝে গিয়ে শামিল হন। তিনি গিয়ে জানতে চান, আমার স্বামী কোন গেইটে নিহত হয়েছেন ! তারা বললেন, টমা গেইটে আর তাকে হত্যা করেছে সম্রাটের মেয়ে জামাই টমা। তখন তিনি টমা গেইটে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানার নেতৃত্বাধীন মুজাহিদদের কাছে গিয়ে পৌছেন এবং তাদের সাথে মিলে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড যুদ্ধ করলেন।

রোমানদের ক্রুশ মুসলমানদের হস্তগত হল

হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা বলেন, দামেস্ক অবরোধ করে আমাদের যুদ্ধ করার সময় টমা গেইটের উপর ক্রুশ হাতে একজন লোক দেখেছিলাম। সে টমার গাইড ছিল। সে বলল-

اللهم انصر هذا الصليب ومن لاذ به, اللهم أظهر لنا نضرته وأعـــل درجته.

"হে আল্লাহ! এ ক্রুশকে এবং যে এর আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য ক্রুশের উজ্জলতা বড়িয়ে দিন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন"।

আমি তার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ আবানের স্ত্রী তার দিকে একটি তীর ছুড়লেন। তীর তার গায়ে লাগলে ক্রুশ তার হাত থেকে পড়ে যায় এবং মুক্তা খচিত এ ক্রুশ গড়াগড়ি দিয়ে আমাদের দিকে চলে আসে। তখন আমাদের কিছু সাথী ক্রুশটি তুলে নেওয়ার জন্য দৌড়ে যায়। ক্রুশটি কে আগে তুলে নিবে সে ব্যাপারে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

ক্রুশ হারিয়ে টমার অবস্থা

আল্লাহর দুশমন টমা মহাক্রুশ নিয়ে মুসলমানদের এ টানা-হিঁচড়া দেখে খুব ব্যথিত হল এবং বলল, সম্রাটের কাছে এ খবর পৌছে যাবে যে, আরবরা

আমাদের কাছ থেকে ক্রুশ ছিনিয়ে নিয়েছে। এটা কখোনো হতে দেয়া যায় না। এ বলে সে তরবারী হাতে নিয়ে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসতে চাইল এবং বলল, তোমাদের যার মন চায় আমার সাথে আস। আর যার মন চায় বসে থাক। যেভাবেই হোক এদের সাথে আমার মোকাবেলা করতে হবে ।গেইট খোলার নির্দেশ দিয়ে সে বাইরে চলে আসল। তার পেছনে পেছনে রোমানরাও বিক্ষিপ্ত পঙ্গ পালের মত বের হয়ে পড়ল।

অন্যদিকে মুসলমানরা ক্রুশটিকে ঘিরে রেখেছিল। রোমানদের বের হতে দেখে মুসলমানরা ক্রুশটি হযরত শুবাহবীল বিন হাসানার কাছে হস্তান্তর করে। রোমানরা এসে মসলমানদের উপর তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করে। তাদের কিছু লোক দেওয়ালের ওপার থেকে খাটের উপর দাঁড়িয়ে তীর ও পাথর বর্ষণ করল।

তখন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা ডাক দিয়ে বললেন, ওহে লোকজন আপনারা গেইটের উপর দাঁড়ানো আল্লাহর শত্রুদের তীর থেকে নিরাপদ থাকার জন্য একটু পিছনে চলে যান। লোকজন পিছনে সরে গেল। আল্লাহর দুশমন টমা তাদের দিকে এগিয়ে যায়। সে ডানে ও বামে যাকে পাচ্ছে তীর ছুড়ে মারছে। তার সাথে রয়েছে কিছু বীর সৈন্য।

হযরত শুরাহবীলের মর্মস্পর্শী ভাষণ

হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা এ অবস্থা দেখে চিৎকার দিয়ে বললেন-

معاشر الناس كونوا آيسين من آجالكم طالبين جنة ربكم وأرضوا خالقكم بفعلكم, فإنه لا يرضى منكم الفرار ولا أن تولوا الأدبار فاحملوا عليهم واقربوا إليهم بارك الله فيكم

"ওহে লোকজন! আপনার জান্নাতের সন্ধানে মৃত্যুর কথা ভুলে যান এবং নিজেদের কর্ম দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করুন। তিনি আপনাদের পলায়ন ও পিছু হটাকে পছন্দ করেন না। অতএব কাছে গিয়ে তাদের উপর হামলা করুন। আল্লাহ আপনাদের কাজে বরকত দিন"।

হযরত শুরাহবীলের কথা শোনে মুসলমানগণ তীর ও তরবারী নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

টমার সাহায্যে তার লোকদের আগমন ও টমার ক্রুশ সন্ধান

দামেস্কের লোকজন সবাই যখন জানতে পারল, টমা তার গেইট দিয়ে বের হয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং তার ক্রুশটি মুসলমানরা নিয়ে গেছে, তখন তারা তার

দিকে দৌড়ে আসল। টমা ক্রুশের সন্ধানে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার দৃষ্টি হযরত শুরাহবীল বিন হাসানার প্রতি পড়ল। তার হাতে ক্রুশ দেখে সে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না। চিৎকার দিয়ে বলল, ক্রুশ দিয়ে দাও। তোমার মা'র মৃত্যু হোক।

হযরত শুরাহবীল আল্লাহর দুশমন টমাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ক্রুশ হাত থেকে ছুড়ে মেরে তার মোকাবেলায় নেমে যান। ক্রুশটি মাটিতে গড়াচ্ছে দেখে আল্লাহর দুশমন তার লোকদেরকে গর্জন করে বলল, ক্রুশ তুলে নাও।

হযরত আবানের স্ত্রীর হাতে চোখ গেল টমার

হযরত আবানের স্ত্রী লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কে ?

বলা হল, সে সম্রাটের মেয়ে জামাই ও আপনার স্বামীর ঘাতক টমা। তখন তিনি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। তীর টমার ডান চোখে বৃদ্ধ হয়। এ কারণে সে হযরত শুরাহবীলের কাছ থেকে সরে যায়। কিন্তু হযরত আবানের স্ত্রী তার দিকে দৌড়ে যান এবং তাকে আরো তীর মারতে চাইলেন। কিন্তু টমার লোকজন তাকে ঢাল দিয়ে রক্ষা করে। এসময় কিছু মুসলমান আবানের স্ত্রীর সাহায্যে দৌড়ে যায়। হযরত আবানের স্ত্রী তীর ছোড়া বন্ধ করেননি। তার তীর একজন শত্রুর গায়ে বিদ্ধ হল। সে ছিল খুব মোটা এবং সে-ই সবার আগে পালানোর চেষ্টা চালায়। তীর খেয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়। অতঃপর চিৎকার দিয়ে গেইটের কাছে চলে যায়।

টমা ও তার বাহিনীর পলায়ন

এসময় হযরত শুরাহবীল ডাক দিয়ে বললেন, রোম কুকুরদের উপর হামলা কর। তখন মুসলমানরা উৎসাহিত হয়ে তাদের উপর তীব্র আক্রমণ করে গেইটের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। এসময় তারা গেইটের উপর উঠে মুসলমানদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু করে । মুসলমানরা তাদের হামলার আর উত্তর না দিয়ে তাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র, ক্রুশ ও অন্যান্য সামগ্রী তুলে নিয়ে নিজেদের তাঁবুতে চলে অসে।

টমার হঠকারিতা

কিছুক্ষণ পর তারা ভিতরে গিয়ে গেইট বন্ধ করে দিল। চিকিৎসকরা এসে টমার চোখ থেকে তীরটির ফলা বের করে নিতে চাইল, কিন্তু সম্ভব হলো না। অতঃপর লোকজন তাকে তার ঘরে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করল। সে ঘরে যেতে অস্বীকার করল। এসময় সে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর তার যন্ত্রণা কমে যায় এবং তার চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার লোকেরা

তাকে বলল, বাকী সময় ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। আজ আমরা দু'টি আঘাত পেয়েছি। প্রথমত ঃ ক্রুশ হারানোর আঘাত। দ্বিতীয়তঃ আপনার চোখের আঘাত। এসবের সম্মুখিন হয়েছি একমাত্র তাদের প্রতি তীর ছোড়ার কারণে। আমরা আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তাদের দাবী মেনে নিয়ে তাদের সাথে সন্ধি করার জন্য।

টমা তাদের এসব কথা শোনে ক্ষুদ্ধ হলো এবং বলল, তোমরা ধ্বংস হও। সম্রাট আমাদের ক্রুশ হারানো ও আমার চোখ আহত হবার খবর পেলে আমাকে কাপুরুষ বলে অভিহিত করবেন। অতএব যে কোনভাবেই হোক আমার ক্রুশ উদ্ধার করতে হবে এবং এক চোখের পরিবর্তে তাদের হাজার চোখ নষ্ট করতে হবে। শীঘ্রই আমি এমন একটি কৌশলের আশ্রয় নেব, যার মাধ্যমে তাদের নেতাকে হত্যা করা যায় এবং আমাদের কাছ থেকে গনীমত হিসেবে পাওয়া সকল সম্পদ উদ্ধার করা যায়। অতঃপর হিজাযে গিয়ে তাদের প্রধান নেতাকে হত্যা করে তাদের দেশকে বন্য পশুর আবাসস্থল বানাব।

অতঃপর অভিশপ্ত টমা চোখ বাধা অবস্থায় দেওয়ালের উপর উঠে লোকদের মন থেকে ভয় দূর করার জন্য বিভিন্ন কথা বলে তাদেরকে উৎসাহ দিতে শুরু করল এবং বলল, আরবদের এসব কান্ড দেখে তোমরা ভীত হয়ো না। ক্রুশ অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবে। আমি তোমাদের সব কিছুর যিম্মাদার। লোকজন তার কথা শুনে শান্ত হল এবং পুণরায় তীব্র ভাবে যুদ্ধ শুরু করে দিল।

সাহায্য চেয়ে হযরত শুরাহবীলের হযরত খালিদের নিকট লোক প্রেরণ

তখন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা হযরত খালিদের কাছে অবস্থা জানানোর জন্য একজন লোক পাঠালেন। তিনি গিয়ে বললেন-

ان عدو الله توما ظهر لنا منه مالم يكن فى الحساب ونطلب منك رجالا لأن الحرب عندنا أكثر من كل باب.

"আল্লাহর শত্রু টমার থেকে আমরা এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছি যা আমাদের ধারণার বাইরে। এখন আমরা আপনার কাছে কিছু লোক চাচ্ছি। কারণ, অন্যান্য গেইটের চেয়ে আমাদের গেইটে যুদ্ধ অধিক তীব্র"।

এ খবর শুনে হযরত খালিদ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন তোমরা ক্রুশ কিভাবে নিয়ে নিলে ? লোকটি বললেন, গেইটের উপরে রোমদের ক্রুশ একজন লোক বহন করেছিল।সে সম্রাটের মেয়ে জামাই টমার সামনে ছিল। আবানের স্ত্রী তার প্রতি একটি তীর ছুড়লে ক্রুশটি তার হাত থেকে পড়ে আমাদের দিকে গড়িয়ে আসে। তখন আল্লাহর শত্রু টমা গেইট খুলে বের হয়ে আসে। তখন আবানের স্ত্রী গিয়ে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি টমার ডান চোখে বিদ্ধ হয়।

টমার ভাষণ

হযরত খালিদ বললেন, টমা সম্রাটের অনেক কাছের লোক,সেই দামেস্কবাসীকে সন্ধি করতে দিচ্ছে না। আশা করি আল্লাহ আমাদেরকে তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। শুরাহবীলের কাছে গিয়ে তাকে বলবে, প্রত্যেক দলের নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করা অপরিহার্য । আর দিরার বিন আযূর তো চতুর্দিকে জোর টহল দিচ্ছে। প্রয়োজন হলে তার নিকট সাহায্য চাইবে। লোকটি চলে গিয়ে হযরত শুরাহবীলকে হযরত খালিদের কথা অবহিত করলেন। হযরত শুরাহবীল ঐ দিনের বাকী সময় ধৈর্য সহকারে যুদ্ধ করলেন। টমার সাথে যুদ্ধ করে হযরত শুরাহবীলের রোমানদের প্রধান ক্রুশ নিয়ে নেওয়ার এ খবর হযরত আবু উবাইদার কাছে পৌঁছলে তিনি খুশী হন।

হযরত খালিদের উত্তর

সকাল হলে টমা দামেস্কের বীর সৈন্য ও মুরব্বী শ্রেণীর লোকদের ডেকে পাঠাল। তারা উপস্থিত হলে টমা বলল-

يا أهل دين النصرانية إنه قد طاف عليم قوم لا أمان لهم ولا عهد لهم, وقد أتوا يسكنون بلادكم فكيف صبركم على ذلك وعلى ذلك وعلى هتك الحريم وسبى الأولاد وتكون نساءكم جوارى لهم وأولادكم عبيدا لهم وما وقع الصليب إلا غضبا لكم مما أضمرتم لهذا الدين من مصالحة المسلمين وإذلالكم للصليب, وأنا قد خرجت ولولا أنى أصبت بعينى لما عدت حتى أفزغ منهم ولا بد من أخذ ثأرى وأن أقلع ألف عين من العرب ثم لا بد أن أصل إلى الصليب وأطالبهم به عن قريب.

"হে খৃষ্টধর্মের অনুসারীরা! আপনাদেরকে এমন একদল লোক অবরোধ করে রেখেছে, যাদের কাছে আমাদের জান-মালের কোন নিরাপত্তা নেই এবং তারা আপনাদের দেশে এসে বসবাস করছে। বলুন, আপনাদের নারী ও শিশুরা তাদের হাতে বন্দী হয়ে তাদের গোলাম ও বাঁদীতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আপনারা কিভাবে মেনে নিচ্ছেন? আপনারা মসুলমানদের সাথে সন্ধি করে এ দ্বীনের সাথে যে বেয়াদবী ও ক্রুশকে অপদস্ত করার যে দুরভিসন্ধির কথা মনে মনে কল্পনা করেছেন, তার প্রতি রাগ করেই ক্রুশ আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। আমি যুদ্ধ করতে বের হয়েছি। আমার চোখে আঘাত না লাগলে ওদের শেষ না করে ফিরতাম না। আরবদের এক হাজার চোখ উপড়ে ফেলে আমার চোখের প্রতিশোধ অবশ্যই নিতে হবে। অতঃপর যত দ্রুত সম্ভব ক্রুশের কাছে পৌছে তাকে তাদের হাত থেকে অবশ্যই ছিনিয়ে আনতে হবে"।

মুসলমানদেরকে রাতের আধাঁরে হত্যার ষড়যন্ত্র

টমার এ বক্তব্য শুনে তারা বলল, আপনি যে কাজে রাজি আছেন আমরাও সে কাজে রাজি আছি। আপনি আমাদেরকে যেটা করতে বলবেন আমরা সেটা অবশ্যই করবো। টমা বলল, মনে রাখবেন! যারা যুদ্ধ করে তারা কোন কিছুকে ভয় পায় না। আমি সংকল্প করেছি, আজ রাতেই তাদের উপর আঘাত হানব এবং তাদেরকে গুপ্তভাবে হত্যা করব। কারণ, রাততো এমনিই ভীতিকর। আর আপনারা আপনাদের শহরের অলিগলি সম্পর্কে তাদের চেয়ে অধিক অবহিত। তাই আজ রাতেই সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং গেইট দিয়ে বের হোন। আশা করি আজ রাতেই তাদের থেকে আমরা মুক্ত হতে পারব। তাদেরকে শেষ করার পর আমরা তাদের নেতাকে বন্দী করে বিচারের জন্য সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেব।

তারা বলল, ঠিক আছে। অতঃপর তারা জাবিয়া ও পূর্ব গেইট থেকে শুরু করে প্রত্যেক গেইটে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করল । টমা তাদের বলল, ভয় পাওয়ার কারণ নেই। ওদের আমীর আপনাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। গেইটের কাছে যারা অবস্থান করছে, তারা ক্রীতদাস ও নিম্ন শ্রেনীর লোক। অতএব তাদেরকে ইচ্ছামত হত্যা করুন। এ বলে টমা খ্যাতিমান বীরদের নিয়ে টমা গেইটে গিয়ে অবস্থান করল। এর পুর্বে সে তাদেরকে বলল, টমা গেইটে একটি ঘন্টা থাকবে, ঘন্টা বাজানোর সাথে সাথে সবাই গেইট খুলে

বের হয়ে শত্রুদের যাদেরকে পাবে হত্যা করবে। এটা করতে পারলে এ রাতেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাদের কোমর ভেঙ্গে যাবে। ফলে তারা আর আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস পাবে না।

লোকজন নিজ নিজ গেইটে গিয়ে ঘন্টা শোনার অপেক্ষায় রইল। টমা তার একজন লোককে ডেকে বলল, যখন আমি বলব তখন আমাদের লোকেরা শোনে মত হাল্কাভাবে ঘন্টা বাজাবে। এ বলে টমা বর্মপরা ও তরবারীধারী বীরদের নিয়ে টমা গেইটের দিকে চলল। তার হাতে একটি ভারতীয় লোহার পাত ও মাথায় একটি খসরুবী শিরস্ত্রান ছিল।

এ শিরস্ত্রানটি সম্রাট তাকে হাদীয়া দিয়েছিলেন। এতে তরবারী কোন কাজ করত না। গেইটে পৌঁছে টমা ঘোষণা দিল, ওহে লোকজন! আপনাদের জন্য গেইট খুলে দেওয়া হয়েছে। অতএব দ্রুত শত্রুদের কাছে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করুন। তাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ নিরাপত্তা কামনা করে, তবে তার কথা কর্ণপাত করবেন না। তবে আমীর নিরাপত্তা চাইলে তাকে নিরাপত্তা দিবে। আর কেউ যদি ক্রুশ দেখতে পাও, তাহলে তুলে নিয়ে আসবে। এ বলে সে ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দিলো।

শত্রুদের গুপ্ত হামলার জবাবে মুসলমানরা

ঘন্টা বাজার সাথে সাথে লোকজন মুসলমানদের দিকে দৌড়ে যায়। শত্রুদের গুপ্ত হামলার কথা তারা জানাতেন না বটে, তবে তারা জাগ্রত ছিলেন। শত্রুদের আগমনের আওয়াজ পেয়ে তারা সতর্ক হয়ে গেলেন এবং রাতের অন্ধকারে অবিন্যস্ত ভাবে শত্রুদের হামলার জবাব দিতে লাগলেন। দূর থেকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ এ অবস্থা টের পেয়ে বললেন, আল্লাহ! আমার লোকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। হে আল্লাহ! আপনি আপনার নিদ্রামুক্ত চোখ দ্বারা তাদের প্রতি তাকান এবং তাদেরকে সাহায্য করুন। এ বলে তিনি তার সাথে থাকা চারশত অশ্বারোহী নিয়ে পূর্ব গেইটের দিকে অগ্রসর হলেন। দেখলেন, শত্রুরা রাফে বিন উমাইরার লোকদের উপর হামলা করছে। মুসলমানরা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার বলে তাদের হামলার জবাব দিচ্ছেন। শত্রুরা দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে।

হযরত খালিদ তার সাথীদের নিয়ে শত্রুদের উপর তীব্র হামলা শুরু করলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, ওহে মুসলমাগণ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য সাহায্য চলে এসেছে।

হযরত খালিদ ও তার সাথীদের হাতে অনেক শত্রু হতাহত হল। এসময় তিনি অন্যান্য গেইটে অবস্থানকারী মুসলমান বিশেষ করে হযরত আবু উবাইদার জন্য চিন্তিত ছিলেন।

ইহুদীরাও খৃষ্টানদের পক্ষে

সিনান বিন আউফ বলেন, আমি আমার চাচাত ভাই কাইসকে জিজ্ঞেস করলাম, ইহুদীরাও কি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল ? বলল, হ্যাঁ তারা দেওয়ালের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের উপর তীর নিক্ষেপ করেছে।

টমার মোকাবেলায় হযরত শুরাহবীল

হযরত খালিদ টমা গেইটে অবস্থানকারী হযরত শুরাহবীল বিন হাসানার ব্যাপারে শংকিত ছিলেন। টমা গেইটে অবস্থানকারী মুসলমানদের উপর সর্বপ্রথম যে আঘাত হানে, সে হচ্ছে টমা। মুসলমানরা টমা ও তার বাহিনীর সাথে ধৈর্য সহকারে লড়ে যাচ্ছিলেন। টমা তীব্রভাবে যুদ্ধ করছিল এবং মুসলমানদেরকে বলছিল, তোমাদের সে ঘৃণ্য আমীর কোথায়, যে আমাকে আঘাত করেছে? মনে রাখবে, আমি সম্রাটের স্তম্ভ এবং ক্রুশের সাহায্যকারী।

টমা অনেক মুসলমানকে আহত করল। তার কথা শোনে হযরত শুরাহবীল তার দিকে গিয়ে বললেন, শোন, তুমি যাকে খুঁজছো আমি সেই ব্যক্তি, তোমাদের বাহিনীর ধ্বংসকারী ও তোমাদের ক্রুশ হস্তগতকারী। আমি রাসুলুল্লাহ সা.- এর ওহী লিপিকার।

একথা শোনে টমা হযরত শুরাহবীলের দিকে এগিয়ে আসল এবং উভয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল। রাত অর্ধেক পযর্ন্ত যুদ্ধ স্থায়ী হল। হযরত আবানের স্ত্রী হযরত শুরাহবীল বিন হাসানার সাথে থেকেই যুদ্ধ করছিলেন। তিনি সারা রাত ধৈর্য সহাকারে যুদ্ধ করেন। রোমানরা তার কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। তিনি তাদের একজনকে খুব কাছে পেয়ে তীর ছুঁড়ে মারলেন। তীরটি তার গলায় বিদ্ধ হয়। সে মারা যায়। তখন রোমানরা চিৎকার দিয়ে তার উপর হামলা করে এবং তাকে ধরে নিয়ে যায়। অন্য দিকে রোমানরা হযরত শুরাহবীললের প্রতি সবার চেয়ে বেশী তীর নিক্ষেপ করে। তিনি বর্ম পরিহিত টমাকে কাছে পেয়ে খুব জোরে একটি আঘাত করলেন। আঘাতে তার তরবারীটি ভেঙ্গে যায়। তখন টমা হযরত শুরাহবীলের উপর হামলা করে তাকে বন্দী করে নিতে চাইল। তখন পিছন থেকে দু'জন লোকের

নেতৃত্বে কিছু যোদ্ধা দৌড়ে আসে। তারা রোমানদের উপর হামলা করে। হামলার ফলে হযরত আবানের স্ত্রী তাদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের উপর হামলা করেন এবং তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকেন। তখন দু'জন রোমান অশ্বারোহী আবারো তাকে ধরে নেয়ার জন্য আসে। এ দু'জনের উপর হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর ও হযরত আবান বিন উসমান হামলা করে তাদেরকে হত্যা করে। এসময় টমা পলায়ন করে ।

জাবিয়া গেইটে হযরত আবু উবাইদার যুদ্ধ

সিরিয়া বিজয়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তামীম বিন আদী বলেন, আমি হযরত আবু উবাইদার ক্যাম্পে ছিলাম। তিনি রণদামামা শুনতে পেয়ে বললেন, লা হাওলা...। অতঃপর তিনি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সবাইকে যুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান।

মার খেয়ে শত্রুদের পলায়ন

অতঃপর মুসলমানদের নিয়ে তাকবীর সহকারে শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকবীর শোনে মুশরিক রোমানরা মনে করল, মুসলমানরা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবেলায় এসেছে। তাই তারা পালাতে শুরু করে। তখন মুসলমানরা তাদেরকে ধাওয়া করে এবং ইচ্ছামত হত্যা করে। ঐ গেইটে হযরত আবু উবাইদার মোকাবেলায় যারা এসেছিল তাদের একজনও রেহাই পায়নি।

হযরত দিরারের বীরত্ব

হযরত খালিদের সাথে এখনও যুদ্ধ চলছে। এমন সময় রক্তমাখা অবস্থায় হযরত দিরার এসে উপস্থিত। তাকে দেখে হযরত খালিদ জিজ্ঞেস করলেন কি খবর দিরার ? তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি আজ রাতে একশত পঞ্চাশজন শত্রু হত্যা করেছি। আর আমাদের সাথীরাতো অগণিত শত্রু হত্যা করেছে। আমি ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ানের গেইটে যুদ্ধ করেছি।

দিরারের একথা শোনে হযরত খালিদ খুশী হলেন। অতঃপর সবাই হযরত শুরাহবীলের গেইটের কাছে গিয়ে শত্রুদের ধাওয়া করেন এবং হযরত শুরাহবীলের প্রশংসা করেন। এ রাতে হযরত শুরাহবীলের ন্যায় কেউ প্রচন্ড যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি। রাতটি ছিল চন্দ্রোজ্জল। এ রাতে মুসলমানরা কয়েক হাজার রোমানকে হত্যা করে ।

পরাজিত শত্রুদের সন্ধির আহবান

যুদ্ধ শেষে প্রাণে বেঁচে যাওয়া দামেস্কের নেতৃস্থানীয় লোকজন টমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল-

أيها السيد إنا قد نصحناك, فلم تسمع لقولنا وقد قتل منا أكثر النـــاس, وهذا أمير لا يطاق يعنى خالد بن الوليد- فصالح فهو أصلح لك ولنـــا وإن لم تصالح صالحنا انت وشأنك-

"জনাব! আমরা আপনার মঙ্গল কামনা করেছিলাম, কিন্তু আপনি আমাদের কথা শোনেননি। এখন আমাদের যোদ্ধাদের অধিকাংশই নিহত হয়েছে। এ আমীর অর্থাৎ হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ এক দুর্জয় ব্যক্তি। অতএব, সন্ধি করুন। সন্ধি আপনার ও আমাদের সবার জন্য কল্যাণকর হবে। যদি আপনি সন্ধি না করেন তাহলে আপনার বিষয়ে আপনি ভাবুন।"

নরম হয়ে আসল টমার দল

একথা শোনে বলল,আমরা তাদের সাথে অব্যশ্যই সন্ধি করবো। আপনারা আমাকে একটু সময় দিন। আমি সম্রাাটের কাছে আমাদের অবস্থা জানিয়ে একটি পত্র পাঠাচ্ছি। এ বলে সে তৎক্ষনাৎ এপত্রটি লিখল-

من صهرك توما إلى الملك الرحيم

أما بعد, فإن العرب محدقون بنا كأحداق البياض بسواد العيـــن, وقـــد قتلوا أهل أجنادين ورجعوا إلينا وقد قتلوا منا مقتلـــة عظيمـــة, وقـــد خرجت إليهم وأصبت عينى, وقد عزمت الصلح ودفع الجزية للعـــرب فإما أن تسير بنفسك, وإما أن ترسل لنا عسكرا تنجد بـــهم , وإمـــا أن تأمر بالصلح مع القوم, فقد تزايد الأمر علينا-

" আপনার মেয়ের স্বামী টমার পক্ষ থেকে দয়ালু সম্রাটের প্রতি।

পরকথা চোখের ভিতরের সাদা অংশ যেভাবে কাল অংশকে ঘিরে রেখেছে, আরবরাও তেমনি আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। তারা আজনাদীনে আমাদের সৈন্যকে হত্যা করে এখন দামেস্কে চলে এসেছে এবং আমাদের সাথে ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার চোখ আক্রান্ত হয়েছে। আমি এখন আরবদের জিয্য়া প্রদান করে তাদের সাথে সন্ধি করতে চাচ্ছি। অতএব হয়তো আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আপনি নিজেই চলে আসুন। নতুবা সৈন্য প্রেরণ করুন। আর না হয় আমাদেরকে তাদের সাথে সন্ধির নির্দেশ দিন। আমাদের অবস্থা শোচনীয়।"

টমা তার এ পত্রটি সকাল হওয়ার পূর্বেই সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ ও শত্রুদের পরামর্শ

সকাল হলে হযরত খালিদ প্রত্যেক উপ-আমীরকে নিজ নিজ স্থানে থেকে দামেস্কের উপর হামলা চালানোর নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা তাদের উপর চতুর্দিক থেকে হামলা করলে তারা যুদ্ধ বিরতির আহবান জানায়। হযরত খালিদ তাতে অস্বীকৃতি জানালেন।

দামেস্কবাসী সম্রাটের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। দেওয়ালের বাইর থেকে মুসলমানরা তাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখায় তারা পরামর্শে বসল এবং বলল, এদের সাথে যুদ্ধ করলে তারাই বিজয়ী হবে। আর যদি এভাবে চলতে দেই তাহলে আমাদের দুর্ভোগ বেড়ে যাবে। এসময় পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন বৃদ্ধ বললেন-

يا قوم الله إنى أعلم أنه لو أتى الملك فى الكتاب أن صاحبهم محمـــدا خاتم المرسلين سيظهر دينه على كل دين فأطيعوا القـــوم وأعطوهـــم ماطلبوا منكم فهو أوفق لكم.

ওহে লোকজন! আমি নিশ্চিত যে, সম্রাট যদি তার সকল সৈন্যদের নিয়েও আসেন তাহলে এদের কবল থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। কারণ আমি পূর্ববর্তী কিতাবে পেয়েছি যে, তাদের নেতা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ তার দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করবেন। অতএব, তাদের কথা মেনে নাও। তাদের দাবী অনুযায়ী তাদেরকে অর্থ প্রদান কর। এটা তোমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম হবে"।

বৃদ্ধের একথা শোনে সবাই তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কারণ তারা জানত যে, তিনি একজন বড় আলেম ও ইতিহাসে বিজ্ঞ। তাই তারা বলল, এদের সাথে সন্ধি আমরা কীভাবে করতে পারি। বৃদ্ধ বললেন, যদি তোমরা সন্ধি করতে চাও তাহলে জাবিয়া গেইটে অবস্থানকারী আমীরের কাছে চলে যাও এবং একজন আরবী জানা লোককে তার সাথে কথা বলার জন্য খুঁজে নাও। সে গিয়ে তাদেরকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলবে, ওহে আরবের লোকেরা! আমাদের নিরাপত্তা দাও। আমরা আপনাদের আমীরের সাথে কথা বলতে চাই।

সন্ধির আহবানে হযরত আবু উবাইদার সাড়াদান

হযরত আবু হুরাইরা বলেন, হযরত আবু উবাইদা পূর্বের রাতের ন্যায় শত্রুদের অকস্মাৎ গুপ্ত হামলার আশংকায় গেইটে অনেক লোককে

পাহারাদার নিযুক্ত করেছিলেন। এ রাতে আমাদের দাওস গোত্রের পাহারাদারির পালা ছিল। আমরা আমের বিন তুফাইল আদদাওসির নেতৃত্বে পাহারাদারীতে নিযুক্ত ছিলাম। হঠাৎ দামেস্কের লোকদের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাদের নরম সুর শোনে আমি দ্রুত হযরত আবু উবাইদার কাছে গিয়ে তাকে বিষয়টা অবহিত করলাম। তিনি আনন্দিত হয়ে আমাকে বললেন, আপনি গিয়ে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে বলুন। আমি গিয়ে তাদেরকে একথা জানালে তারা বলল, আপনি কে ? আমি বললাম, আল্লাহর রাসূলের সাহাবী আবু হুরাইরা! জাহিলিয়াতের যুগেও আমাদের কোন গোলাম আপনাদের কাউকে নিরাপত্তা দিলেও আমরা সবাই তাকে নিরাপদে রাখতাম। এখন যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের অনুসারী বানিয়েছেন সেখানে তো আমাদের নিরাপত্তা ভঙ্গ করার কোন প্রশ্নই আসে না।

সন্ধি করতে শত্রুদের আগমন

তখন তারা গেইট খুলে বের হলো । তারা ছিল একশজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আলেমদের একটি প্রতিনিধি দল। তারা হযরত আবু উবাইদার ছাউনির দিকে গেলে তিনি দৌড়ে এসে তাদের অভিনন্দন জানান। তাদেরকে বসিয়ে তিনি বললেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন,

إذا أتاكم عزيز قوم فأكرموه.

"তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি আগমন করলে তাকে সম্মান কর"।

অতঃপর তারা সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করল এবং বলল, আমাদের আবেদন, আপনারা আমাদের গীর্জা গুলো ধ্বংস করবেন না।

দামেস্কে কয়েকটি বিখ্যাত গীর্জা ছিল। যেমন মার্‌য়ম গীর্জা, হেন গীর্জা ও আনযার গীর্জা প্রভৃতি।

হযরত আবু উবাইদা তাদেরকে সন্ধিপত্র লিখে দিলেন। তবে তাতে নিজের নাম ও সাক্ষীর নাম উল্লেখ করেননি।। কারণ, তিনি মুসলমানদের প্রধান আমীর ছিলেন না।

পদানত হল দামেস্ক

তিনি সন্ধিপত্র তাদেরকে হস্তান্তর করার পর তারা বলল, আমাদের সাথে

শহরে আসুন। তাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে হযরত আবু উবাইদা, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত মুআয বিন জবল, নুআইম বিন আমর, জরীর বিন নওফল আল হিময়ারী, সাইফ বিন সালামা, মা'মার বিন খলীফা, রবীআ বিন মালিক, মুগীরা বিন শু'বা, আবু লুবাবা বিন মুনযির, আউফ বিন সাঈদ, আমের বিন কাইস, উবাদা বিন উতাইবা, বিশর বিন আমের, আবদুল্লাহ বিন কুরয আল আসাদীসহ বড় বড় পয়ত্রিশ জন সাহাবী ও পয়ষট্টিটি জন সাধারণ সাহাবী তাদের সাথে চললেন। গেইটে এসে হযরত আবু উবাইদা বললেন, আপনাদের সাথে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের কাছে কিছু বন্ধক রাখতে হবে। তারা কিছু জিনিষ এনে বন্ধক রাখল।

হযরত আবু উবাইদার স্বপ্ন

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু উবাইদা সে রাত্রে স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ সা.-কে একথা বলতে শুনেন যে, এ রাত্রে দামেস্ক শহর বিজয় হবে।

হযরত আবু উবাইদা বলেন, আমি তখন আল্লাহর রাসূলের কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কেন তাড়াহুড়া করছেন, বললেন, আবু বকরের জানাযায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। অতঃপর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি।

হযরত আবু উবাইদার দামেস্কে প্রবেশ

হযরত আবু উবাইদা তার সাথীদের নিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করলে দরবেশ ও আলেমগণ ইঞ্জিল ও সুগন্ধি হাতে নিয়ে তার সামনে আসে।

হযরত আবু উবাইদা যে জাবিয়া গেইট দিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করেছেন এখবর হযরত খালিদ জানতেন না। কারণ, তিনি পূর্ব গেইটে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

ইউনুস বিন মিরকাসের কথা

দেমেস্কের আলেমদের মধ্যে ইউনুস বিন মিরকাস নামে একজন লোক ছিল। তার ঘর পূর্ব গেইটের পাশে দেওয়ালের সাথে লাগানো ছিল। তার কাছে হযরত দানিয়াল আ.-এর যুদ্ধ বিষয়ক কিতাব ছিল। তাতে লেখা ছিল, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সা.-এর সাহাবীদের মাধ্যমে দেশ বিজয় করবেন এবং তাদের দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর জয়ী করবেন।

এ রাত্রে ইউনুস তার বিবি-বাচ্চাকে না জানিয়ে দেওয়াল ছিদ্র করে হযরত খালিদের নিকট চলে আসে। সে গিয়ে হযরত খালিদের কাছে তার কথা জানিয়ে নিজের জন্য নিরাপত্তা চায়। হযরত খালিদ তাকে নিরাপত্তা দিলেন এবং তার সাথে একশজনের একটি বাহিনী পাঠালেন। তাদের অধিকাংশ হিময়ার গোত্রের ছিলেন।

গেইটের তালা ও শিকল ভেঙ্গে হযরত খালিদের দামেস্ক বিজয়

হযরত খালিদ তাদেরকে বললেন, তোমরা শহরে প্রবেশ করে তাকবীর বলবে এবং গেইটে এসে তালা ও শিকল ভেঙ্গে ফেলবে।

ইউনুস তাদেরকে নিয়ে ছিদ্র দিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে। সেখানে সবাই অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাকবীর সহকারে গেইটের দিকে গেল। দামেস্কের লোকেরা মুসলমানদের তাকবীর ধ্বনি শোনে হতভম্ব হয়ে গেল এবং বুঝতে পারল, মুসলমানরা তালা ও শিকল ভেঙ্গে প্রবেশ করেছে। গেইট খোলার পর হযরত খালিদ মুসলমানদের নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং শত্রুদের যাকে পান তাকে হত্যা ও বন্দী করে চলছেন।

দামেস্কে প্রবেশ করে হযরত আবু উবাইদার সাথে হযরত খালিদের বিরোধ

এক পর্যায়ে তিনি মার্‌য়াম গির্জায় এসে উপনীত হলেন। সেখানে এসে তিনি দেখেতে পান, দরবেশদের পেছনে হযরত আবু উবাইদা তার সাথীদের নিয়ে সামনে চলছেন। তাদের তরবারী কোশমুক্ত না দেখে হযরত খালিদ বিস্মিত হয়ে হযরত আবু উবাইদার প্রতি অসন্তুষ্ট নেত্রে তাকালেন। তখন হযরত আবু উবাইদা বললেন, আমীর সাহেব! আল্লাহ সন্ধির মাধ্যমেই আমার হাতে এ শহরের বিজয় দান করেছেন। এদের সাথে আমাদের সন্ধি সম্পূর্ণ হয়েছে।

হযরত খালিদ বললেন,কিসের সন্ধি? আল্লাহ এদেরকে শান্তিতে না রাখুন। আমি তো তরবারী দ্বারা এদের শহর জয় করেছি। মুসলমানদের তরবারী তাদের রক্তে রঞ্জিত এবং তাদের ছেলে-মেয়েকে গোলাম ও বাদী হিসেবে ও তাদের সম্পকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, আমীর সাহেব! আমি সন্ধির মাধ্যমেই প্রবেশ করেছি।

হযরত খালিদ বললেন, আপনি এখনো নরম রয়ে গেছেন। আমি তো তরবারীর জোরে প্রবেশ করেছি। অতএব, তাদের কোন নিরাপত্তা থাকতে পারে না। আপনি তাদের সাথে কিভাবে সন্ধি করলেন।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, আমীর সাহেব! আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর কসম আমি তাদের সাথে লিখিত ভাবে সন্ধি করেছি। সন্ধি পত্রটি তাদের কাছে রয়েছে।

হযরত খালিদ বললেন, আপনি আমীরের অনুমতি ছাড়া কিভাবে সন্ধি করলেন? আমি তাদের একজনও জীবিত থাকা পর্যন্ত তরবারী কোশবদ্ধ করবো না।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, আমি মনে করিনি যে আপনি আমার সন্ধির বিরোধিতা করবেন। সন্ধি করে আমি তাদের সবাইকে আল্লাহর ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দান করেছি। এ ব্যাপারে আমার সাথে আমার সকল সাথীরা একমত পোষণ করেছে। ওয়াদা ভঙ্গ করা আমাদের চরিত্র নয়। অতএব, আল্লাহকে ভয় করুন। এ নিয়ে তাদের কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল ।

অন্য দিকে আরবের গ্রাম্য মুসলমানরা দামেস্কের লোকদের হত্যা ও তাদের সম্পদ লুটে নিতে ব্যস্ত ছিল। এদেখে হযরত আবু উবাইদা ঘোড়ায় চড়ে তাদের দিকে দৌড়ে যান এবং আক্ষেপ করে ডাক দিয়ে বলতে থাকেন, ওহে মুসলমানরা! আমি আপনাদেরকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি। যুদ্ধ বন্ধ করুন। আমি আর খালিদের মাঝে কি সিদ্ধান্ত হচ্ছে তার অপেক্ষা করুন।

বিরোধ মীমাংসার জন্য পরামর্শ

তখন মুসলমানদের নিয়ে হযরত মুআয বিন জাবাল, ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান, আমর ইবনুল আস, শুরাহবীল বিন হাসানা, রবীআ বিন আমের ও আবদুল্লাহ বিন উমরের মত বিখ্যাত সাহাবীগণ হযরত খালিদ ও হযরত আবু উবাইদার সামনে উপস্থিত হলেন। সবাই পরামর্শে বসেন। মুসলমানদের একদল (যাদের মধ্যে হযরত মুআয ও ইয়াযীদ বিন আবু সুফ্য়ানও ছিলেন)বললেন, হযরত আবু উবাইদা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বহাল থাকুক । কারণ, সিরিয়ার সকল শহর পদানত করা কখনো সম্ভব হবে না । অন্যান্য শহরের লোকেরা যদি শুনে যে আমরা এদের সাথে সন্ধি করেছি এবং পরে সন্ধি ভঙ্গ করে তাদের হত্যা করেছি, তাহলে সিরিয়ার আর কোন শহর সন্ধির মাধ্যমে পদানত করা সম্ভব হবে না। তাই এদের হত্যা করার চেয়ে সন্ধি করে ছেড়ে দেওয়াই ভাল হবে। আর যদি আমীর সাহেব এটা না মানেন, তাহলে তিনি যতটুকু তরবারী দ্বারা পদানত করেছেন ততটুকুতেই আপতত অভিযান স্থগিত রাখা হোক। এর নিয়ন্ত্রণে হযরত আবু উবাইদা তাকে সাহায্য করবেন। আর এ বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসার

জন্য দ্রুত খলীফার নিকট পত্র লেখা হোক। তিনি যা নির্দেশ দিবেন আমরা তা-ই করব।

হযরত খালিদ বললেন, ঠিক আছে আমি আপনাদের পরামর্শ মেনে নিলাম। তবে অভিশপ্ত টমা ও হারবীস ছাড়া দামেস্কের সকল লোক নিরাপদ। হারবীসকে টমা শহরের অর্ধেক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়েছিল।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, এরাই প্রথমে আমার সাথে সন্ধিতে এসেছে। অতএব আমার দেওয়া নিরাপত্তা ভঙ্গ করবেন না। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।

হযরত খালিদ বললেন, আপনি নিরাপত্তা না দিলে তাদের উভয়কে এখনই হত্যা করতাম। তাদের প্রাণ এখন নিরাপদ হলেও তারা এ শহরে থাকতে পারবে না। হযরত আবু উবাইদা বললেন, এ শর্তেই তো আমি তাদের সাথে সন্ধি করেছি।

হযরত খালিদের ভয়ে কম্পমান অভিশপ্ত টমা ও হারবীস

হযরত আবু উবাইদার সাথে হযরত খালিদের এ বিরোধের খবর পেয়ে টমা ও হারবীস প্রাণের ভয়ে একজন দোভাষীকে নিয়ে হযরত আবু উবাইদার কাছে এসে উপস্থিত হল এবং বলল, আপনার এ নেতা আমাদের সাথে আপনার কৃত চুক্তি ভঙ্গ করতে চাচ্ছে। আমরা সবাই আপনাদের নিরাপত্তায় চলে এসেছি। চুক্তি ভঙ্গ করা আপনাদের চরিত্র নয় বলে আপনারা বলে ঘোষণা করেছিলেন। এখন আমরা আপনার কাছে যা চাচ্ছি, তা হচ্ছে, আপনারা আমাদেরকে আমাদের যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাওয়ার সুযোগ দিন।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, ঠিক আছে তুমি আমাদের নিরাপত্তায়। এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পার। যখন তুমি অন্য কোন স্থানে গিয়ে বসবাস করবে, তখন আমাদের পক্ষ থেকে তোমাকে দেয়া নিরাপত্তা বাতিল হয়ে যাবে।

টমা ও হারবীস বাহিনীর দামেস্ক ছেড়ে চলে যাওয়া

তখন টমা ও হারবীস বলল, আমরা যেখানেই যাইনা কেন, তিন দিন পর্যন্ত আপনাদের নিরাপত্তাধীন থাকব। তিনদিন পর আপনাদের কাছে আমাদের কোন নিরাপত্তা থাকবে না। এরপর আপনাদের কেউ আমাদের পেলে হত্যাও করতে পারবে, বন্দীও করতে পারবে।

হযরত খালিদ বললেন, ঠিক আছে। তবে তোমরা যাওয়ার সময় এ শহর থেকে কেবল পাথেয়টুকুই নিতে পারবে। তখন হযরত আবু উবাইদা হযরত খালিদেকে বললেন, এটা সন্ধির ব্যতিক্রম কথা। আমাদের সাথে তাদের কথা হয়েছে যে, তারা তাদের লোকজন ও ধনসম্পদ সব নিয়ে চলে যেতে পারবে।

হযরত খালিদ বললেন, ঠিক আছে। তবে সম্পদের সাথে কোন অস্ত্র নিতে পারবে না। তখন টমা বলল, পথে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের সাথে অস্ত্র থাকতে হবে। তা না হলে আমরা কোথাও যাব না। আমাদের নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছা তাই করুন।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, প্রত্যেকের জন্য একটি করে অস্ত্র নেওয়ার অনুমতি দিন। যদি কেউ তরবারী নেয় তাহলে সে বর্শা নিতে পারবে না। যদি বর্শা নেয় তাহলে তরবারী নিতে পারবে না। আর যদি তীর নেয় তাহলে ছুরি নিতে পারবে না।

এ কথা শুনে টমা বলল, ঠিক আছে। আমরা এতে রাজি আছি। আমাদের প্রত্যেকে একটি করে অস্ত্রই নিতে চাচ্ছি।

অতঃপর টমা হযরত আবু উবাইদা কে বললেন, এ লোক (অর্থাৎ হযরত খালিদ)-কে আমার ভয় হচ্ছে। অতএব বিষয়টি আমাদের লিখে দিন।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, আমরা আরব, মিথ্যাও বলি না, বিশ্বাসঘাতকতাও করি না। আমাদের কথার কোন হেরফের হয় না।

একথা শুনে টমা ও হারবীস চলে গেল এবং তাদের লোকদেরকে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিল।

রোমানদের সম্পদের আধিক্য

দামেস্কে সম্রাটের একটি রেশমী কাপড়ের গুদাম ছিল। তাতে প্রায় তিনশত লোকের বহনযোগ্য পরিমাণ রেশমী কাপড় ও অলংকার ছিল। জিনিস-পত্র এনে রাখার জন্য টমার নির্দেশে দেমেস্কের অদূরে রেশমী কাপড় দিয়ে একটি ছাউনি তৈরী করা হল। দামেস্কের লোকজন তাদের ধন-সম্পদ এনে তাতে রাখলে একটি বিরাট স্তুপ হয়ে যায়। হযরত খালিদ তাদের ধন-সম্পদের আধিক্য দেখে বললেন, এদের সফর অনেক বড়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পড়লেন-

وَلَوْلَا أَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ.

মানুষের সবাই যদি একই সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ, কাফির) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা না থাকত, তাহলে দয়াময়ের (অর্থাৎ আল্লাহর) সাথে যারা অন্যায় আচরণ করছে, তাদেরকে আমি তাদের ঘরের ছাদ ও সিঁড়ি রৌপ্য দিয়ে তৈরীর করার সামর্থ দিতাম"।

দামেস্কের লোকজন তাদের মাল-সামানা নিয়ে শিকারীর ভয়ে পলায়নরত গাধার ন্যায় ছুটে চলছে। তাড়াহুড়ার কারণে তারা আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নেওয়ারও সুযোগ পেল না।

হযরত খালিদের দু'আ

হযরত খালিদ তাদের দিকে তাকিয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন-

اللهم اجعله لنا وملّكنا إياه واجعل هذه الأمتعة قوتا للمسلمين , آمين إنك سميع الدعاء.

"হে আল্লাহ আমদেরকে এ সম্পদের মালিক বানিয়ে দিন এবং এ জিনিস-পত্রকে মুসলমানদের জীবিকায় পরিণত করুন। আমাদের দু'আ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি দুআ কবূলকারী"।

হযরত খালিদের পরিকল্পনা

অতঃপর হযরত খালিদ মুসলমানদের দিকে চলে আসলেন। এসে বললেন, আমি এখন একটি বিষয় ভাল মনে করছি, তাতে আপনারা কী একমত হবেন? তারা বললেন, হ্যাঁ!

হযরত খালিদ বললেন, তা হলে আপনারা আপনাদের ঘোড়া গুলোকে যথাসম্ভব খুব ভালভাবে পরিচর্যা করুন এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে রাখুন। তিনদিন পর আমি আপনাদের নিয়ে এদের সন্ধানে বের হব। আশা করি, তাদের এ বিশাল সম্পদরাজি যা আপনারা দেখলেন, আল্লাহ আমাদেরকে গনীমত হিসেবে দান করবেন। আমার মনে হচ্ছে, এরা দামেস্কে কোন ভাল জিনিস রেখে যায়নি। তারা বললেন, আপনি যেটা ভাল মনে করেন তা করতে পারেন। আমরা আপনার বিরোধিতা করব না ।

আবারো বিরোধ

চলে যাওয়ার আগে টমা ও হারবীস হযরত আবু উবাইদার কাছে এসে কিছু ধন-সম্পদ দিয়ে গেল। হযরত আবু উবাইদা তাদেরকে বললেন,

তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করা হয়েছে। তোমরা যেখানেই যাও না কেন, তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের জান ও মালের নিরাপত্তা থাকবে।

ইয়াযীদ বিন যুরাইফ বলেন, হযরত আবু উবাইদাকে কিছু বস্তু হস্তান্তর করার পর দামেস্কের লোকেরা যাত্রা শুরু করলো। দামেস্কের প্রায় লোক মুসলমান প্রতিবেশীদেরকে ঘৃণা করে সপরিবারে দামেস্ক ছেড়ে চলে গেল। অন্য দিকে দামেস্কে পাওয়া বিপুল পরিমাণ গম ও যব নিয়ে দামেস্কে থেকে যাওয়া লোকদের সাথে হযরত খালিদের বিরোধ দেখা দেয়।

হযরত আবু উবাইদা বললেন, এগুলো তাদের। কেননা তারা সন্ধির অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

এ নিয়ে হযরত খালিদ ও হযরত আবু উবাইদার লোকদের মাঝে ঝগড়া বেধে যাওয়ার উপক্রম হল। পরে সিদ্ধান্ত হল যে, এ ব্যাপারে হযরত আবু বকরের রা.-এর কাছে পত্র পাঠানো হবে। তিনি যা ফয়সালা করবেন তা সবাই মেনে নেবে। কিন্তু হযরত আবু বকর রা. যে তাদের দামেস্ক প্রবেশের দিন ইন্তিকাল করেছেন, সে খবর তাদের জানা ছিল না ।

হযরত দিরারের আক্ষেপ

হযরত আতিইয়া বিন আমের বলেন, যে দিন টমা, হারবীস ও সম্রাটের কন্যা (টমার স্ত্রী) দামেস্ক ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, সেদিন আমি দামেস্কের প্রধান ফটকে দাঁড়ানো ছিলাম। এসময় হযরত দিরারকে তাদের দিকে ক্ষোভের দৃষ্টিতে তাকাতে দেখলাম। মনে হচ্ছিল, তিনি তাদের বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেওয়ায় আক্ষেপ করছেন। আমি তাকে বললাম, ওহে আযূর পুত্র! কী অবস্থা। আপনাকে ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছে! আল্লাহর নিকট কি এদের ধন সম্পদের চেয়ে অধিক নেই?

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এদের ধনসম্পদের জন্য আক্ষেপ করছি না। এরা আমাদের হাত থেকে ছুটে যাওয়ায় আমি আক্ষেপ করছি। আমি বললাম, আমীনুল উম্মাহ যুদ্ধের কারণে মুসলমানদের যে রক্তপাত হবে তা থেকে বাচাঁর জন্য এ ভাল উদ্দ্যেগ গ্রহণ করেছেন। কারণ, একজন লোকের জান-মালের মর্যাদা সমগ্র পৃথিবী থেকে বেশি। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে রহমত ঢেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার উপর দয়া করেন না। কুরআনে বলেছেন- والصلح خير "সন্ধি করাই ভাল"।

হযরত দিরার বললেন, আপনি সত্যি বলেছেন। তবে যারা আল্লাহর স্ত্রী ও পুত্র আছে বলে দাবী করে তাদের প্রতি আমি দয়া করতে পারি না ।

ইউনুস নামের এক রোমান ও তার আদরের স্ত্রীর কথা

ওয়ায়েলা বিন আসকা বলেন, দামেস্ক জয়ের সময় আমি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তিনি আমাকে হযরত দিরারের সাথে দামেস্কের চর্তুপার্শে চক্কর দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করলেন। হঠাৎ দেখলাম, একটি গেইট দিয়ে একজন অশ্বরোহী বের হচ্ছে। কাছে আসতেই আমরা তাকে বন্দী করে ফেললাম এবং বললাম, যদি আওয়াজ কর তাহলে মেরে ফেলবো। এর পর দেখলাম, আরেকজন অশ্বরোহী এসে তাকে ডাক দিচ্ছে। আমরা বললাম, ওকে এদিকে আসতে বল । সে রোমীয় ভাষায় বলল, পাখী ফাঁদে আটকা পড়েছে। তখন সে গেইট বন্ধ করে চলে গেল।

অতঃপর আমরা তাকে হত্যা করতে চাইলাম, কিন্তু আমাদের কিছু সাথী বলল, তাকে হত্যা না করে হযরত খালিদের কাছে নিয়ে চল।

আমরা তাকে নিয়ে হযরত খালিদের কাছে আসলাম। ঐ লোকটির নাম ইউনুস। হযরত খালিদ তার পরিচয় জানতে চাইলে বলল, আপনারা আসার পূর্বে আমি আমার এলাকায় একজন মেয়েকে বিয়ে করেছি। আমি তাকে খুব ভালবাসি। আপনাদের অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় আমি তার পরিবারকে বলি, তাকে আমার বাসর ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা তাকে আমার কাছে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল, তাকে তোমার কাছে হস্তান্তরের সময় এখন আমাদের কাছে নেই। কিন্তু আমি তার কথা ভুলতে পারছি না। শহরে আমাদের একটি খেলার মাঠ রয়েছে। আমি তাকে সেখানে আসার কথা বললাম। সে আসলে উভয়ে অনেক খোশ খল্প করলাম। সে আমাকে নিয়ে শহরের বাইরে চলে যাবার জন্য বলল, তখন আমরা এসে গেইট খুললাম। গেইট খুলে আপনাদের খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম। এসময় আপনার লোকেরা আমাকে ধরে ফেললে সে আমাকে ডাক দেয়। আমি তাকে আপনাদের ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে বললাম, পাখী ফাঁদে আটকা গেছে। অবশ্যই সে ছাড়া অন্য কেউ হলে তাকে আপনাদের ব্যাপারে এভাবে সতর্ক করতাম না।

ইউনুসের ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ বললেন, ইসলাম সম্পর্কে তোমার কী মত ? সে বলল-

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

বর্ণণাকারী বললেন, অতঃপর সন্ধি করে আমাদের দামেস্ক নগরীতে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত সে আমাদের সাথে মুশরিক দামেস্কবাসীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করেছে। আমরা দেমেস্কে প্রবেশ করার পর সে তার স্ত্রীকে খোঁজতে লাগল। তখন তাকে বলা হল, সে (স্ত্রী) দরবেশী পোশাক পরেছে। তাই সে তার স্ত্রীকে দেখে চিনতে পারছিল না। ইউনুস তাকে বলল, তোমাকে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বনে কিসে প্ররোচিত করেছে ?

বলল, আমি আমার স্বামীর সাথে প্রতারণা করেছি। ফলে তাকে আরবরা ধরে নিয়ে গেছে। তাই তার বিরহ বেদনায় আমি বৈরাগ্যবাদী হয়ে গেছি

ইউনুস বলল, আমি তোমার স্বামী। আমি আরবদের ধর্ম গ্রহণ করেছি।

একথা শোনে স্ত্রী বলল, এখন আপনি কী করার ইচ্ছা করেছেন ?

ইউনুস বলল, আমি চাচ্ছি, তুমি আরবদের নিরাপত্তায় চলে আস।

স্ত্রী বলল, মসীহের শপৎ, তা কখোনো হতে পারে না। এ বলে সে টমার সাথে চলে গেল।

ইউনুস এসে হযরত খালিদকে তার ব্যাপারটা জানালেন।

হযরত খালিদ বললেন, আবু উবাইদা তো সন্ধির মাধ্যমে নগরীকে পদানত করেছেন। তাই তোমার স্ত্রীকে এখানে আটকে রাখার আমাদের কোন সুযোগ নেই।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হযরত খালিদের হতাশা

পরে যখন সে জানতে পারল, হযরত খালিদ শহর ছেড়ে চলে যাওয়া লোকদের বিরুদ্ধে তিন দিন পর অভিযানে বের হবেন, তখন বলল, তাহলে আমিও এ অভিযানে শরীক হব। হতে পারে আমি আমার স্ত্রীকে পেয়ে যাব। কিন্তু চারদিন পরও যখন হযরত খালিদ অভিযানে বের হলেন না। তখন সে তার কাছে এসে বলল, আমীর সাহেব! আপনি এ দুই অভিশপ্ত টমা ও হারবীসের বিরুদ্ধে অভিযানের বের হয়ে তাদের ধন সম্পদ গনীমত হিসেবে নিয়ে নেওয়ার কথা ছিলনা ? হযরত খালিদ বললেন, হ্যা! সে বলল, আপনি বের হচ্ছেন না যে? হযরত খালিদ বললেন, তাদের ও আমাদের মাঝে এখন চার দিন চার রাতের পথের দুরত্ব। আর তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে খুব দ্রুত পথ চলবে, তাই আমাদের পক্ষ গিয়ে তাদের ধরা সম্ভব হবে না।

তখন ইউনুস বলল, এরা কোথায় থাকবে ও কোথায় যাবে আমি জানি।

এছাড়া পথ ঘাটও আমি ভাল ভাবে চিনি। তাই আশা করি, ইনশাআল্লাহ আমরা গিয়ে তাদেরকে ধরতে সক্ষম হবো। আপনারা খ্রীষ্টান আরব রাখাল ও জুযাম গোত্রের পোষাক পরবেন।

কৃত প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের পথে হযরত খালিদ

তার কথা শোনে হযরত খালিদ হাল্কা পাথেয় নিয়ে চার হাজার অশ্বারোহী সহকারে বের হয়ে গেলেন। তাদের রাহবর ছিল ইউনুস। বের হওয়ার পূর্বে হযরত খালিদ বাকী মুসলমানদের উপর হযরত আবু উবাইদাকে আমীর নিযুক্ত করে দামেস্ক শহর রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন ।

টমা ও হারবীসের সন্ধান

হযরত যাইদ বিন তুরাইফ বলেন, আমাদের রাহবর ইউনুস আমাদের নিয়ে চলতে লাগল। আমরা বিভিন্ন এলাকা ও শহর অতিক্রম করছিলাম। লোকেরা আমাদেরকে আরব খ্রীষ্টান মনে করল। একপর্যায়ে রাহবর আমাদের নিয়ে আন্তাকিয়ার নিকটবর্তী সাগরের তীরে চলে আসল। সেখানে এসে রাহবর পার্শ্বের একটি গ্রামে গিয়ে টমা ও হারবীসের কথা জিজ্ঞেস করলে তারা জানাল, সম্রাটের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, টমা ও হারবীস দামেস্ক আরবদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাই তিনি লোক পাঠিয়ে তাদেরকে আন্তিকিয়ায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, সম্রাট ইয়ারমূকে পাঠানোর জন্য সৈন্য উপস্থিত করেছেন। এ মুহূর্তে এরা তাদের নিকট গিয়ে পৌঁছলে তাদের অন্তরে আরবদের প্রচন্ড ভয় ঢুকে যাবে। ফলে তারা আর যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তাই সম্রাট টমার কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে কনষ্টিটিনোপলের দিকে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। একথা শুনে ইউনুস চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং নির্জনে বসে কি করা যায় চিন্তা ভাবনা করতে থাকে।

পাওয়া গেল না তাদেরকে

হযরত খালিদ মুসলমানদের নিয়ে নামাজ পড়ে বসলেন। দেখা গেল অনেকক্ষণ পর ইউনুস আসছে। ইউনুস এসে বলল, মনে হচ্ছে আমি আপনাদের ধোকায় ফেলে দিলাম। টমা ও হারবীসের সন্ধানে আমি সর্বশেষ স্থানে এসে পৌঁছেছি।

হযরত খালিদ বললেন, তা হলে এখন কী করা যায় ?

ইউনুস বলল, তাদের খোঁজ নেওয়ার জন্য এ এলাকায় আমাকে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দিন। কারণ,সম্রাট নাকি এখন বলেছে আন্তাকিয়ায় তারা গেলে তার সৈন্যরা ভয় পেয়ে যাবে। এ আশংকায় তাদেরকে আন্ত াকিয়ায় প্রবেশ করতে না দিয়ে কনষ্টিটিনোপলের দিকে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের আর আপনাদের মাঝখানে এ বিশাল পাহাড়টি অন্তরায় হয়ে আছে। আপনারা এখন হিরোক্লিয়াসের পাহাড়ে। তিনি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠানোর জন্য সৈন্য সমাবেশ করছেন। আমি আপনাদের নিয়ে এখন শঙ্কিত। আপনারা এ পাহাড়টির অতিক্রম করে গেলে ধ্বংসের মুখোমুখি হবেন। এখন আপনি যা করতে বলেন, আমি তাই করবো।

হযরত খালিদের স্বপ্ন

হযরত দিরার বলেন, আমি দেখলাম, ইউনুসের কথা শোনে হযরত খালিদের গায়ের রং মেহেদীর রংয়ের মত হয়ে গেল। তাই আমি বললাম, আমীর সাহেব! কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন? বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত নই। আমি মুসলমানদের নিয়ে চিন্তা করছি। আমি দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে একটি ভীতিকর স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি স্বপ্নটির ব্যাখ্যা জানার জন্য অপেক্ষা করছি। আশা করছি, আল্লাহ আমাদের কল্যাণ করবেন এবং শত্রুদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান করবেন।

হযরত দিরার বললেন, আপনি ভাল দেখেছেন এবং ইনশাআল্লাহ আমাদের কল্যাণ হবে। আপনি কী দেখলেন তা আমাদেরকে একটু শোনালে ভাল হয়। হযরত খালিদ বললেন-

رأيت المسلمين في برية قفرة ونحن سائرون, فبينما نحن كذلك وإذا بقطيع من حمر الوحش كثيرة عظيمة أجسامها مهزولة أخفافها وهي لا تكدم برماحنا ونحن نضربها بأسيافنا وهي لا تكترث بما نزل بها من الأذى ولا تهلع مما ينزل, فلم نزل مثل ذلك حتى اجتهدنا واجتهدت خيولنا, وانى أقبلت على أصحابى وفرقتهم عليها من أربعة جوانب البرية وحملت عليهم فجفلت من أيدينا إلى مضايق وتلال ووادية خصبة فلم نأخذ منها الا اليسير, فبينما نحن ونطبخ نشوى لحومها وإذا هي قدرجعت تطلب الحرب منا, فلما نظرت إليها وقد طرحت المضايق والآجام صحت بالمسلمين اركبوا فى طلبها بارك

الله فيكم, فاستوى المسلمون على خيولهم وركبت معهم وطلبناها حتى وقعت بها, وتصيدت منها بعيرا عظيما فقتلته, فجعل المسلمون يقتلون وتصيدون فمابقى منها إلا اليسير, فبينما أنا فرح وأنا أريد الرجوع بالمسلمين إلى وطنهم إذ عثرت فرسى فطارت عمامتى من رأسى, فهويت لأخذها, فانتبهت من منامي وأنا فزع مرعوب, فهل فيكم أحد يفسره؟ فإنى أقول الرؤيا ما نحن فيه.

"আমি দেখলাম, মুসলমানদেরকে নিয়ে আমি একটি জনমানবহীন প্রান্তর দিয়ে চলছি। এ সময় হঠাৎ আমরা বিপুল সংখ্যক মোটা তাজা একটি গাধার পালের কবলে পড়লাম। এসব গাধার পায়ের খুর গুলো হালকা-পাতলা দেখলাম। কিন্তু আমাদের বর্শার আঘাতে সে গুলোর কোন খবর হচ্ছে না । আমরা তাদের উপর তরবারী চালাচ্ছি । কিন্তু তরবারীর আঘাতে তারা ফিরেও তাকাচ্ছে না। আমরা ঘোড়ায় চড়ে তাদের উপর অনেকক্ষণ আক্রমণ চালালাম। তারা বিচলিত হলো না । তখন আমি আমার সাথীদেরকে ঐজায়গার চতুর্পার্শ্ব থেকে তাদের উপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিলাম এবং আমি নিজেও হামলা করলাম । ফলে গাধা গুলো টিলা, গুহা ও বিভিন্ন উর্বর উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলো। আমরা সেগুলোর মাত্র কয়েকটিকেই ধরতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা ধৃত গাধাগুলো যবাই করে গোস্ত রান্না করছিলাম। এমন সময় পালিয়ে যাওয়া গাধা গুলো গুহা ও দূর্গ থেকে এসে আমাাদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে চাইল। তখন আমি আমার সাথীদের ডাক দিয়ে বললাম, এদের ধরার জন্য প্রস্তুত হোন, আল্লাহ আপনাদের উপর বরকত নাযিল করুন। তখন মুসলমানরা এবং তাদের সাথে আমিও ঘোড়ায় চড়ে ওগুলোর মোকাবেলা করতে অগ্রসর হলাম। আমি সেগুলোর সাথে থাকা একটি উট শিকার করলাম। আমার সাথে সাথে মুসলমানরাও তাদের হত্যা ও শিকার করতে লাগলো। এ অভিযানে এসব গাধার মাত্র কয়েকটি প্রাণে রক্ষা পায়। অতঃপর যখন আমি মুসলমানদের নিয়ে সানন্দে নিজ স্থনে ফিরে আসছি তখন পথে হঠাৎ আমার ঘোড়া হোঁছট খায়। এ সময় আমি জাগ্রত হই এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি।

আপনাদের কেউ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? আমি মনে করি আমরা এখন যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, তা ঐ স্বপ্নই "।

হযরত খালিদের এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে মুসলমানরা ভয় পেয়ে গেলেন এবং হযরত খালিদ নিজেই ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেললেন।

সিদ্দিক পুত্রের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান

হযরত খালিদের স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনে হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দিক রা. বললেন, আপনার দেখা বন্য গাধা হচ্ছে ঐ সব অনারব, যাদের খোঁজে আমরা বের হয়েছি। আর ঘোড়া থেকে আপনার পড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, কোন উঁচু পদ থেকে বরখাস্ত হওয়া আর আপনার মাথা থেকে পাগড়ী পড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আপনার কাজে বিশেষ কোন ত্রুটি সংঘঠিত হওয়া। কারণ, পাগড়ী হচ্ছে আরবদের রাজমুকুট।

ব্যাখ্যা শুনে হযরত খালেদের প্রতিক্রিয়া

হযরত খালিদ বললেন, আপনার কথাই যদি স্বপ্নের ব্যাখ্যা হয়, তা হলে আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন আমার এ অবনতি ও ত্রুটি পার্থিব বিষয়ে করেন। আল্লাহর কাছেই প্রত্যেক ব্যাপারে সাহায্য কামনা করছি ও ভরসা করছি।

অতঃপর হযরত খালিদ সাথীদের নিয়ে রাহবারের সাথে চলে পাহাড় অতিক্রম করলেন। অতঃপর যেদিন সকালে আমরা শত্রুদের পেয়ে যাব বলে মনে করছিলাম, সে দিনের পূর্বের রাত্রে আমাদের মুসল ধারে বৃষ্টি পেয়ে বসে। তবে আল্লাহর রহমত, তিনি শত্রুদের পথ আটকে রাখেন।

শত্রুদের সন্ধান লাভ

হযরত রওহা বিন তুরাইফ বলেন, ঐ রাত আমরা পুরোটাই পথ চললাম এবং সারারাত বৃষ্টি বর্ষণ অব্যাহত থাকে। সকালে সূর্যোদয় হওয়ার আগেই ইউনুস বলল, আমীর সাহেব! একটু দাড়ালে ভাল হয়। আমি শত্রুদের খোঁজ খবর নিয়ে আসছি। সন্দেহ নেই, শত্রুরা আমাদের নিকটেই অবস্থান করছে। আমি তাদের আওয়াজ শুনেছি।

হযরত খালিদ বললেন,তুমি কি সত্যি তাদের আওয়াজ শুনেছ?

ইউনুস বলল, হ্যাঁ। এখন আমি চাচ্ছি, আপনি আমাকে তাদের অবস্থা জেনে আসার জন্য পাঠান।

হযরত খালিদ এদিক সেদিক তাকিয়ে মুফাররত বিন জা'দা নামের একজনকে ডেকে বললেন, তুমি ইউনুসের সাথে যাও । সতর্ক থাকবে, যেন শত্রুরা তোমাদের দেখে না ফেলে। মুফাররত বলল, ঠিক আছে।

অতঃপর উভয়ে রওয়ানা হয়ে যায় এবং কিছু দূর চলার পর আবরাশ নামীয় একটি পাহাড়ে এসে উপনিত হয়। রোমানরা এ পাহাড়কে বারিদাহ (শীতল পাহাড়) নামে অভিহিত করে ।

মুফারারত বলেন, পাহাড়ের উপর উঠে আমরা একটি সবুজ ঘাস বিশিষ্ট প্রশস্ত মাঠ দেখতে পেলাম। ঐ মাঠে তারা নষ্ট না হওয়ার জন্য ভেজা মাল-সামানা বিছিয়ে শুকাতে দেয়। বৃষ্টি ও সফরের ক্লান্তির কারণে তাদের লোকদের প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে আমি পরম খুশীতে ইউনুসকে ফেলেই হযরত খালিদের কাছে চলে আসলাম। হযরত খালিদ আমাকে একা দেখে আমার দিকে দৌড়ে আসলেন এবং মনে করলেন যে, আমার সাথী শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। বললেন ওহে জা'দা পুত্র! কী খবর, দ্রুত বল! বললাম, আমীর সাহেব! খবর হল, গনীমত এ পাহাড়ের পশ্চাতে। বৃষ্টিতে ভেজা শত্রুরা সূর্য দেখে তাদের জিনিস-পত্র শুকাতে দিয়ে আরাম করছে। তখন আমি হযরত খালিদের চেহারায় আনন্দের ছাপ দেখতে পেলাম। এসময় ইউনুসও এসে উপস্থিত হল। সে বলল, সুসংবাদ গ্রহণ করুন আমীর সাহেব! শত্রুদের অধিকাংশই নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। তবে আমি আপনাদের সাথীদের সবাইকে এ ব্যাপারে নিবেদন করছি যে, যার হাতেই আমার স্ত্রী ধরা পড়ুক, তাকে যেন হেফাযত করে। আমি তাকে ব্যতীত আর কোন গনীমত চাই না। হযরত খালিদ বললেন, ঠিক আছে। ইনশাআল্লাহ সে তোমার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

হযরত খালিদের যুদ্ধ কৌশল

অতঃপর হযরত খালিদ তার সাথীদের চার ভাগে ভাগ করে দিয়ে প্রথম এক হাজারের আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত দিরারকে। দ্বিতীয় এক হাজারের আমীর বানালেন রাফে' বিন উমাইরা আততাঈকে। তৃতীয় এক হাজারের আমীর নিযুক্ত করলেন হযরত আবদুর রহিম বিন আবু বকরকে। বাকী একহাজার হযরত খালিদ নিজের সাথে রাখলেন। আর তাদেরকে বললেন, আপনারা আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে অগ্রসর হোন । তাদের উপর সবাই এক যোগে আক্রমণ করবেন না । বরং ধারাবাহিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ করবেন। তারা শত্রুদের কাছাকাছি যাওয়ার পর সর্ব প্রথম হযরত দিরার গিয়ে আক্রমণ করেন। অতঃপর হযরত রাফে বিন উমাইরা আততাঈ। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর। অতঃপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ।

হযরত খালীদের নসীহত

হযরত উবাইদ বিন সাঈদ বলেন, ঐ মাঠের সুন্দর দৃশ্য দেখে আমরা সম্মোহিত হয়ে গেলাম। হযরত খালিদ ডাক দিয়ে বললেন, আপনারা আল্লাহর শত্রুদের নিধনে আত্মনিয়োগ করুন। গনীমত ও মাঠের সুন্দর দৃশ্য দেখে ব্যস্ত হবেন না। ইনশাআল্লাহ-ঐসবের মালিক আপনারাই।

যুদ্ধের সূচনা

মুসলমানেদের দেখে হতবিহ্বল রোমানরা দৌড়ে গিয়ে অস্ত্র হাতে নিল ও ঘোড়ায় চড়ে বসল। তারা একে অপরকে বলল,এটা একটি ক্ষুদ্র বাহিনী। মসীহ আমাদের জন্য গনীমত স্বরূপ তাদেরকে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। অতএব, তাদেরকে ধর।

রোমানরা মনে করেছিল, হযরত দিরারের সাথে থাকা সৈন্যরা ছাড়া মুসলমানদের আর কোন সৈন্য নেই। হঠাৎ তারা দেখতে পেল, হযরত দিরারের সমান সৈন্য নিয়ে হযরত রাফে এগিয়ে আসছেন। এর পর দেখল আরেকটি বাহিনী নিয়ে হযরত খালিদ এগিয়ে আসছেন। তারা এসে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ধ্বনি দিয়ে রোমানদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললেন এবং বললেন, হাতে যা কিছু আছে দিয়ে দাও।

মুসলমানদেরকে তাদের দিকে বহমান স্রোতের ন্যায় ধেয়ে আসতে দেখে হারবীস তার লোকদেরকে বলল, আপনাদের সম্পদ রক্ষার্থে এদের উপর ঝাপিয়ে পড়ুন। এখানে এদের কোন কৌশল কাজে আসবে না। এরা সবাই এখানেই মারা পড়বে। এ সময় রোমানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগের নেতৃত্বে থাকে হারবীস ও আরেক ভাগের নেতৃত্বে থাকে টমা।

টমা হযরত খালিদের দিকে এগিয়ে গেল। তাকে পাচঁশত অশ্বরোহী ঘিরে রেখেছিল। তার সামনে মনিমুক্তা খচিত একটি স্বর্ণের ক্রুশ উত্তোলন করে রাখা হয়েছিল। হযরত খালিদ তার উপর হামলা করলেন। বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রু তোমরা কি মনে করেছ আমাদের কবল থেকে রেহাই পাবে? আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য ভূমিকে গুটিয়ে দিয়েছেন।

টমা কানা ছিল। হযরত আবানের স্ত্রী তাকে কানা করে দেন। হযরত খালিদ বর্শা দিয়ে তার অপর চক্ষুটি অন্ধ করে দেন। তখন সে তার ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। সাথে সাথে অন্যান্য মুসলমানরা টমা ও হারবীসের সৈন্যদের উপর তীব্র আক্রমন শুরু করলেন।

অভিশপ্ত টমার বিদায়

হযরত আবদুর রহমান বিন আবু বকরকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। টমা ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার সাথে সাথে তিনি তার ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে এসে তার বুকের উপর বসে যান এবং তার মাথাটি কেটে বর্শার মাথায় রেখে বললেন অভিশপ্ত টমা নিহত হয়েছে। এখন সবাই হারবীসকে খোঁজ করুন। একথা শোনে মুসলমানরা আনন্দিত হল।

ইউনুসের স্ত্রীর সন্ধান লাভ

রাফে' বিন উমাইরা আততাঈ বলেন, আমি হযরত খালিদের ডান পার্শ্বে ছিলাম । হঠাৎ দেখতে পেলাম, রোমানদের লেবাস পরিহিত একজন লোক এসে এক রোমান মহিলার সাথে যুদ্ধ করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম সে ইউনুস। সে তার স্ত্রীকে ধরার জন্য প্রানপণ লড়াই করছে। আমি কাছে গিয়ে ইউনুসকে সাহায্য করার ইচ্ছা করলাম। এসময় দেখলাম দশজন রোমান মহিলা মুসলমানদের উপর পাথর ছুঁড়ে মারছে। দেখলাম রেশমের কাপড় পরিহিত এক সুন্দরী মহিলা মুসলমানেদের দিকে একটি বিরাট পাথর ছুড়ে মারল। ওই পাথরটি আমার ঘোড়ার কপালে এসে পড়ল। ঘোড়া সাথে সাথে লুটিয়ে পড়ল এবং মারা গেল। ঘোড়াটি খুব ভাল ঘোড়া ছিল। এ ঘোড়া নিয়ে আমি ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। ঘোড়া পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি ওই মহিলার দিকে দৌড়ে গেলাম। আমাকে দেখে সে শিকারের হরিণের ন্যায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। তার সাথে সাথে অন্যান্য মহিলারাও পালিয়ে গেল।

টমার স্ত্রীর গ্রেফতার

হযরত রাফে' বিন বলেন, অমি চিৎকার দিয়ে তাদের ধাওয়া করে আমার ঘোড়ার ঘাতক মহিলাটিকে ধরে ফেললাম এবং তার মাথায় তরবারী উঠালাম। সে তখন সাহায্য সাহায্য বলে চিৎকার করল। তখন আমি তরবারী নামিয়ে ফেললাম এবং তার গলা বেঁধে রোমানদের একটি ঘোড়ায় আরোহণ করে তাকে নিয়ে আসলাম। তার মাথায় মনি মুক্তার একটি অলংকার ছিল। তাকে নিয়ে আমি ইউনুসের কী অবস্থা দেখার জন্য তার দিকে গেলাম। দেখলাম, সে তার স্ত্রীর পাশে বসা । তার স্ত্রীর শরীর রক্তরঞ্জিত ছিল। ইউনুস তার জন্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। আমি গিয়ে তার স্ত্রীকে বললাম, ইসলাম গ্রহণ কর।

সে বলল, মসীহের সত্যতার কসম। তা কখনো হতে পারে না। অতঃপর সে কাপড়ে লুকিয়ে রাখা ছুরি বের করে আত্মহত্যা করল।

তখন আমি ইউনুসকে বললাম, আল্লাহ তোমাকে এর চেয়ে উত্তম নারী দিয়েছেন । তার ঘাড়ে রেশমের কাপড় ও মনিমুক্তার গহনা রয়েছে। সৌন্দের্যে সে যেন পূর্ণিমা। অতএব, স্ত্রীর পরিবর্তে তাকেই গ্রহণ কর। ইউনুস বলল, সে মহিলা কে ? বললাম, ও আমার হাতে বন্দী এ মহিলা ইউনুস তার সুন্দর চেহারা, দামী পোশাক ও স্বর্ণালংকারের দিকে তাকিয়ে রোমীয় ভাষায় তার সাথে কথা বলল। সে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে ইউনুসের কথার উত্তর দিল। অতঃপর ইউনুস আমাকে বলল এ কে জানতে পেরেছেন? বললাম, না। বলল, এ সম্রাট হিরোক্লিয়াসের কন্যা ও টমার স্ত্রী। আমার মত লোক তার যোগ্য নই। সম্রাট অবশ্যই পণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিবেন।

হারবীসের সন্ধানে হযরত খালিদ

হযরত খালিদ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তাই মুসলামানদের অনেকে তাকে দেখতে না পেয়ে বড় অস্থির হয়ে পড়ল। টমার মৃত্যুর পর তিনি হারবীসের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। হারবীসের সন্ধানে তিনি চতুর্দিক দৃষ্টি ফেরাচ্ছিলেন। হঠাৎ বিশালদেহী লাল বর্ণের এক রোমানকে দেখতে পান । হযরত খালিদ তাকে হারবীস মনে করে তার দিকে বিদ্যুৎ বেগে দৌড়ে গেলেন । সে হযরত খালিদকে তার দিক দৌড়ে আসতে দেখে পালাতে শুরু করে। হযরত খালিদ পিছন থেকে তার উপর বর্শা দ্বারা আঘাত হানে। আঘাতে সে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। হযরত খালিদ ঘোড়া থেকে নেমে সিংহের ন্যায় তার বক্ষে বসে যান এবং বললেন, হারবীস তুমি ক মনে করেছ আমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে?

লোকটি আরবী জানত। সে বলল, ওহে আরব ভাই! আমি হারবীস নই। অতএব, আমাকে হত্যা করো না ।

হযরত খালিদ বললেন হারবীস কোথায় দেখিয়ে না দিলে তোমার মুক্তি নেই।

লোকটি বলল, ঠিক আছে ওহে আমার আরব ভাই! এ পাহাড়ের উপর যে সব অশ্বারোহী দেখা যাচ্ছে হারবীস তাদের মাঝেই রয়েছে।

হযরত খালিদের দু:সাহস

হযরত খালিদ লোকটিকে তখন জাবেরের হাতে রেখে পাহাড়ের উপর উঠলেন এবং তাদের কাছে গিয়ে বললেন, আজ তোমাদের রেহাই নেই । হারবীস ও তার সৈন্যরা হযরত খালিদের আওয়াজ শুনে অস্ত্র হাতে তুলে নিল । হযরত খালিদ তাদেরকে আবার বললেন, তোমরা কি মনে করেছ আল্লাহ তোমাদেরকে আমাদের কবল থেকে রক্ষা করবেন? মনে রাখবে, আমি বীর অশ্বারোহী খালিদ বিন ওয়ালীদ ।

অতঃপর তিনি শত্রুদের দু'জনের উপর আঘাত হানলেন। তাদের একজন সাথে সাথে মারা গেল।

হারবীস হযরত খালিদের কথা শোনে লোকদের বলল, তোমরা ধ্বংস হবে এ লোকই গোটা সিরিয়া তছনছ করছে। এ-ই বসরা, হাওরান, আজনাদীন ও দামেস্কে আমাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। দ্রুত তাকে হত্যা কর। হারবীসের কথা শোনে তার লোকেরা হযরত খালিদকে একাকী পাহাড়ে পেয়ে তার উপর চড়াও হতে চাইল।

মুসলমানরা সকলেই রোমনদের সাথে যুদ্ধ ও তাদের সম্পদ তুলে নেয়ায় ব্যস্ত ছিল। হারবীস ও তার লোকেরা সবাই হযরত খালিদের উপর চড়াও হল। হযরত খালিদ ঘোড়া থেকে নেমে ধৈর্যের সাথে তাদের মোকাবিলা করছিলেন।

এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী হযরত শাদ্দাদ বিন আউস বলেন, হযরত খালিদ বীর বিক্রমে হারবীস ও তার সৈন্যদের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে হারবীস হযরত খালিদের পিছনে এসে তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। তরবারীর আঘাতে তার শিরস্ত্রানটি ছিদ্র হয়ে যায় ও পাগড়ী ফেটে যায় । অন্যদিকে হারবীসের হাত থেকে তরবারী পড়ে যায়। সামনের দিক থেকে রোম্নদের আক্রমণের আশংকায় হযরত খালিদ পিছনের দিকে তাকাননি; বরং তিনি রোমদেরকে তার সাহায্যের জন্য লোক আসছে- এ ধোকায় ফেলে দেওয়ার জন্য জোর গলায় লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার ও নবী সা.-এর উপর দরুদ পড়তে লাগলেন। যাতে এর ফলে সৈন্যরা এদিক সেদিক তাকালে তিনি তাদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ পান।

হযরত খালিদের সাহায্যে হযরত আবদুর রহমান

এ সময় হঠাৎ তিনি মুসলমানদের তাকবীর ও তাহলীলের ধ্বনি শুনতে পান, তাদের একজন বললেন-

لا إله إلا الله محمد الرسول الله, أتاك النصر من رب العلمين, أنا عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق.

" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু .. । আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আপনার জন্য সাহায্য এসে পৌছেছে। আমি হলাম আবদুর রহমান বিন আবু বকর সিদ্দীক" ।

অভিশপ্ত হারবীসের বিদায়

হযরত খালিদ মুসলমানেদের আগমনের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ডান ও বাম উভয় দিকে শত্রুদের যাকে পাচ্ছেন, তাকে আঘাত করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে মুসলমানদের আগমন দেখে হারবীস নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড়াল। তখন হযরত খালিদ তাকে ধাওয়া করলেন এবং তার গায়ে তরবারী দ্বারা আঘাত হানলেন। আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পর মারা গেল। অতঃপর মুসলমানদের হাতে তার সাথে থাকা সকল রোমান নিহত হল রোমরা যার হাতে সবচেয়ে বেশী নিহত হয়েছে, তিনি হচ্ছেন দিরার বিন আযূর ।

দিরাররের জন্য হযরত খালিদের দু'আ

হযরত খালিদের উপর থেকে যখন বিপদ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি হযরত দিরারকে বললেন -

قد أفلح الله وجهك يا ابن الأزور, فمازلت مباركا فى كل أفعالك, فأنجح الله أعمالك وأصلح ربى حالك.

"ওহে ইবনে আযূর তোমাকে আল্লাহ সফলকাম করেছেন। তুমি তোমার কাজে সবসময় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছ। আল্লাহ তোমার কর্মকে উত্তীর্ণ করুন এবং তোমার অবস্থার উন্নতি করুন" ।

হযরত খালিদের সাহায্যার্থে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ

অঃতপর হযরত খালিদ আবদুর রহমান বিন আবু বকর ও অন্যান্য মুসলমানেদেরকে সালাম করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কীভাবে আমার খবর জানতে পারলেন ?

হযরত আবুদর রহমান বললেন, রোমানদের সাথে যুদ্ধে যখন আমরা বিজয়ী হলাম, তখন মুসলমানরা সবাই গনীমত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । হঠাৎ করে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল-

اشتغلتم بالغنائم وخالد قد أحاطت به الروم

"তোমরা গনীমত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, অন্য দিকে রোমানরা হযরত খালিদকে বেষ্টন করে আছে"।

একথা শোনলাম, কিন্তু আপনি কোথায় তা বুঝতে পারলাম না। আপনার খোঁজ নেওয়ার পর আমাদের একজন সাথীর হাতে আটক এক রোমান সৈন্য বলল, আপনাদের নেতাকে আমি হারবীসের সন্ধান দিয়েছি। তিনি এ পাহাড়ে তার সাথে যুদ্ধ করতে গেছেন

লোকটির কথা শোনার পর আমরা আপনার সাহায্যে চলে আসলাম।

হারবীসের সন্ধান দানকারী রোমান সৈন্যের পুরস্কার

হযরত খালিদ বললেন, লোকটি আমাকে আমাদের শত্রু হারবীসের সন্ধান দিয়েছে এবং আপনাদেরকে আমার সন্ধান দিয়েছে। তাকে এর উত্তম বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসলেন।

হযরত খালিদকে দেখে সবাই সালাম দিল। অতঃপর তিনি ঐ রোমান সৈন্যটিকে নিয়ে আসতে বললেন। তাকে আনা হলে হযরত খালিদ বললেন, তুমি আমাদের সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করেছ। এখন আমি তোমার সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করতে চাচ্ছি। তুমি আমাদের হিতাকাঙ্খা করেছ। এখন আমরা তোমার হিতাকাঙ্খা করে বলছি, তুমি কি আমাদের নামাজ ও রোজার ধর্ম 'ইসলাম' গ্রহণ করে জান্নাতে যেতে চাওনা ? সে বলল, আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে চাই না। তখন হযরত খালিদ তাকে ছেড়ে দিলেন।

সম্রাটের মেয়েকে ইউনুসকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব

নওফল বিন আমর বলেন, লোকটিকে আমি ঘোড়ায় চড়ে একাকী রোমদের এলাকায় চলে যেতে দেখলাম। অতঃপর হযরত খালিদ গনীমত ও বন্দীদেরকে তার সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি গনীমতের আধিক্য দেখে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন এবং রাহবর ইউনুসকে ডেকে পাঠালেন। সে আসলে হযরত খালিদ বললেন তোমার স্ত্রীর কী খবর

ইউনুস তার স্ত্রীর ঘটনা খুলে বলল। শোনে হযরত খালিদ বিস্মিত হলেন। তখন হযরত রাফে বিন উমাইরা আততাঈ বললেন, আমীর সাহেব আমি সম্রাট হিরোক্লিয়াসের কন্যাকে বন্দী করেছি এবং ইউনুসকে তার স্ত্রীর পরিবর্তে ওকে গ্রহণ করতে বলেছি।

হযরত খালিদ বললেন সম্রাটের মেয়ে কোথায়?

তখন সম্রাটের মেয়েকে হযরত খালিদের সামনে উপস্থিত করা হল। তিনি তার রূপ সৌন্দর্য ও লাবন্য দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন-

سبحانك اللهم وبحمدك تخلق ماتشاء وتختار.

"হে আল্লাহ! পবিত্রতা ও প্রশংসার অধিকারী আপনিই। আপনি যা চান সৃষ্টি করেন ও নির্বাচিত করেন"।

অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়েন-

((وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ))

"তোমার পালনকর্তা যা চান সৃষ্টি করেন ও নির্বাচন করেন "।

অতঃপর ইউনুসকে বললেন, তুমি কি একে তোমার স্ত্রীর পরিবর্তে গ্রহণ করতে রাজি আছ ?

সে বলল, আমীর সাহেব, আমি জানি যে, সম্রাট মুক্তিপণ বা যুদ্ধ করে তাকে উদ্ধার করে নিবেই।

হযরত খালিদ বললেন, তুমি তাকে এখন নিয়ে নাও। যদি সম্রাট তাকে না খুঁজেন, তাহলে সে তোমার জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে। আর যদি সম্রাট তাকে খুঁজেন, তা হলে তোমাকে আল্লাহ তার চেয়ে ভাল স্ত্রী দান করবেন।

হযরত খালিদের দামেস্কে প্রত্যবর্তন

ইউনুস বলল, আমীর সাহেব আপনি এখন একটি সংকীর্ণ ও দূর্গম ভূমিতে রয়েছেন। অতএব, রোমান সৈন্যরা এ দিকে না আসার পূর্বেই এখান থেকে চলে যান। হযরত খালিদ বললেন, আমাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। এ বলে তিনি গনীমত গুলো দিয়ে কিছু লোককে সামনে রেখে মুসলমানদের নিয়ে সানন্দে দামেস্কের পথে রওয়ানা হলেন ।

পিছনে শত্রুদের আগমন

রওহ বিন আতিইয়া বলেন, আমরা নির্বিঘ্নে পথ চলতে লাগলাম। বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চল পাড়ি দিয়ে আমরা এগুতে থাকলাম। যখন আমরা মুরজ আল সগীরের উম্মে হাকীমের উচ্ছ অট্টালিকা পর্যন্ত আসলাম, তখন দেখলাম আমাদের পিছনে ধুলো উড়ছে। তখন আমাদের কিছু লোক গিয়ে বিষয়টি হযরত খালিদকে জানাল।

হযরত খালিদ বললেন, আপনাদের মধ্যে কে তাদের খোঁজ নিতে পারবেন? তখন সা'সা'আ বিন ইয়াযীদ আল গিফারী বলে উঠল, আমীর সাহেব এদের খোঁজ নিতে আমি প্রস্তুত রয়েছি। এবলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে

দ্রুত ওদের দিকে চলে যান এবং তাদের খোঁজ নিয়ে দ্রুত চলে আসলেন। এসে বললেন, আমীর সাহেব খৃস্টবাদীরাতো আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। এরা বর্ম পরিহিত, এদের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

একথা শোনে হযরত খালিদ ইউনুসকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি আমাদের পিছনে আসা অশ্বারোহীদের কাছে গিয়ে তারা কী চায় তা একটু জেনে আস। সে বলল, ঠিক আছে। সে তাদের কাছে গিয়ে ফিরে আসল। এসে হযরত খালিদকে বলল, আমীর সাহেব আমি কি বলিনি হিরোক্লিয়াস তার কন্যাকে অবশ্যই উদ্ধার করবেন ? তিনি এদেরকে মুসলমানদের কাছ থেকে গনীমত গুলো চিনিয়ে নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। এরা দামেস্কের নিকটবর্তী হলে আপনার নিকট একজন দূত পাঠিয়ে সম্রাটের কন্যার মুক্তির ব্যাপারে কথা বলবে।

সম্রাটের নরম সুর

কিছুক্ষণ পর মুসাফিরের পোশাক পরিহিত একজন বৃদ্ধ আসলেন। মুসলমানরা তাকে হযরত খালিদের কাছে নিয়ে গেল। হযরত খালিদ বললেন, আপনি কী বলতে চান নির্দ্বিধায় বলুন।

বৃদ্ধ বললেন, আমি সম্রাট হিরোক্লিয়াসের দূত। তিনি আপনার উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আমার কাছে খবর পৌছেছে যে, আপনি আমার লোকদের উপর যুলুম নির্যাতন চালিয়েছেন এবং আমার মেয়ের স্বামীকে হত্যা করেছেন। আার এতে করে আমার সম্মান নষ্ট করেছেন। তবে আপনি নিরাপদে বিজয় লাভ করেছেন বলে সীমালংঘন করবেন না। এখন আপনি আমার মেয়েকে হয়তো বিক্রি করে দেন, নতুবা হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দেন। বদান্যতা আপনাদের স্বভাবজাত বিষয়। আমি আশা করি আপনাদের ও আমাদের মধ্যে সন্ধি হবে"।

বদান্যতা স্বরুপ হযরত খালিদের সম্রাটের কন্যাকে মুক্তি দান

এ কথা শোনে হযরত খালিদ বৃদ্ধকে বললেন, আপনি আপনার নেতা হিরোক্লিয়াসকে বলবেন, আমি তার সিংহাসন ও পায়ের নিচের মাটির অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে ফিরে যাব না, ব্যাপারটা অবশ্যই তিনি জানেন। আর তিনি যদি সুযোগ পেতেন, তাহলে কখনো আমাদের প্রতি নমনীয় হতেন না। আর বলবেন যে, তার কন্যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে হাদীয়া দিয়ে দিলাম।

অতঃপর হযরত খালিদ সম্রাট তনয়াকে বৃদ্ধের কাছে হস্তান্তর করেন।

ক্ষমতালোভী সম্রাটের সেই পুরাতন অরণ্যে রোদন

বৃদ্ধ তাকে নিয়ে সম্রাটের কাছে উপস্থিত হবার পর সম্রাট তার সভাসদকে ডেকে বললেন-

"এ বিপদের প্রতিই আমি তোমাদের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা আমার কথাকে আমলে নাওনি, বরং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। শীঘ্রই এর চেয়ে বড় বিপদ দেখা দিবে। বিপদটি আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকেই আসবে"।

সম্রাটের কথা শোনে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

দেমেস্কে পৌছে হযরত খালিদ ও মুসলমানরা

এ দিকে হযরত খালেদ দেমেস্কে এসে পৌছেন। ইতোপূর্বে হযরত আবু উবাইদা ও মুসলমানরা সবাই হযরত খালিদ ও তার সাথীদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান। তারা হতাশা ও অস্থিরতায় ভুগছিলেন। এ সময় হঠাৎ হযরত খালিদ ও তার সাথীদের আগমন দেখে আনন্দিত হয়ে তারা সবাই তাদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য বের হয়ে পড়েন। উভয় দল মুখোমুখি হওয়ার পর সবাই পরস্পরে সালাম ও কুশল বিনিময় করলেন।

দামেস্কে এসে হযরত খালিদ হযরত আমর বিন মা'দিকারাব ও হযরত মালেক বিন আল আশতারকে দেখে খুশী হন। অতঃপর তিনি হযরত আবু উবাইদার পাশে বসে তাকে সফরের বৃত্তান্ত শোনান।

হযরত আবু উবাইদা হযরত খালিদের বীরত্ব ও সাহসিকতা জন্য বিস্ময় প্রকাশ করেন। এর পর হযরত খালিদ গনীমত গুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে চার ভাগ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করেন এবং এক ভাগ নিজের জন্য রাখলেন। আর নিজের গনীমত থেকে ইউনুসকে কিছু দিয়ে বললেন, তুমি এগুলো দিয়ে একটা বিয়ে কর অথবা একটা রোম নারী ক্রয় কর। ইউনুস বললেন, আল্লাহর কসম আমি এ দুনিয়ায় আর কোন বিয়ে করব না। আমি আখেরাতে জান্নাতের হূরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাই।

শাহাদাত বরণ করল ইউনুস

হযরত রাফে বিন উমাইরা আততাঈ বলেন, ইউনুস ইয়ারমুক পযর্ন্ত সকল যুদ্ধে আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছে। এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে সে বীর বিক্রমে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ সময় হঠাৎ রোমানদের একটি তীর এসে তার বক্ষের উপরি অংশে বিদ্ধ হয়। এতে তার শাহাদাত নসীব হয়।

পূর্ণ হল ইউনুসের বাসনা

হযরত রাফে বলেন, ইউনুসের শাহাদাত বরণে আমি দুঃখ পেলাম এবং তার জন্য বেশী করে দু'আ করলাম। এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম, তার শরীরে বিভিন্ন প্রকার অলংকার ঝলমল করছে এবং সে স্বর্ণের জুতা পায়ে একটি সবুজ বাগানে ঘুরাফেরা করছে। আমি তাকে বললাম, তোমার সাথে আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন? বলল, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার স্ত্রীর পরিবর্তে আমাকে সত্তরটি হূর দান করেছেন। তাদের একটি দুনিয়াতে উঁকি দিলে সুর্য ও চন্দ্রের আলোর আর প্রয়োজন হবে না । আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

হযরত রাফে বলেন, আমি এ স্বপ্নের কথা হযরত খালিদকে জানালাম। তিনি বললেন, শাহাদাত ছাড়া আমাদের আর কোন কামনা নেই। যাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করা হয়েছে, সে বড়ই ভাগ্যবান।

(প্রথম খন্ড সমাপ্ত)

মরণজয়ী সাহাবা রা.

মুল
আল্লামা ইমাম ওয়াকেদী র.

অনুবাদ
আবুল হুসাইন আলে গাজী

প্রকাশক
মীর মোঃ ইউনুস

প্রকাশ কাল
জানুয়ারী ২০০৪

সর্বস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ
কর্ডোভা পাবলিকেশন্স
২৮/১/ সি, টয়েনবি সার্কূলার রোড,মতিঝিল, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
হেরার জ্যোতি গ্রাফিক্স
১৮১, ফকিরাপুল, (পানির ট্যাংকির গলি) ঢাকা

মুল্য
১০০ (একশত) টাকা ।

মীর পাবলিকেশন্স
১৩নং আদর্শ পুস্তক বিপণী বিতান
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা